মাসিক আত-তাহরীক

আবু উমামাহ আল-বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি ছিয়াম রাখ। এর কোন তুলনা নেই' *(নাসাঈ হা/২২২৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭ তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧ ، عدد : ٧، رمضان وشوال ١٤٤٥ ه/ إبريل ٢٠٢٤م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : কাজাখস্তানের কুরমান গাযী শহরে অবস্থিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ।

নারীদের বিশুদ্ধ দ্বীনী ইলম শিক্ষার অনন্য,
নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ক্যাম্পাস

আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী (বালিকা শাখা)

তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত বৃহদায়তন এই ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এখানে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক, ১টি প্রশাসনিক ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইতিমধ্যে সেখানে একটি আবাসিক ভবন ৫তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি ৫তলা ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে
আন্তরিক দো'আ ও সহযোগিতার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ (পার্সোনাল) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২
রকেট (মার্চেন্ট) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২

নবনির্মিত আবাসিক ভবন-১

নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন-২

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
মোবা : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭০৯-৫১৫৫২৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

চেম্বার
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

রামাযান-শাওয়াল ১৪৪৫ হি.
চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩০-৩১ বাং
এপ্রিল ২০২৪ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০

(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - দান-ছাদাক্বা : পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩
  - সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(৪র্থ কিস্তি) (জানুয়ারী'২৪-এর পর)* *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ০৯
  - মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(৭ম কিস্তি)* *-ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর* ১৩
  - হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা *(শেষ কিস্তি)* *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২১
  - তাওফীক্ব লাভের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ২৫
  - ঈদায়নের মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩১
- **বিজ্ঞানচিন্তা :**
  - আছহাবে কাহফের ঘটনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব *-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী* ৩৩
- **কবিতা :** ৩৬
  - ঈদের খুশির চিহ্ন নেই
  - বর্ষবরণ!
  - আখেরাত আসল ঠিকানা
- **দিশারী :**
  - জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা *-গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.* ৩৭
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪২
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৩
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উৎস হৌক যাকাত ও ছাদাক্বা

আল্লাহ্র নিকট ছওয়াব লাভের দৃঢ় আশায় আল্লাহ্র পথে মুমিনের সকল প্রকার ঐচ্ছিক দানকে 'ছাদাক্বা' বলে এবং নিজের সঞ্চিত ধন ও অন্যান্য সম্পদের 'নেছাব' পরিমাণ অংশের বাধ্যতামূলক দানকে 'যাকাত' বলে। দু'টিই মুমিনের মালকে পরিশুদ্ধ করে এবং দু'টিরই লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। হাদীছে ছাদাক্বাকে 'বুরহান' বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/২২৩)*। অর্থাৎ এটি মুমিনের বিশুদ্ধ ঈমানের প্রমাণ *(মির'আত)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একজন বান্দার হৃদয়ে কৃপণতা ও ঈমান কখনো একত্রিত হ'তে পারেনা' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮২৮)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। যাকাত ও ছাদাক্বা হ'ল সামাজিক সাম্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের পূর্বশর্ত। উৎপাদকগণ তাদের লভ্যাংশ থেকে যাকাত দেন। হকদারগণ সেটি গ্রহণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তারা উৎপাদিত পণ্য খরীদ করেন। ফলে যাকাতের অর্থ পুনরায় উৎপাদকদের ঘরেই ফিরে যায়। এভাবে যাকাত ও ছাদাক্বার মাধ্যমে সম্পদের প্রবাহ সচল থাকে এবং সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

এর বিপরীত হ'ল সূদ, যা কোন সম্পদ নয়। বরং ঋণের আর্থিক বিনিময় মাত্র। যা শোষণ করে। পুনরায় ঋণ দিলে পুনরায় শোষণ করে। এমনকি ঋণের মেয়াদ শেষ হ'লে তার সূদ আসলের সঙ্গে যোগ হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ বাড়তেই থাকে। যা ঋণ গ্রহীতাকে রক্তহীন করে ফেলে। একসময় ক্রেতার অভাবে উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকে। ফলে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ে নিঃস্ব হয়। এভাবে আর্থিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে সমাজদেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে দেহে রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়। যেভাবে উচ্চ রক্তচাপে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তেমনি অর্থনীতির চাকা বন্ধ হলে উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে সমাজ অচল হয়ে পড়ে। আর সেজন্যেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(ছহীহুল জামে' হা/৫৫১৮; মিশকাত হা/২৮২৭)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

পৃথিবীর তাবৎ সূদী কারবার ঋণের বিনিময়ে লাভের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। সে যুগের 'কাবুলীওয়ালা' ও 'দাদন ব্যবসায়ী'দের স্থলে এযুগে সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। শতভাগ সূদবিহীন কোন ব্যাংক পৃথিবীতে নেই। এর বিরুদ্ধেই ইসলামের যুগান্তকারী বিধান হ'ল যাকাত ও ছাদাক্বা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। যা মানবতার রক্ষা কবচ। খলীফা ওমর (রাঃ)-এর ১০ বছরের খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) যাকাতের বিধান পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় সমাজে যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না *(ইরওয়া হা/৮৫৬-এর আলোচনা)*। জাহেলী আরবের ফেলে আসা গাছতলা ও পাঁচতলার রক্তচোষা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে সেদিন আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী অর্থনীতির বরকত পেয়ে যেমন বুভুক্ষু মানবতা প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, আজও সেটি সম্ভব, যদি মুসলিম রাষ্ট্রগুলি আন্তরিক হয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, সম্পদ আল্লাহ্র দান। বান্দা তার ব্যবহারকারী মাত্র। অতএব তাঁর দেওয়া সম্পদ তাঁর বিধান মতেই ব্যয় করতে হবে। তাঁরই নির্দেশ হ'ল, 'তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা সম্পদ দিয়েছেন, তা গোপন করে। বস্তুত আমরা অকৃতজ্ঞদের জন্য হীনকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ৪/৩৭)*।

দানের ক্ষেত্রে সর্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যাতে এটি বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয় এবং শিরক ও বিদ'আতের সহায়ক না হয়। এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করতে গেলেও দেখা উচিৎ সেগুলির পরিচালনা কমিটি ও ইমাম-খতীব শিরক ও বিদ'আতের অনুসারী কি-না। নইলে এইসব দান বাতিলের সহায়ক হবে। জেনে-শুনে এরূপ স্থানে দান করলে নেকীর বদলে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকবে *(মায়েদাহ ২)*। দ্বিতীয়ত হীলা-র ফাঁদে ফেলে ইসলামী অর্থনীতিকে যেন পঙ্গু করা না হয় এবং বিশুদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ না করা হয় *(দ্র. লেখকের 'যাকাত ও ছাদাক্বা' বই ১০৬-১১০)*।

অমুসলিম ধনিক শ্রেণী দেশে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল করেছে। তারা দুনিয়ায় প্রশংসা পাবে। কিন্তু আখেরাতে কিছুই পাবে না। মুসলিম ধনিক শ্রেণী যারা অনেক সময় হারামের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হন, তারা তাদের হালাল-হারাম মিশ্রিত মালের পাপ থেকে বাঁচার জন্য হারাম মালের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী সম্পদ নেকীর উদ্দেশ্য ছাড়াই বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল ইত্যাদি জনসেবা মূলক কাজে ব্যয় করতে পারেন এবং আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে তওবার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন *(তওবা ৯/১০২-০৩)*।

'প্রত্যেক ঋণ যা লাভ আনে, সেটাই সূদ' *(ইরওয়া হা/১৩৯৭; বায়হাক্বী হা/১০৯৩৩)*। এর বিপরীতে আখেরাতে বহুগুণ নেকী লাভের আশায় দুনিয়াবী লাভহীন ঋণকে 'কর্যে হাসানাহ' বলা হয়। যা ইসলামে অনুমোদিত। মাক্কী ও মাদানী উভয় জীবনে একই ভাষায় আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা নিজেদের জন্য যেসব সৎকর্ম অগ্রিম প্রেরণ কর, তা তোমরা আল্লাহ্র নিকটে পাবে' *(মুযযাম্মিল-মাক্কী ৭৩/২০; বাক্বারাহ-মাদানী ২/১১০)*।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে 'সূদ গ্রহীতা ও সূদ দাতা উভয়ে জাহান্নামে রক্তের নদীতে ভাসবে। কিনারে আসতে চাইলেই পাথর মেরে তার মস্তক চূর্ণ করা হবে। আবার জোড়া লাগানো হবে। এভাবে চলতে থাকবে চিরদিন। কিন্তু সে কিনারে উঠতে পারবে না' *(বুখারী হা/২০৮৫; মিশকাত হা/৪৬২১)*। তাহ'লে আধুনিক যুগের রকমারি গণতন্ত্রের জয়জয়কারের মধ্যে দেশে দেশে কঙ্কালসার মানুষের ভিড় কেন? কেন সর্বত্র ভুখা-মিছিল ও নেতাদের কাঙ্গালী ভোজের প্রদর্শনী। কেন কথিত ন্যায্যমূল্যের দোকানে ও ট্রাকের পিছনে মানুষের দীর্ঘ সারি? কেন মুষ্টিমেয় ধনীর যাকাত নেওয়ার ভিড়ে পদতলে পিষ্ট হয়ে মানুষ মরছে?

পরিশেষে আমরা চাই আমাদের প্রিয় জন্মভূমির মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হৌক এবং যাকাত ও ছাদাক্বার বরকতে দেশে ইসলামী ন্যায়বিচার ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পূর্ণরূপে চালু হৌক! সাথে সাথে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে মানবতা নিরাপদ হৌক! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

দান-ছাদাক্বা : পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য মাধ্যম

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এই অমোঘ সত্যকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, ছোট-বড় সবার জীবনেই মৃত্যু যেকোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে। তার ভয়ংকর থাবায় মিটে যাবে জীবনের স্বাদ। দপ করে নিভে যাবে মানুষের প্রাণ প্রদীপ। নশ্বর পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে হবে অন্তহীন পরকালের পথে। যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-প্রিয়জন থেকে মানুষ হবে সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীতে ধন-দৌলত, বিত্ত-বৈভব, সুনাম-সুখ্যাতির অধিপতি থাকলেও পরকালে হ'তে হবে নিঃস্ব ও রিক্ত। পৃথিবীর মায়া মরীচিকায় যারা দুনিয়াকে সর্বস্ব জ্ঞান করবে, পরকালে শূন্য খাতা হাতে পেয়ে তাদের সম্বিত ফিরবে। কিন্তু তখন কেবল আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। সেকারণ প্রত্যেক আদম সন্তানকে ইহজীবন সাঙ্গ হওয়ার আগেই পরকালীন পাথেয় সঞ্চয় করা আবশ্যক। যে পাথেয় তাকে জাহান্নামের অগ্নিগহ্বর থেকে বাঁচাবে।

ছাদাক্বা এমনই এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'তোমরা একটি খেজুরের টুকরা দান করে হ'লেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো'।[১]

ছাদাক্বার কল্যাণকারিতা

(১) ছাদাক্বা গোনাহকে মিটিয়ে দেয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، 'ছাদাক্বা গোনাহকে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়'।[২] তিনি বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ،...حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ– 'নিশ্চয় ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে... মানুষের মধ্যে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত'।[৩]

(২) ছাদাক্বার নেকী অপরিসীম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়'।[৪] তিনি বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ– 'হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সম্পদ তোমার কাছে আছে তা খরচ করা তোমার জন্য (দুনিয়া ও আখিরাতে) কল্যাণকর। আর তা খরচ না করা হবে অকল্যাণকর। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন-সম্পদ (জমা করায়) দোষ নেই। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ ব্যয়ের কাজ নিজ পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করো'।[৫]

হাদীছে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, : قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ– 'আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, তোমাকেও দান করা হবে'।[৬]

তিনি আসমা (রাঃ)-কে বলেন, أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ– '(আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করো, হিসাব করো না। তাহ'লে আল্লাহ তোমার উপর তাঁর রহমতকে হিসাব করবেন। আর হাত গুটিয়ে রেখ না, তাহ'লে আল্লাহও তোমার থেকে হাত গুটিয়ে নিবেন'।[৭]

আল্লাহ বলেন, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ– 'আর যারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ ও ছওয়াব লাভের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'লে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হ'লে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ– 'যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমি এটা পসন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হ'তেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে ফেলি'।[৮]

তিনি বলেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র চেহারা কামনায় ছাদাক্বা

১. তিরমিযী হা/২৯৫৩, রাবী 'আদী বিন হাতেম (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৮১৪৭।
২. আহমাদ হা/১৫৩১৯; তিরমিযী হা/৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২১০; মিশকাত হা/২৯, রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); ছহীহাহ হা/১১২২।
৩. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮, রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ); ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩১০; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪।
৪. তিরমিযী হা/১৬২৫; নাসাঈ হা/৩১৮৬; মিশকাত হা/৩৮২৬, রাবী খুরাইম বিন ফাতেক (রাঃ)।
৫. মুসলিম হা/১০৩৬; মিশকাত হা/১৮৬৩, রাবী আবু উমামাহ (রাঃ)।
৬. বুখারী হা/৫৩৫২; মুসলিম হা/৯৯৩; মিশকাত হা/১৮৬২।
৭. বুখারী হা/২৫৯০; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/১৮৬১, রাবী আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)।
৮. বুখারী হা/৬৪৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

করল এবং সেটাই যদি তার শেষ আমল হয়, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا- 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করে। তাদের একজন বলে, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন। অপরজন বলে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করুন'।[১০]

(৩) আল্লাহ তা'আলা ছাদাক্বা নিজ হাতে গ্রহণ করেন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ- 'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের সমপরিমাণ দান করল, আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কবুল করেন না, আল্লাহ তা নিজ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ ঘোড়ার বাচ্চা পালন করে তা বৃদ্ধি করতে থাক, এমনকি তা পাহাড় সমান হয়ে যায়'।[১১]

(৪) ছাদাক্বা ব্যক্তিকে পবিত্র করে : ছাদাক্বার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়। অন্তরের কৃপণতা দূর হয়। কারো সম্পদের পাহাড় না থাকলেও আল্লাহ তার অন্তরে প্রাচুর্য দান করেন। সেজন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، 'তুমি তাদের সম্পদ থেকে ছাদাক্বা গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের (কৃপণতার কলুষ হ'তে) পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা-মাদানী ৯/১০৩)*।

(৫) ছাদাক্বায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে : আপাত দৃষ্টিতে ছাদাক্বায় সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেলেও মূলত সম্পদ কমে না। আল্লাহ এমন উৎস থেকে বান্দাকে দান করতে থাকেন যে সম্পর্কে বান্দার কোন ধারণাই থাকে না। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، 'ছাদাক্বায় সম্পদ হ্রাস পায় না'।[১২]

অপর একটি হাদীছে এসছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমাকে দান করব এবং [রাসূল (ছাঃ)] বললেন, আল্লাহ তা'আলার হাত পরিপূর্ণ। (তোমার) রাতদিন অবিরাম খরচেও তা কমবে না। তিনি বলেন, তোমরা দেখ না, যখন থেকে (আল্লাহ) আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কি পরিমাণ খরচ করেছেন? কিন্তু এত খরচ করার পরও তাঁর হ'তে সম্পদের কোন কমতি হয়নি...।[১৩]

দানের মাধ্যমে যে আল্লাহ সম্পদ বাড়িয়ে দেন সে সম্পর্কে একটি ঘটনা হাদীছে এসেছে। সেটি হ'ল-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জনৈক ব্যক্তি মাঠে কাজ করছিল। এমন সময় সে মেঘের মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেল 'অমুকের বাগানে বর্ষণ কর'। অতঃপর মেঘটি সে দিকে যেতে লাগল এবং এক প্রস্তরময় স্থানে পানি বর্ষাল। দেখা গেল যে, সেখানকার একটি নালা সমস্ত পানি তার মধ্যে নিয়ে নিল। তখন ঐ ব্যক্তি মেঘটির অনুসরণে সেখানে পৌঁছে দেখল যে, একজন ব্যক্তি তার বাগানে পানি সেঁচ দিচ্ছে। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞেস করলে? সে বলল, যে মেঘের এই পানি সেই মেঘের মধ্য থেকে আমি একটি শব্দ শুনেছি, যেখানে তোমার নাম করে বলা হয়েছে যে, অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর! অতএব (হে আল্লাহ্র বান্দা!) তুমি বল, পানি দিয়ে কি কাজ কর? সে বলল, যখন তুমি তা জিজ্ঞেস করলে তখন শোন, 'বাগানে যা ফল হয়, তা আমি তিন ভাগ করি। এক ভাগ ছাদাক্বা করি, এক ভাগ আমি ও আমার পরিবার খাই এবং অপর ভাগ জমিতে বীজ হিসাবে লাগাই'।[১৪]

(৬) ছাদাক্বা আল্লাহ্র ক্রোধ নিভিয়ে দেয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- 'সৎকর্ম সমূহ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করে। গোপন ছাদাক্বা আল্লাহ্র ক্রোধ নিভিয়ে দেয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে বয়স বৃদ্ধি পায়'।[১৫]

(৭) ছাদাক্বা রোগ-ব্যধি দূর করে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَأَعِدُّوْا لِلْبَلاَءِ الدُّعَاءَ- 'তোমরা তোমাদের পীড়িতদের চিকিৎসা কর ছাদাক্বার মাধ্যমে, তোমরা তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত কর যাকাত দানের মাধ্যমে এবং বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর দো'আর মাধ্যমে'।[১৬] বস্তুত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার মাধ্যম হ'ল ছাদাক্বা।

৯. আহমাদ হা/২৩৩৭২, রাবী হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৫।
১০. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১১. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; মিশকাত হা/১৮৮৮; 'যাকাত' অধ্যায় 'দানের মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১২. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৩. বুখারী হা/৪৬৮৪; মুসলিম হা/২৩৫৬; রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
১৪. মুসলিম হা/২৯৮৪; মিশকাত হা/১৮৭৭; আহমাদ হা/৭৮৮১।
১৫. ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮০১৪, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ); ছহীহুত তারগীব হা/৮৮৯।
১৬. বায়হাক্বী ৩/৩৮২ পৃ., হা/৬৮৩২, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ); ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮, সনদ হাসান।

(৮) মানব কল্যাণের অন্যতম মাধ্যম ছাদাক্বা : একবার জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে ছাদাক্বা দিল। দেখা গেল যে, সে একজন ব্যভিচারিণী। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি অন্য একজনকে ছাদাক্বা দিল। কিন্তু দেখা গেল যে, সে একজন ধনী ব্যক্তি। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। আরেকজন ব্যক্তি একজনকে ছাদাক্বা দিল। দেখা গেল যে, সে একটা চোর। লোকেরা এটা নিয়ে বলাবলি করতে লাগল। তখন বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ’ল। জবাবে তিনি বললেন, أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ– ‘তোমার ছাদাক্বা কবুল হয়ে গেছে। এক্ষণে ছাদাক্বা গ্রহীতা ব্যভিচারিণী; হয়তোবা সে এর কারণে ব্যভিচার পরিত্যাগ করবে। অতঃপর ধনী ব্যক্তি; হয়তোবা সে এর মাধ্যমে উপদেশ হাছিল করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করবে। অতঃপর চোর; সে হয়ত এর ফলে চুরি পরিত্যাগ করবে’।[১৭]

চুরি ও ব্যভিচার কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবুও চোর ও ব্যভিচারীকে দেয়া ছাদাক্বা রাসূল (ছাঃ) অনুমোদন করেছেন শুধুমাত্র তাদেরকে কল্যাণের পথে আকৃষ্ট করার জন্য।

(৯) ছাদাক্বা দাতা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়াতলে থাকবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ‘সাত শ্রেণীর লোক যাদেরকে আল্লাহ ছায়া দিবেন নিজের ছায়ায়, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ...সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না, তার ডান হাত কি দান করল’।[১৮] তিনি বলেন, إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ– ‘ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার ছাদাক্বা’।[১৯]

(১০) ছাদাক্বার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি মেলে : জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ যে ব্যবসার কথা বলেছেন, সেখানেও তিনি বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ– تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হ’তে মুক্তি দিবে?’। ‘তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে, যদি তোমরা বুঝ’ *(ছফ-মাদানী ৬১/১০-১১)*।

উক্ত আয়াতে মালের কথা আগে বলা হয়েছে, কারণ জিহাদে প্রথম মালের প্রয়োজন হয় *(কুরতুবী)*। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ– ‘তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা’।[২০] এখানেও মালের কথা আগে বলা হয়েছে। অতএব মুসলিম জীবনে কৃপণতার কোন অবকাশ নেই।

(১১) দানকারী জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ–

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন বস্তুর একটি জোড়া দান করবে, উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহূত হবে (যেমন মুছল্লী, মুজাহিদ, দানশীল ও ছায়েমদের দরজা)। তখন আবুবকর বললেন, সকল দরজা দিয়ে আহ্বানের প্রয়োজন নেই (একটি দরজাই যথেষ্ট)। তবে আসলে কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহূত হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ– ‘হ্যাঁ। আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।[২১] ‘জোড়া’ বলতে দুই দিরহাম, দুই দীনার বা জামা-পায়জামা, শাড়ি-লুঙ্গী ইত্যাদি যে কোন বস্তু দু’টি করে দান করা *(মিরক্বাত)*।

(১২) ছাদাক্বাই প্রকৃত পরকালীন সঞ্চয় : বিশুদ্ধ নিয়তে হালাল সম্পদ যতটুকু ছাদাক্বা করা হবে, ততটুকুই আমাদের পরকালীন পাথেয় হিসাবে সঞ্চিত থাকবে। তাই যার ছাদাক্বা যত বেশী, তার সঞ্চয় তত বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

১৭. বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/১০২২; মিশকাত হা/১৮৭৬, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৯. আহমাদ হা/১৮০৭২, ছহীহ-আরনাউত্ব; মিশকাত হা/১৯২৫, রাবী তাবেঈ মারছাদ বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ)।

২০. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৩৮২১, রাবী আনাস (রাঃ); ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৯০।

২১. বুখারী হা/৩৬৬৬, মুসলিম হা/১০২৭; মিশকাত হা/১৮৯০ ‘যাকাত’ অধ্যায়-৬, ‘দানের মাহাত্ম্য’ অনুচ্ছেদ, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ، وَإِنَّ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ– ‘বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ তার মাল সমূহের মধ্যে তার জন্য মাল হ’ল মাত্র তিনটি : (ক) যা সে খায় ও শেষ করে। (খ) যা সে পরিধান করে ও জীর্ণ করে এবং (গ) যা সে ছাদাক্বা করে ও সঞ্চয় করে। এগুলি ব্যতীত বাকী সবই চলে যায় এবং লোকদের জন্য সে ছেড়ে যায়’।[২২]

নবী করীম (ছাঃ) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজের সম্পদের চাইতে তার উত্তরাধিকারীর সম্পদকে অধিক প্রিয় মনে করে? তারা সবাই জবাব দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার নিজের সম্পদকে সবচেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে না। তখন তিনি বললেন, فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ– ‘নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তা-ই, যা সে (আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের মাধ্যমে) অগ্রিম পাঠায়। আর যা সে পিছনে ছেড়ে যাবে, তা তার ওয়ারিছদের মাল’।[২৩]

তিনি আরো বলেন, يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ– ‘মাইয়েতের সাথে তিনজন যায়। তার মধ্যে দু’জন ফিরে আসে ও একজন থেকে যায়। মাইয়েতের সঙ্গে যায় তার পরিবার, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে এবং আমল তার সাথে থেকে যায়’।[২৪]

(১৩) কৃপণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কা‘বার রবের কসম! তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হৌন! তারা কারা? রাসূল (ছাঃ) বললেন, هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ– যাদের ধন-সম্পদ বেশী তারা। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ করে, এরূপ করে ও এরূপ করে (অর্থাৎ) সামনের দিকে, পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে (সর্বদা দান করে)। তবে এরূপ লোক খুবই কম’।[২৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ– ‘আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।[২৬]

কৃপণ ব্যক্তিকে মন্দ লোক অভিহিত করে অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلاً؟ قِيلَ : نَعَمْ، قَالَ الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ– ‘আমি কি তোমাদের সর্বাপেক্ষা মন্দস্তরের ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? বলা হ’ল, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্র নামে কিছু চাওয়া হয়, অথচ সে তাঁর নামে কিছু দেয় না’।[২৭]

সুতরাং আমাদের আমলের মধ্যে অবশ্যই দান-ছাদাক্বার পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত।

ছাদাক্বা কবুলের শর্ত

(১) রিয়া ও শ্রুতিমুক্ত হওয়া : দান-ছাদাক্বা একটি মহৎ ইবাদত। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনায় বহু মানুষ লোক দেখানো দান-ছাদাক্বা করে থাকে। আর কোন ব্যক্তি যে আমলই করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য হ’তে হবে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ইবাদতের ছওয়াব লাভ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قِرِيْنًا– ‘আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। বস্তুত শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে!’ *(নিসা-মাদানী ৪/৩৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ– ‘যে ব্যক্তি খ্যাতি অর্জনের জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আল্লাহ তার সাথে লোক দেখানোর আচরণ করবেন’।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন (রিয়াকারদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে, সে হবে শহীদ।

২২. মুসলিম হা/২৯৫৯; মিশকাত হা/৫১৬৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
২৩. বুখারী হা/৬৪৪২; মিশকাত হা/৫১৬৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)।
২৪. বুখারী হা/৬৫১৪; মুসলিম হ/২৯৬০; মিশকাত হা/৫১৬৭, রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)।
২৫. মুসলিম হা/৯৯০; মিশকাত হা/১৮৬৮, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।
২৬. বুখারী হা/৬৪২৫; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আমর বিন ‘আওফ (রাঃ)।
২৭. আহমাদ হা/২৯২০, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব; মিশকাত হা/১৮৮১।
২৮. বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬; মিশকাত হা/৫৩১৬, রাবী জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ)।

...দ্বিতীয় ব্যক্তি হ'ল আলেম। ...আর তৃতীয় ব্যক্তি হবে সম্পদশালী ব্যক্তি। আল্লাহ যার রিযিক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে দান করেছিলেন সব ধরনের সম্পদ। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে দেওয়া তাঁর নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্বীকার করবে। অতঃপর তিনি তাকে বলবেন, তুমি এসবের বিনিময়ে কি করেছ? সে বলবে, তুমি খুশী হবে এমন কোন রাস্তায় দান করতে আমি বাকী রাখিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে বলা হয় যে, তুমি একজন 'দানবীর'। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার বিষয়ে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[২৯]

(২) খোটা না দেওয়া : দুনিয়াবী কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই নিঃশর্তভাবে দান করতে হয়। দান করে খোটা দেয়া একটি গর্হিত কাজ। খোটা তারাই দেয় যারা দুনিয়াবী কল্যাণ কামনা করে। যারা নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পরকালীন মুক্তির আশায় দান করে তারা কখনো খোটা দেয়ার মত অন্যায় আচরণ করে না।

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুত আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/২৬৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ- 'তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে'।[৩০]

কোন সময়ের ছাদাক্বা উত্তম?

সাধারণত যেকোন সময় ছাদাক্বা করা যায়। তবে ছাদাক্বার একটি উত্তম সময় আছে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ছাদাক্বা ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম? তিনি বললেন, أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ- 'যখন তুমি সুস্থ থাক, মালের প্রতি লোভ কর, দরিদ্রতার ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা রাখ, সে সময়ের দান। সুতরাং প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তুমি দান করতে বিলম্ব কারো না। যখন তুমি বলবে যে, এ মাল অমুকের জন্য, আর এ মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন মাল অমুকের হয়ে গেছে'।[৩১]

সুস্থতা মানুষকে আত্মভোলা করে। মালের প্রতি লোভ ব্যক্তিকে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে উদ্বুদ্ধ করে। দরিদ্রতার ভয় ব্যক্তির কার্পণ্য সত্তাকে জাগ্রত করে। আর ধনী হওয়ার প্রবণতা ব্যক্তিকে আয়েশী ও দুনিয়ামুখী বানায়। সেকারণে উক্ত হাদীছে বর্ণিত অবস্থাগুলোতে বেশী বেশী দানের প্রতি তাকীদ দেয়া হয়েছে।

রামাযান মাসে ছাদাক্বা

যাকাত ও ছাদাক্বা আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে রামাযান মাস। কেননা এ মাসে রয়েছে বহুবিধ ফযীলত। এটি বরকতপূর্ণ এক মহিমান্বিত মাস। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে বেশী বেশী ছাদাক্বা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُوْلُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। বিশেষ করে রামাযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত, যখন জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রীল রামাযানের প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন শেখাতেন। জিব্রীল যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দানশীলতা প্রবাহিত বায়ুর চাইতেও বেশী হ'ত'।[৩২] অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ

---

২৯. মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩০. মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩, রাবী আবু যার গিফারী (রাঃ)।
৩১. বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৩২. বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮, রাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।

ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ– ‘যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবে আমি তখনই সন্তুষ্ট হব, যখন তিন দিন অতিবাহিত না হ’তেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়; তার সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা আমি আমার ঋণ পরিশোধের জন্য রাখি’।[৩৩]

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় রাসূল (ছাঃ) ধনী ছিলেন না কিন্তু তাঁর অন্তর প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। এখান থেকে ধনীরা কোন উপদেশ গ্রহণ করবে কি?

উপসংহার :

ছাদাক্বা ধনী-গরীবের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যম। এতে সমাজে সম্পদের প্রবাহ সচল থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ’ল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে ছাদাক্বার সঞ্চয় চূড়ান্ত মুক্তির জন্য বড় ভূমিকা পালন করবে। সেকারণে সকলের ছাদাক্বার হাত দীর্ঘ হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

৩৩. বুখারী হা/২৩৮৯; মিশকাত হা/১৮৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানের মৃত্যু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, তাফসীর ইবনে কাছীরের অনুবাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সাবেক সহ-সভাপতি, উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন ও মুনাযির মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (রহঃ)-এর জামাতা, বহু গ্রন্থপ্রণেতা শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২-টায় ঢাকার সিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনতিকাল করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে‘উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, ২ কন্যা, অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঐদিন বাদ আছর সিএমএইচ জামে মসজিদে মাইয়েতের ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ইমামতি করেন। অতঃপর বাদ এশা বংশাল বড় (আহলেহাদীছ) জামে মসজিদে তাঁর ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস-এর সেক্রেটারী ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। উক্ত জানাযায় ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান ও বর্তমান সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনের নেতৃত্বে ঢাকা যেলা আন্দোলন ও যুবসংঘের দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। অতঃপর তাকে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর কবরের পাশে বংশাল-মালিবাগ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রফেসর ড. মুজীবুর রহমান ১৯৩৬ সালে চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত বাবলাবোনা (বর্তমান রাধাকান্তপুর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মাওলানা আব্দুল গণী। তিনি শিবগঞ্জ ইসলামপুর কওমী মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর দাদনচক হাই মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র পরীক্ষা ও রাধাকান্তপুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আলিম পাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে ফাযিল এবং ১৯৫৫ সালে একই মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে ৮ম স্থান অধিকার করে কামিল পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামে‘আ সালাফিইয়াহ লায়ালপুর (ফয়ছালাবাদ) থেকে তাকমীল বা দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন। ১৯৬২ সালে লাহোর ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি এম.ও.এল (Masters of Oriental Languages) ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

১৯৬২ সালে দেশে ফিরে পিতার কর্মস্থল হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর তিনি চাঁপাই নবাবগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজে আরবী ও উর্দূ বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২৫.৮.১৯৮৪ থেকে ২৪.৮.১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি রাবির আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি ‘বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। যেটি ১৯৮৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি মক্কার উম্মুল ক্বোরা ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ও ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৯৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘প্রফেসর’ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি একই সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকায় চলে যান এবং নিউইয়র্কের ইসলামিক এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় ২৬ বছর যাবৎ আমেরিকায় অবস্থান করেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি দেশেই অবস্থান করছিলেন।

তাঁর অনূদিত তাফসীর ইবনে কাছীর ও বঙ্গানুবাদ কুর‘আনুল কারীম যথেষ্ট জনপ্রিয়। যা দারুস সালাম, রিয়াদ প্রকাশনী থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচনায় সাবলীলতা ও সহজবোধ্যতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিভৃতচারী এই শিক্ষাবিদের রচিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল, মাযামীনে মুজীব (উর্দূ প্রবন্ধ সংকলন, নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত), কুরআনের চিরন্তন মু‘জিযা (ইফাবা), মিসরের ছোট গল্প (অনুবাদ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা (অনুবাদ), মদীনার আনসার ও হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী, সাহাবী কবি কা‘ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু‘আদ, মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ, ইসলামের আদি যুগের একটি পরিবার, ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম (রহঃ), ভারতীয় আরবী তাফসীর ও তাফসীরকার (অনুবাদ), আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (অনুবাদ), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (জীবনী) প্রভৃতি।

[তাঁর মৃত্যুতে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁর পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন একজন সহজ-সরল ও নিরহংকার আলেম। তিনিই বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে ১৯৭৯ সালের ৩১শে অক্টোবর সাতক্ষীরায় আমার গ্রামের বাড়ীতে ও ৭৯, উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার ঠিকানায় স্বহস্তে পত্র লিখে আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য পত্র লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এদেশের আহলেহাদীছ জামা‘আত একজন শিক্ষাবিদকে হারালো। মহান আল্লাহ তাঁর গুনাহখাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন- আমীন!- সম্পাদক]

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামীদের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৪র্থ কিস্তি) (জানুয়ারী'২৪-এর পর)

(৪) মু'আমালাতের ক্ষেত্রে সীমালংঘন :

ইতিপূর্বে আমরা ঈমান, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন সম্পর্কে জেনেছি। এক্ষণে মু'আমালাত বা পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমালংঘন ও এর পরিণাম জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

'মু'আমালাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- কারবার ও লেনদেন সমূহ *(মিছবাহুল লুগাত)*। পরিভাষায় মু'আমালাত হ'ল সেইসব বিধান যা দ্বারা পারস্পরিক লেনদেন, আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পন্ন হয়।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই একে অপরের পরিপূরক করে সৃষ্টি করেছেন। এ জগতে কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত। কেবলমাত্র তিনিই মুখাপেক্ষীহীন *(ইখলাছ ১১২/২)*। একজনের প্রয়োজনে অপরজন এগিয়ে আসবে, সুখে-দুখে একে অপরের সাথী হবে, পারস্পরিক লেনদেন, আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে এটাই চিরায়ত নিয়ম। তবে এ জাতীয় বৈষয়িক বিষয়গুলোতেও রয়েছে শরী'আতের কঠোর নীতিমালা। রয়েছে চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা।

তবে রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষ মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শরী'আতকে কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজের অনেক মানুষকে দেখা যায় যে, পাক্কা মুছল্লী, নফল ছিয়াম পালনকারী, নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার হওয়া সত্ত্বেও লেনদেনে অস্বচ্ছতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারামের মিশ্রণ, ওয়াদার বরখেলাফ, কথায়-কাজের অমিল, অপরকে ঠকানের প্রবণতা, অর্থ আত্মসাৎসহ নানা দোষে দুষ্ট। আর এগুলো সংঘটিত হয় মূলতঃ লোভ ও দুনিয়ার মোহ থেকে। অথচ ইসলাম বহু পূর্বেই লোভ-লালসা থেকে সতর্ক করেছে।

আল্লাহ মানুষকে ধন ও জন দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ দেখতে চান বান্দা সন্তান পেয়ে ও ধন-সম্পদের মালিক হয়ে তাঁকে ভুলে যায় কি-না? তাঁর প্রেরিত বিধান মোতাবেক এগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করে কি-না? যেমন তিনি বলেন, إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে মহা পুরস্কার' *(তাগাবুন ৬৪/১৫)*। তিনি আরো বলেন, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ، 'তারা কি ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে এবং (এর দ্বারা) তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং ওরা (আসল তত্ত্ব) বুঝে না' *(মুমিনূন ২৩/৫৫-৫৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিৎনা হ'ল সম্পদ'।[১] তিনি বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী ধ্বংসকর মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য।[২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ 'আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের দরিদ্রতাকে ভয় পাই না। বরং তোমাদের স্বচ্ছলতাকে অধিক ভয় পাই। যেমন তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে স্বচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছিল। তোমরা পূর্ব যুগের মানুষদের মতো দুনিয়া অর্জনে মেতে উঠবে, অতঃপর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দিবে। যেমন তা বিগত যুগের উম্মতকে ধ্বংস করেছে'।[৩] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ 'এমন একটি যুগ আসছে, যখন মানুষ তোয়াক্কাই করবে না যে, বস্তুটি হারাম না হালাল'।[৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ 'ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম কবুল করেছে এবং তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তাতেই তিনি তাকে সন্তুষ্ট রেখেছেন'।[৫]

ব্যবসা-বাণিজ্য :

ব্যবসা একটি মহৎ পেশা। যে পেশার কথা কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। হাদীছে এর পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত সব মনীষী, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, এমনকি নবী-রাসূলগণের অনেকেই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সঙ্গত কারণেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন্ ধরনের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ 'নিজের হাতের

১. *তিরমিযী হা/২৩৩৬।*
২. *তিরমিযী হা/২৩৭৬।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৩।*
৪. *বুখারী হা/২০৮৩।*
৫. *মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫।*

উপার্জন (কায়িক পরিশ্রমের কাজ) এবং প্রত্যেক সঠিক ক্রয়-বিক্রয়'।[৬]

কিন্তু এই মহৎ পেশাকে কলুষিত করেছে সীমালংঘন। হারাম পণ্যের ব্যবসা, ওযনে কম দেওয়া, মিথ্যা শপথ করা, জীবননাশক ঔষধ প্রয়োগ করে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া, প্রতারণা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ এই পবিত্রাঙ্গনকে যেমন করেছে কলুষিত, তেমনি বৈধ উপার্জনকে করেছে অবৈধ। নিম্নে ব্যবসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সীমালংঘন তুলে ধরা হ'ল।-

হারাম পণ্যের ব্যবসা: ব্যবসা বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যক হ'ল পণ্য হালাল হওয়া। ইসলামী শরী'আতে যে সকল বস্তু হারাম ঐ সকল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এর ব্যবসা করাও হারাম। যেমন মদ ও মদ জাতীয় সকল বস্তু, কুকুর-শূকুরের ব্যবসা ইত্যাদি। এমনকি সন্দেহজনক ব্যবসা থেকেও রাসূল (ছাঃ) বিরত থাকতে বলেছেন। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ 'হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, এতদুভয়ের মাঝখানে কতক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় সমূহ থেকে বিরত থাকল, সে তাঁর দ্বীন ও সম্ভ্রমকে পবিত্র রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়সমূহে জড়িয়ে পড়ল সে হারাম বিষয়ের মধ্যে পতিত হ'ল'।[৭] উল্লেখ্য, হাল যামানায় এমন সব ব্যবসা চালু হয়েছে, যার হালাল-হারাম নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে তো অসম্ভব বটে, এমনকি অনেক নামী-দামী আলেমও বুঝে না বুঝে অথবা লোভে পড়ে এসব ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েছে। এমএলএম ব্যবসা, শেয়ার বাযার যার অন্যতম। এছাড়াও ব্যবসার অন্যতম শর্ত পণ্যের উপস্থিতির তোয়াক্কা না করে বর্তমান অনলাইন জগতে বহু ব্যবসা চালু হয়েছে, যা বৈধতার মানদণ্ডে টিকে না। যা ধোঁয়াশা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এ সমস্ত সন্দেহজনক ব্যবসা থেকে বিরত থাকাই প্রকৃত ঈমানের দাবী।

ওযনে কম দেওয়া: ব্যবসার ক্ষেত্রে ওযনে কম দেওয়ার রেওয়াজ দূর অতীত থেকে চলে আসা একটি জঘন্য অপরাধ। ফলে এই ঠকবাজ ওযনে কমদাতাদের সতর্ক করে কুরআন মাজীদে 'সূরা মুত্বাফফিফীন' নামে একটি পৃথক সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সূরায়ও এ বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম' *(ইসরা ১৭/৩৫)*। যারা ওযনে কম দেয় তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে *(মুত্বাফফিফীন ৮৩/১-৬)*। উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াতে ওযনে কম দানের মাধ্যমে মানুষকে ঠকালে তথা হাক্কুল ইবাদ নষ্ট করলে ক্বিয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে, যেমনটি অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[৮] কেননা বান্দার হক আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অতএব ব্যবসায়ীরা সাবধান!

মিথ্যা শপথ করা : এটি হরহামেশা দৃশ্যমান। অর্থাৎ বিক্রেতা তার পণ্যের কাটতির জন্য এর উচ্চ প্রশংসা করতে গিয়ে মিথ্যা কসম করে থাকে। ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্য সত্যমিথ্যা বলে পণ্যটি উপস্থাপন করা হয়। এটিও ব্যবসার ক্ষেত্রে সীমালংঘন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا 'যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তাঁরা সত্য বলে ও যথাযথ অবস্থা বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে'।[৯] একই মর্মে আবূ যার নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ 'তিন ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। রাবী বলেন, তিনি এটা তিনবার বললেন। আবূ যার (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ-মনোরথ ব্যক্তি কারা? তিনি বললেন,

৬. *আহমাদ হা/১৭৩০৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৯০।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২।*
৮. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮০২।*

এরা হচ্ছে- যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান করে, যে দান করে খোঁটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে'।[১০]

প্রতারণা করা : ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণার কোন শেষ নেই। সরলপ্রাণ ক্রেতাদের সাথে হেন প্রতারণা নেই যা একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী করে না। ওযনে কম, মিথ্যা হলফ তো আছেই, এছাড়াও পন্য টাটকা রাখতে ব্যবহার করা হয় ফরমালিন বা এ জাতীয় মেডিসিন, যা ক্রেতাদেরকে নানা অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত করে ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া দুই নম্বর মালকে এক নম্বর বলে চালিয়ে দেওয়া বা এক নম্বরের সাথে দুই/তিন নম্বর মাল মিশ্রণ করে এক নম্বর বলে বিক্রি করা। যেমন মধুর সাথে চিনির শিরা, দুধের সাথে পানি, সোয়াবিনের সাথে পামওয়েল মিশিয়ে বিক্রি করা এবং পণ্যের দোষ বা ত্রুটিপূর্ণ মাল গোপন করে ভাল মাল উপরে রাখা ইত্যাদি সবই মারাত্মক প্রতারণা ও চরম সীমালংঘন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى- 'একদা রাসূল (ছাঃ) স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন। তখন তিনি স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকালেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো আদ্র দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজা অংশ খাদ্যশস্যের উপরে রাখনি কেন? যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমার সাথে সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ আমার উম্মত নয়'।[১১]

লেনদেন :

লেনদেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। লেনদেন হয়না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই লেনদেনে সীমালংঘনের দৃষ্টান্তও কম নয়। পাওনা টাকা আদায়ে কোর্ট-কাচারী পর্যন্ত করতে হয়। সূদ-ঘুষের তো কোন হিসাবই নেই। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ সূদ-ঘুষের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের কোন তাগাদা নেই। ওয়াদার পর ওয়াদা করে ভঙ্গ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাওনাদারকে বরং হুমকি দেওয়া হয়। গরীবের রক্তচোষা এনজিওগুলো ভাল ভাল কথা বলে চড়া সূদে ঋণ দিয়ে পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে ঘরের চালের টিন খুলে নেওয়ার খবরও মাঝেমধ্যে খবরের কাগজে প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পাকাপোক্ত ডকুমেন্টের অভাবে লেনদেনকে অস্বীকার করা হয়। সেকারণ ইসলাম লেনদেন লিখে রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনী নির্দেশনা হচ্ছে- 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যেকার কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে।...এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী, যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর সাক্ষীদের মধ্যে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দেয়' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*। মোটকথা লেনদেন হচ্ছে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হক। দুনিয়াতে মিটমাট করে যেতে না পারলে আখেরাতে, যেদিন কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, সেদিন নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে।

আমানত রক্ষা করা :

মু'আমালাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পরস্পরে আমানত রক্ষা করা। কথার আমানত, কাজের আমানত, অর্থের আমানত, দায়িত্বের আমানত, নেতৃত্বের আমানত সর্বপ্রকার আমানত রক্ষার মাধ্যমে মুমিন পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করবে। কেননা আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ খুৎবা খুব কমই দিয়েছেন যেখানে তিনি এ কথা বলতেন না যে, لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দ্বীন নেই'।[১২]

(৫) মু'আশারাতের ক্ষেত্রে সীমালংঘন :

মু'আশারাত তথা পারস্পরিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও শরী'আতের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম উত্তম আচরণকে উৎসাহিত ও মন্দ আচরণকে নিরুৎসাহিত করেছে। উত্তম আচরণের উপদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 'তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বল' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا 'তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তম কথা বল' *(নিসা ৪/৫)*। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا 'আর যদি বণ্টনে নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরা উপস্থিত হয়, তাহ'লে তোমরা তাদেরকে তা থেকে প্রদান করবে এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে' *(নিসা ৪/৮)*। লোকমান স্বীয় সন্তানকে মু'আশারাতের সুন্দর উপদেশ দিয়েছিলেন। যা মহান আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয় হওয়ার এটি কুরআনে উল্লেখ করে

১০. *মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
১১. *মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।*
১২. *বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান, আহমাদ, মিশকাত হা/৩৫ সনদ হাসান; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৯৪।*

দিয়েছেন। লোকমান স্বীয় সন্তানকে বলেছিলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ- 'আর তুমি মানুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে অহংকার করে চলাফেরা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার গলার আওয়ায নীচু কর; নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার ডাক' *(লোকমান ৩১/১৮-১৯)*।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ 'প্রত্যেক ভাল কাজই ছাদাক্বাহ। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র ভরে দেওয়াও ছাদাক্বার পর্যায়ভুক্ত'।[১৩]

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ- 'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাসি ছাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করাও ছাদাক্বা, পথ হারানো ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও ছাদাক্বা, দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানোও ছাদাক্বা, রাস্তা থেকে পাথর, কাটা, হাড্ডি সরিয়ে ফেলাও তোমার জন্য ছাদাক্বা, তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেওয়াও তোমার জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ'।[১৪]

উপরোক্ত দলীলগুলোতে পারস্পরিক সদাচরণের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সাক্ষাৎ হলে মুচকি হাসা, উত্তম কথা বলা, অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া সবই কল্যাণকর এবং ছাদাক্বার নেকীর সমপর্যায়ের। এক মুসলমান অপর মুসলমান থেকে নিরাপদ থাকবে, একজনের ব্যথায় আরেকজন সমব্যথী হবে, এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দূর করে দিবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কিন্তু কিন্তু অপ্রিয় সত্য হচ্ছে- আমরা আজকাল সর্বক্ষেত্রেই যেন এর বিপরীত। আমাদের মধ্যে যেন মায়া-মহব্বত প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। বিপদ দূর তো দূরের কথা বরং কিভাবে অপর ভাইকে বিপদে ফেলা যায় সেই কোশেশ আমাদের দিন-রাতের। সামান্য স্বার্থের টানে দীর্ঘদিনের দ্বীনী বন্ধনও আজ ছিন্নভিন্ন। মাল ও মর্যাদার লোভ আমাদেরকে পেয়ে বসেছে ষোলআনা। আখেরাতের ভাবনা এ তো মুখে আছে, হৃদয়ে নেই। মু'আমালাত ও মু'আশারাতের সীমালংঘন যেন মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। হাশরের ময়দানের নিদারুণ চিত্র আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে না। অথচ এক্ষেত্রে সীমালংঘনের কারণে কতইনা করুণ পরিণতির সম্মুখীন হ'তে হবে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ 'তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে (প্রকৃত) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো মাল (অবৈধভাবে) ভক্ষণ করেছে, কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (অর্থাৎ এই সমস্ত মযলূম ব্যক্তিবর্গও সেদিন তার সামনে উপস্থিত হবে)। তখন একে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে, ওকে তার নেকী থেকে দেওয়া হবে (অর্থাৎ দুনিয়াতে তার দ্বারা যুলমের শিকার ব্যক্তিদেরকে এক এক করে তার নেকী থেকে দিয়ে যুলমের ঋণ পরিশোধ করা হবে)। অতঃপর যদি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের (মযলূমদের) পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে (তার আমলনামায় যোগ করা হবে)। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৫]

এভাবেই দুনিয়াতে সীমালংঘনের কারণে জান্নাতের পথযাত্রীর পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করতে করতে অবশেষে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দয়াময় আল্লাহ এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদের নিরাপদ করুন এবং সকল প্রকার সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

[ক্রমশঃ]

১৩. *তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, সনদ ছহীহ।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৯৫৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭২।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৭ম কিস্তি)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মা

'আমার বয়স যখন দশ তখন আমার মা আমাকে কুরআনের হাফেয করে গড়ে তোলেন। ফজর ছালাতের আগেই তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন। বাগদাদের শীতের রাতগুলোতে তিনি আমার জন্য পানি গরম করে রাখতেন, আমার পোশাক পরিয়ে দিতেন। তারপর নিজের উড়না ও হিজাব পরে আমাকে সাথে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। মসজিদ ছিল আমাদের বাড়ি থেকে দূরে, আর রাস্তা থাকত অন্ধকার। সেজন্য তিনি প্রতিনিয়ত আমার সাথে এভাবে যাতায়াত করতেন'। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) মায়ের প্রসঙ্গে তার অভিব্যক্তি এভাবেই প্রকাশ করতেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মায়ের নাম ছাফিয়া বিনতে মায়মূনা বিনতে আব্দুল মালেক। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ বিন হাম্বল (রহঃ)। তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম ছাহেবের মায়ের বয়স তখন ত্রিশের কম। তা সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পুত্রকে স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে বড় করে তোলার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলশ্রুতিতে তিনি মুমিনদের দুনিয়ায় তাওহীদবাদীদের বিশ্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে তার ছেলে আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে উপহার দিয়ে গেছেন। আর আল্লাহ ছিলেন তার ইচ্ছার পিছনে তাওফীক্বদাতা।

সেই শৈশবে মা তার মধ্যে ঈমানের বীজ বপণ করেছিলেন, যাতে উত্তরকালে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে বরিত হ'তে পারেন। তার ছেলে যেমন শারঈ ইলমে পারদর্শী হবে; তেমনি হবে সংসারে অনাসক্ত, আল্লাহভীরু মানুষ, মা হিসাবে তিনি তেমনটাই চাইতেন। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহ শারঈ ইলমের শিরোভূষণ। আল্লাহভক্তি ও সংসারে অনাসক্তি কেবল তখনই মাহাত্ম্যের উঁচু মাকামে উঠতে পারে যখন তা কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহের বিদ্যায় সুশোভিত হবে। এমন অবস্থাতেই কেবল বান্দা বাছিরত সহকারে জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে। এমন হ'লেই সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিধিবদ্ধ শরী'আত মেনে জীবন কাটাতে পারে এবং দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটানো থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। বিদ্যার সাথে কার্যকর অভিজ্ঞতাও বড় প্রয়োজন। তার মায়ের সেদিকেও সমান নযর ছিল।

আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তার পিতা ইহজগত ছেড়ে গিয়েছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি ইয়াতীম ছিলেন। মায়ের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হ'লে ইমাম মহোদয় তার মায়ের অনুগ্রহ বিশেষভাবে স্বীকার করতেন। তাকে প্রতিপালন ও বড় মানুষ হিসাবে গড়ে তোলায় মায়ের ভূমিকা নিয়ে তিনি গৌরব করতেন।

ইমামের বয়স ৭০ বছর হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও সময়ের পরিক্রমা তাকে মা ও মায়ের কুলের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করার কথা ভুলতে দেয়নি। মায়ের প্রশংসা করতে তিনি মোটেও কৃপণতা করতেন না। লোকেদের সামনে মায়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলতেন, 'আল্লাহ আমার মায়ের উপর রহম করুন, আমি আজও যখনই ফজর ছালাতের প্রস্তুতি নেই তখনই তার কথা মনে করি। তিনি আমার পোষাক-পরিচ্ছদ ও ওযূর পানির বন্দোবস্ত করে দিতেন এবং নিরাপত্তা প্রহরীদের না দেখা পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। নিরাপত্তা প্রহরীদের দেখতে পেলে তখনই কেবল তার মনে স্বস্তি আসত এবং আমাকে ছালাতে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দিতেন। তিনি আমার সাথে নাশতা দিয়ে দিতেন এবং ছালাতের পর আমি যেন শিক্ষকের পাঠে অংশ নেই সেজন্য উপদেশ দিতেন।

'মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কবীরা গুনাহের কাফফারা'- উক্তিটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর বলে কথিত। মায়ের সঙ্গে অভাবনীয় সদাচরণ ও তার প্রতি অগাধ ভালবাসা তার জীবনব্যাপী এ কথার বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়ে রয়েছে।

ইমামের মা বেশী বেশী ছিয়াম পালনকারী এবং রাত জেগে বেশী বেশী ছালাত আদায়কারী ছিলেন। তিনি তার ছেলেকেও রাতের ছালাতে অভ্যস্ত করার জন্য ফজরের আগে তাকে জাগিয়ে তুলতেন। মায়ের সঙ্গে ছেলেও যাতে সমভাবে ছালাত আদায় করেন সেটাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যখন ১৬ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তার মা তাকে ইলমে হাদীছ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সফর করতে নির্দেশ দেন। যেখানে অধিকাংশ মা তাদের একমাত্র পুত্রধনকে নিজের আঁচলতলে আবদ্ধ রাখেন, ঘরের বাইরে যেতে দেন না, সেখানে এই মা তার একমাত্র পুত্রধনকে নিজের কাছে আটকে রাখেননি এবং ছেলের দৃঢ় ইচ্ছাকে তিনি থামিয়ে দেননি। তিনি বরং বিষয়টি আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত করেছেন এবং বিদ্যা অন্বেষণে ইখলাছ ও তাক্বওয়া অবলম্বনের জন্য ছেলেকে অছিয়ত করছেন।

উম্মাহ্‌র মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি, উম্মাহ্‌র উন্নতির জন্য কাজ করে যাওয়া, মুসলিমদের কল্যাণ সাধন এবং তাদের মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে আলেমদের যথার্থভাবে গড়ে তুলতে প্রতি যুগের মায়েদের ভূমিকা তো সর্বদা এমনই হওয়া উচিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর পিতা মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বল মার্ভ শহরে মুসলিম সেনাবাহিনীর সেনাপতি পদে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি বাগদাদ আসেন। তখন তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। বাগদাদেই তিনি ছাফিয়া বিনতে মায়মূনা বিনতে আব্দুল মালেকের সাথে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন। এ সম্পর্কে আবু আব্দুল্লাহ ইবনু বাত্তাহ বলেন, আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

ইবনু হাম্বলের মা ছিলেন শায়বানী বংশীয়। তার নাম ছিল ছাফিয়া বিনতে মায়মূনা বিনতে আব্দুল মালেক শায়বানী। শায়বানী বংশের বনু আমের গোত্রীয় নারী ছিলেন তিনি। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর পিতা ছাফিয়া বিনতে মায়মূনাদের বাড়িতে মেহমান হন এবং তাকে বিবাহ করেন। তার দাদা আব্দুল মালেক বিন সাওয়াদা বিন হিন্দ শায়বানী ছিলেন শায়বানী বংশের অন্যতম নেতা। আরবের বিভিন্ন গোত্র তার বাড়িতে নানা সময়ে পা রাখতেন আর তিনি আনন্দিত চিত্তে তাদের মেহমানদারি করতেন।[১]

মুহাম্মাদ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল ত্রিশের উপর। তার স্ত্রীর বয়স ছিল ত্রিশের কম।[২] এ সময়ে আহমাদ ছিলেন ছোট্টটি, কিছুই বুঝতেন না। তার পিতা ও দাদাকে দেখেছেন কি-না জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি ঘাড় নাড়তেন। তার বয়সই বা তখন কত ছিল? অনেকে তিন বছরের উপর জোর দিয়েছেন। এ বিষয়ে স্বয়ং ইমাম আহমাদ আমাদের বলেছেন, মার্ভ থেকে আমাকে গর্ভাবস্থায় নিয়ে আসা হয়। আমার পিতা মুহাম্মাদ বিন হাম্বল যখন মারা যান তখন তার বয়স ত্রিশ বছর। আমার মা তখন আমার লালন-পালনের দায়িত্ব নেন।[৩]

অর্থসঙ্কট থাকা সত্ত্বেও আহমাদ (রহঃ)-এর মা ছেলের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তিনি কুরআন হেফয ও হস্তলিপি শেখার জন্য তাকে মক্তবে পাঠিয়ে দিতেন।

সেই শিশুকাল থেকে তার মধ্যে শরাফত, মাহাত্ম্য ও যোগ্যতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। ইবনুল জাওযী (রহঃ) স্বীয় সনদে আবু আফীফের যবানিতে লিখেছেন, 'মক্তবে আহমাদ আমাদের সাথে অধ্যয়ন করত। সে ছিল ছোট্ট শিশু। আমরা তার যোগ্যতা মাহাত্ম্য আগে থেকে জানতাম না। সমকালীন খলীফার রাক্কায় অবস্থানকালে তার সাথে সেনাবাহিনী থাকত। সেনা সদস্যরা তাদের অবস্থা জানিয়ে বাগদাদে নিজেদের পরিবারের নিকট পত্র দিত। সে পত্র পাঠ ও জবাবি পত্র লেখার জন্য মহিলারা আহমাদ ছাড়া অন্য কাউকে পসন্দ করত না। তারা মক্তবের শিক্ষকের নিকট এই বলে লোক পাঠাত যে, আপনি আমাদের নিকট আহমাদ ইবনু হাম্বলকে পাঠিয়ে দিন। সে তাদের নিকট আগত পত্র তাদেরকে পড়ে শুনাত এবং তাদের হয়ে পত্রের জবাব লিখে দিত। অনেক সময় তারা নেতিবাচক কোন কথা তাকে লিখতে বলত, কিন্তু সে তাদের সে কথা লিখত না'।

আবু সিরাজ ইবনু খুযাইমা বলেন, সে যখন মহিলাদের কাছে প্রবেশ করত তখন মাথা তুলে কখনও তাদের দেখত না। আমার পিতা তার আদব-আখলাক ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে তাজ্জব বনে যেতেন। তিনি বলতেন, আমি আমার ছেলেদের জন্য এত পয়সাকড়ি খরচ করি, শিষ্টাচার শিক্ষাদাতাদের নিকট শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাই, অথচ কাজের কাজ কিছু হ'তে দেখি না। অথচ এই ইয়াতীম বাচ্চা আহমাদকে দেখ, কিভাবে সে বেড়ে উঠছে! তিনি তাকে নিয়ে বিস্ময় মানতেন।[৪]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আল্লাহর অনুগ্রহে ও মায়ের তরবিয়তে শিষ্টাচারের এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন যে লোকে তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে শুরু করে। ইয়াতীম হয়েও তিনি যে গুণের অধিকারী হয়েছেন মাতা-পিতার ছত্রছায়ায় থেকেও বহু শিশুর সে সৌভাগ্য হয়নি। ছোট্ট মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চেনা-পরিচিত নারী-পুরুষ সকলের ভরসার স্থল ছিলেন।

মা ছাফিয়া ছেলে আহমাদের মধ্যে ইলমের প্রতি ভালোবাসার চারা রোপণ করেছিলেন। সে চারা তার মনের মাঝে শক্তি সঞ্চয় ও জোরদার হ'তে থাকে। শারঈ বিদ্যার প্রতি তার মনের আকর্ষণ জয়যুক্ত হয় এবং সে বিদ্যার খেদমতে তিনি আজীবন অতিবাহিত করেন।

খতীব বাগদাদী তার রচিত 'আল-জামে' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' গ্রন্থে বিদ্যা শেখার জন্য তার ভোর সকালে ওঠা সম্পর্কে পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, প্রায়শ আমি ভোর বেলায় হাদীছের দরসে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতাম। তখন আমার মা আমার কাপড় ধরে বলতেন, লোকেরা আযান দিক, সকাল হোক। অনেক সময় আমি আবুবকর ইবনু আইয়াশ ও অন্যদের মজলিসে ভোর বেলায় হাযির হয়ে যেতাম।[৫]

তার মা তাকে বিদ্যা অন্বেষণ ও তা অর্জনের চেষ্টায় ব্রতী হ'তে বরাবর উৎসাহিত করতেন, কিন্তু যখন দেখতেন ছেলে লেখাপড়া করতে গিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করছে তখন তিনি ছেলেকে নিজ শরীরের উপর করুণা করতে আহ্বান জানাতেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাতে নিশ্চিন্তে খোলা মনে বিদ্যা অর্জন করতে পারেন সেজন্য তার মা অনেক ব্যয় করতেন এবং ছেলে যাতে আরামে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্য যা কিছু যোগান দেওয়া দরকার সন্তুষ্ট চিত্তে তার ব্যবস্থা করতেন। আমরা যখন জানতে পারি যে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ে করেননি তখন বুঝতে পারি যে, শিক্ষার প্রতি তার মায়ের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান হেতুই তা বিলম্বিত হয়েছিল।[৬]

ইমাম আহমাদের পিতা বাগদাদে তাদের জন্য দু'টি বাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। তার একটিতে তারা বাস করতেন। আর দ্বিতীয়টি থেকে খুব সামান্য ভাড়া পেতেন। তাদের অন্য কোন আয়ের পথ ছিল না। ফলে প্রথম জীবনে ইমাম ছাহেবকে কঠিন অভাবের মোকাবেলা করতে হয়েছে। অভাবের মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন, অভাবের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন এবং এই অভাবকে সঙ্গে করে বিদ্যা ও বোধযোগে সংসারের প্রতি অনাসক্তি

১. *ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃ. ২১।*
২. *আল-আয়েম্মাতুল আরবা'আহ, পৃ. ১৪-১৫।*
৩. *আহমাদ, মুকাদ্দামাতুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল পৃ. ১/৫১।*
৪. *ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃ. ৩১।*
৫. *আল-জামে' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' পৃ. ১/১৫১।*
৬. *আল-আয়েম্মাতুল আরবা'আহ পৃ. ১৪-১৫।*

দেখিয়েছেন। তার শিক্ষক শাফেঈ (রহঃ) যেমন গাযায় জন্মগ্রহণ করেছেন, মক্কায় বেড়ে উঠেছেন তেমনি আহমাদ (রহঃ) বাগদাদে জন্মেছেন এবং বাগদাদে বেড়ে উঠেছেন। এক পর্যায়ে যখন তিনি কুরআন হেফয শেষ করেন এবং ভাষা শিক্ষা সম্পন্ন করেন তখন সরকারী কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তার যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল লেখালেখির অনুশীলন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যখন আমি ছোট শিশু তখন থেকে বিভিন্ন মক্তবে যাতায়াত করতাম, তারপর বিভিন্ন অফিসে ঘোরাফেরা করতাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ।[৭]

তারপর থেকে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বাগদাদের শায়খদের নিকট থেকে হাদীছ অন্বেষণ ও সংগ্রহ শুরু করেন। যার থেকে তিনি প্রথম হাদীছ লিখেন তার নাম ছিল আবু ইউসুফ। ইমাম মহোদয় বলেন, আমি যখন হাদীছ অন্বেষণ শুরু করি তখন আমার বয়স ষোল বছর। আমার শিক্ষক হাশিম যখন মারা যান তখন আমার বয়স বিশ বছর। হাশিম থেকে আমি প্রথম হাদীছ শুনি ১৯৯ হিজরীতে।

তারপর ইমাম আহমাদ (রহঃ) হাদীছ অন্বেষণে কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, শাম ও জাযিরা সফর করেন এবং প্রতিটি শহরের আলেমদের থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন।

এভাবেই মহীয়সী মা অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও ছেলেকে বিদ্যা শিখতে অনুপ্রেণা যোগান এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। এভাবে তিনি তার মহান প্রভুর সাথে ছেলের মাধ্যমে তিজারতি চালিয়া যান। ইমাম মহোদয় নিজের পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। ফলে অর্থকড়ি কম খরচ করতে তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। তাতে যদি তাকে শারীরিকভাবে দ্বিগুণ কষ্ট ও দুর্বলতা মেনে নিতে হয় তবুও তিনি তা করতেন।

তার ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা পায়ে হেঁটে তুস শহরে গিয়েছিলেন। আব্দুর রাযযাক ছান‘আনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি পায়ে হেঁটে ইয়ামন গমন করেছিলেন। আমার পিতা বলেছেন, আমি আব্দুর রাযযাকের হেফয বা স্মৃতি থেকে প্রথম মজলিসে ছাড়া আর লিখিনি। কারণ আমরা রাতে তার কাছে প্রবেশ করেছিলাম, সেখানে এক জায়গায় আমরা তাকে বসা পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের সত্তরটি হাদীছ লিখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি জনতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ইনি অর্থাৎ আমার পিতা যদি না থাকতেন তবে আমি তোমাদের হাদীছ শুনাতাম না।[৮] সম্ভবত তিনি আহমাদ (রহঃ)-এর মাঝে বিনয়-ভদ্রতা ও সুন্দর ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করেছিলেন, যা তাকে হাদীছ বর্ণনা করতে এবং উক্ত কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

হাত খাটো হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদের জন্য অনেক সময় সফরে যাত্রা বাধা হয়ে দাঁড়াত। সফরের প্রতি ভীষণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জীবিকার সংকীর্ণতা তাকে তা থেকে নিবৃত রাখত। একবার তিনি বলেন, আমার কাছে যদি ৫০ দিরহামও থাকত আমি রায় শহরে জারীর বিন আব্দুল হামীদের কাছে যেতাম। আমার কিছু সাথী-বন্ধু তার কাছে যাত্রা করেছিল। কিন্তু আমার কাছে কিছু না থাকায় আমি যেতে পারিনি। একবার তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে যদি খরচের অর্থ থাকত তাহ’লে আমি আন্দালুসে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আন্দালুসীর নিকট যেতাম। ইয়াহইয়া ছিলেন ইমাম মালেকের বিশিষ্ট ছাত্র।[৯]

বিদ্যা অন্বেষণের সফরে ইমাম আহমাদ অনেক কষ্ট ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মোকাবেলা করেছেন। রাস্তা অনুকূল ছিল না এবং যানবাহনের জোগাড়-যন্তিও তেমন কিছু ছিল না। দিরহাম-শূন্য হাতের ফলে তার যানবাহনে ওঠার সুযোগ ঘটত না, ফলে অনেক সময় তিনি সফর করতে পারতেন না। আরেক দিকে তার মধ্যে সম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি কারো থেকে দান কিংবা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। পুরস্কার ও উপহারাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই পরানুখ। কপালের ঘাম ঝরিয়ে যতটুকু হালাল উপার্জন করতে পারতেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। উটওয়ালাদের সাথে তিনি দৈহিক শ্রমের বিনিময়েও কাজ করতেন।

আবু নু‘আইম তার হিলইয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে ইসহাক বিন রাহওয়াইহ-এর বরাতে বলেছেন যে, আহমাদ বিন হাম্বল যখন আব্দুর রাযযাকের উদ্দেশ্যে ইয়ামন যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে তার অর্থ ফুরিয়ে যায়। তিনি তখন উট ওয়ালাদের মধ্যে মজদুরী করতে করতে ছান‘আ পৌঁছে যান। তার সাথীরা তার দিকে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তার রুচি-প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিধায় তিনি তাদের দেওয়া কোন কিছুই গ্রহণ করেননি।

অনুরূপভাবে তিনি স্বীয় সনদে আব্দ বিন হুমাইদ হ’তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রাযযাককে বলতে শুনেছি, আমাদের এখানে আহমাদ বিন হাম্বল আগমন করেন এবং প্রায় দু’বছর অবস্থান করেন। আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, এই জিনিসটি নিন এবং আপনার কাজে লাগান। আমাদের এখানকার ভূমি তো ব্যবসার কেন্দ্রও নয়, আয়-উপার্জনের জায়গাও নয়। আব্দুর রাযযাক আমাদেরকে তার হাতের মুঠি খুলে দেখালেন, তাতে কিছু দীনার ছিল। কিন্তু আহমাদ বললেন, আমি ভালো আছি। তিনি আমার দেওয়া জিনিস গ্রহণ করেননি।[১০]

আলী ইবনু জাহাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একজন প্রতিবেশী ছিল। সে একদিন আমাদের সামনে একটি বই বের করে বলল, তোমরা কি এই লেখার সাথে পরিচিত? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ তো আহমাদ বিন হাম্বলের লেখা। আমরা বললাম, কিভাবে সে এ লেখা পেল? সে বলল, আমরা মক্কায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার কাছে অবস্থান করছিলাম। কয়েকদিন ধরে আমরা আহমাদ বিন হাম্বলকে চাচ্ছিলাম,

---

৭. *ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃ. ৩১।*
৮. *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৩৬/১৭৩-১৭৪।*
৯. *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, ১০/৫১৪।*
১০. *তাহযীবু তাহযীবিল কামাল ১/১৯২।*

কিন্তু তাকে দেখছিলাম না। তার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তিনি যে বাড়িতে থাকতেন আমরা সে বাড়িতে গেলাম। বাড়িওয়ালা আমাদের বলল, তিনি এ ঘরে আছেন। আমরা গিয়ে দেখলাম ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। হঠাৎ নযরে এল, দরজায় ছেঁড়া কাপড়। আমরা তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ!, আপনার খবর কি? বেশ ক'দিন ধরে আপনাকে যে আমরা দেখছি না। তিনি বললেন, আমার কাপড় চুরি হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে বেশ কিছু দীনার আছে। আপনি চাইলে তা কর্য নিতে পারেন, আবার চাইলে ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, তুমি আমার জন্য একটা কাপড় কিনে দু'ভাগ করবে। এক ভাগ হবে লুঙ্গি এবং এক ভাগ হবে চাদর। বাকি যা থাকবে আমার নিকট নিয়ে আসবে। আমি তার কথামতো কাজ করলাম এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে এলাম। তিনি আমার জন্য এটা লিখে দিলেন। এটাই হচ্ছে তার লেখা লিপি।[১১]

এমনিভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এক সতেজ মন, কঠোর শ্রম ও কষ্টের জীবন সাথী করে আহমাদ (রহঃ) তার পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অতিক্রম করেছিলেন কত জঙ্গল, মরুভূমি আর জনশূন্য বন্ধুর ময়দান। ঘাস, লতা-পাতাহীন ভূমি হয়েছে তার বিছানা, আকাশ হয়েছে আচ্ছাদনের চাদর, আর ইট-পাথর হয়েছে বালিশ। এমনি করে তিনি মাশায়েখদের সাথে মিলিত হয়েছেন, তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন হাদীছ। ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন অনুসরণীয় ইমাম, আঙুল তুলে ইশারাযোগ্য হুজ্জাত এবং হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণের জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সফরের লক্ষ্যস্থল।[১২]

এ ধরনের বহুল সফরের ফলে তার কাছে হাদীছ ও আছারের বিরাট একটা ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমাকে আবু যুর'আ বলেছেন, তোমার পিতা হাযার হাযার হাদীছ মুখস্থ করেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি জানলেন কি করে? তিনি বললেন, তার প্রখর স্মৃতিশক্তি থেকে জানা গেছে। সকল অধ্যায় তো তার নামে গৃহীত। ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখের পর বলেছেন, আবু আব্দুল্লাহ্র জানার ব্যাপকতা নিয়ে উল্লিখিত সংখ্যা সত্য। তবে তারা হিসাব করতে গিয়ে পুনরাবৃত্তি, ছাহাবীদের আছার, তাবেঈদের ফৎওয়া ও তাফসীরকেও হিসাবে ধরেছেন। নতুবা শক্তিশালী মারফূ' হাদীছের সংখ্যা এর দশ ভাগের এক ভাগও হবে না।[১৩]

ইমাম যাহাবী আবু যুর'আ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ইমাম আহমাদের মৃত্যুর দিন আমি তার রচিত গ্রন্থাবলির একটা আন্দায করেছিলাম। তা বার উটের বোঝার উপরে ছিল। তার বাইরে 'অমুক বর্ণিত হাদীছ' আর ভিতরে 'অমুক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন' বলে কোন কথা ছিল না। পুরোটাই তিনি মুখস্থ থেকে লিখেছিলেন।[১৪]

মায়ের সঙ্গে সন্তানের যতটা ভালো ব্যবহার করা সম্ভব ইমাম আহমাদ (রহঃ) নিজ মায়ের সাথে তা করতেন। মায়ের অনুগ্রহ তিনি যেমন জানতেন, তেমনি তা স্বীকার করতেন। তার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা মনে রাখতেন। এক্ষেত্রে ইবনুল জাওযী তার পুত্র ছালেহ থেকে যে কথা উদ্ধৃত করেছেন তা বলা প্রাসঙ্গিক। তার পিতা আহমাদ (রহঃ) তাকে বলেছেন, একবার আমি মাকে না জানিয়ে কূফার পথে যাত্রা করেছিলাম। পথে ইট মাথার তলে দিয়ে আমি রাত কাটাতাম। কিন্তু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমি মায়ের কাছে ফিরে এসেছিলাম। তার অনুমতি আমি নেইনি বলে এ জ্বর হয়েছিল।[১৫]

দেখুন, মায়ের সঙ্গে কঠিন সদাচরণ এবং মায়ের সন্তোষ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে তার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মায়ের অনুমতি না নেওয়ার জন্য তার জ্বর হয়েছে। যেন যাত্রাকালে তিনি মায়ের থেকে বরকত লাভ করেননি, তাই তিনি মায়ের অনুমতি লাভের জন্য যে রাস্তা ধরে গিয়েছিলেন সেই রাস্তাতেই ফিরে এসেছিলেন এবং তার দো'আ ও যত্নে সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার আশা করছিলেন।

এই নেককার পুত্র ও মহান ইমামের জন্য ঐ মহীয়সী মা যথেষ্ট। তেমনি মায়ের জন্য এটা যথেষ্ট যে, তিনি মুমিনদের দুনিয়ায় তাওহীদবাদীদের বিশ্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমাম হিসাবে তার ছেলে আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে উপহার দিয়ে গেছেন।

মা ও ছেলের উপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকুন এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তাদের উপর সালাম বর্ষণ অব্যাহত রাখুন।

[ইমাম আহমাদ ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরীতে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুয যুহদ, রিসালাতুস সানিয়া, আহকামুন নিসা, উছূলুস সুন্নাহ, কিতাবুল ঈমান, ফাযায়েলুছ ছাহাবা, আর-রাদ্দু 'আলাল জাহমিয়াহ প্রভৃতি।]

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মা

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মায়ের কীর্তি ছেলের কীর্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমরা তার মায়ের নাম উদ্ধার করতে পারিনি।

তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রে 'আমীরুল মুমিনীন' নামে খ্যাত ও আল্লাহ্র কিতাব কুরআনের পরে সর্বাধিক ছহীহ গ্রন্থ 'আল-জামেউছ ছহীহুল মুসনাদুল মুখতাছারু মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী' ওরফে 'ছহীহ বুখারী'র সংকলক ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর সম্মানিত মা।

হে আমাদের মায়েরা! আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি এমন ইমামের জন্ম দিয়েছেন?

১১. *আবু নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া ৯/১৭৯।*
১২. *আহমাদ, মুকাদ্দামাতুল ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল পৃ. ১/৫১। তার ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত।*
১৩. *ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৮৭।*
১৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৭৭।*
১৫. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/১৮৫।*

যে ছেলে এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন তার কিছুটা তো আপনা থেকেই মাতা-পিতার ভাগে পড়ে। এতো তাদেরই প্রচেষ্টার ফসল। দ্বীন-ধর্মে ও ফযীলতে-মাহাত্ম্যে মাতা-পিতার হয়তো এমন কোন কৃতিত্ব ছিল যার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইমাম বুখারীকে তাদের পুত্র করেছিলেন, আর তারাও তার মাতা-পিতা হ'তে পেরেছিলেন। বাস্তবেও অবস্থা তাই ছিল। যে গৃহে ইমাম বুখারী জন্মেছিলেন সে গৃহ ছিল বিদ্যা, ফযীলত ও তারবিয়াতের কেন্দ্র।

তার পিতা ইসমাঈল ছিলেন মুহাদ্দিছ শ্রেণীর আলেম। তিনি হাদীছ সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এজন্য দেশ-বিদেশে সফর করেছিলেন। মালেক বিন আনাস ও হাম্মাদ বিন যায়েদ থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল মুবারকের দর্শন লাভ করেছেন, তার সাথে মুছাফাহ করেছেন।

ইসহাক বিন আহমাদ বিন খালাফ থেকে বর্ণিত, তিনি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছেন, আমার পিতা মালেক বিন আনাস থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ও হাম্মাদ বিন যায়েদকে দেখেছেন এবং ইবনুল মুবারকের সাথে মুছাফাহ করেছেন।[১৬]

ইসমাঈল বেশ-ভূষায় অত্যন্ত পরিপাটি ও তাক্বওয়া-পরহেযগারির সাথে কাজ-কর্মের জন্য জনসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যবসা করতেন এবং তার ইলম ও পরহেযগারি ব্যবসায়ের কাজে লাগাতেন। ফলে তার উপার্জন ছিল খাঁটি ও উত্তম।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীতে বুখারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র মুহাম্মাদের উপর পিতা ইসমাঈলের যিন্দেগীর ছায়া দীর্ঘায়িত হয়নি। তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে যান তখন ছেলের বয়স সবেমাত্র কয়েক বছর হয়েছিল। অবশ্য বুঝার মতো বয়সে তিনি উপনীত হয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি ছেলে বুখারীকে ডেকে বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য এক লাখ দিরহাম রেখে গেলাম, এর একটি দিরহামও হারাম উপায়ে অথবা সন্দেহমূলক পন্থায় অর্জিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।[১৭]

আমরা কল্পনা করতে পারি, ইমাম বুখারীর পিতা ইসমাঈল (রহঃ) যে ইলম আয়ত্ব করেছিলেন সেই ইলমই তাকে এত জোরালো কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। না তিনি তার সম্পদে একটা হারাম দিরহাম প্রবেশের সুযোগ দিয়েছেন, না তাতে একটি সন্দেহজনক দিরহামের অবকাশ রেখেছেন।

ইমাম বুখারীর ইসলামী দুনিয়ায় অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার পিছনে তার পিতার এ উক্তিকে ইলহাম হিসাবে মনে করার দুঃসাহস আমরা দেখাতেই পারি। নির্ভেজাল হালাল সম্পদের একটি মহতী প্রভাব তো দেহ-মনের উপর অবশ্যই আছে।

আবার এ অর্থের পুরোটাই পিতা রেখে গিয়েছিলেন পুত্রের ইলম শেখার জন্য। এ অর্থ কার্যত ঐ পথেই ব্যয়িত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ শোনা ও শেখার জন্য যে নানা শহর ও অঞ্চল সফর করেছিলেন সেক্ষেত্রে তিনি এ অর্থ ব্যয় করেছিলেন।

এতো গেল ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর পিতার দিক। এমন আদর্শ পিতার সন্তান তো তার মতই হবে। আমরা তার মহীয়সী মায়ের মধ্যেও একই আদর্শের ছোঁয়া লক্ষ্য করি।

পিতার মৃত্যুর পর ইমাম বুখারী (রহঃ) ইয়াতীম হিসাবে তার মায়ের কোলে লালিত-পালিত হন। তিনি তার তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন হেফয সম্পন্ন করেন।

অনেক আলেম-ওলামা ও বড় মানুষ, এমনকি নবী-রাসূলদেরও ইয়াতীম হিসাবে প্রতিপালিত হ'তে দেখা যায়। অনেক সময় আল্লাহ্‌র রীতি এমনই হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিকগণ শিশুকালে ইমাম বুখারীর জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একবার রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন তার দু'চোখের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল। তিনি চোখে দেখতে পেতেন না। মায়ের মন এতে বড়ই ব্যথিত হয়। ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে বেশী বেশী সকাতর কান্নাকাটি ও দো'আ-খায়ের করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে তিনি ইব্রাহীম খলীল (আঃ)-কে দেখতে পান। তিনি তাকে ডেকে বললেন, হে মেয়ে! তোমার বেশী বেশী কান্নাকাটি বা দো'আর ফলে আল্লাহ তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ কাহিনীর বর্ণনাকারী আহমাদ বিন ফযল বলখী বলেন, আমরা সকাল বেলা উঠে দেখি, মহান আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।[১৮]

সন্দেহ নেই যে, এমন দুর্ঘটনা ঘটলে অনেক হুঁশিয়ার, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান পুরুষেরও বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, সেখানে একজন মহিলা যে কিনা ছেলের মা, তার অবস্থা কেমন হ'তে পারে? যেখানে ছেলের চেহারা একটু আহত হ'লে কত মায়ের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায় সেখানে যে মায়ের পুত্রের দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে তার অবস্থা কেমন হ'তে পারে? ঐ ছেলের জীবন তো এমন দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটবে। এহেন অবস্থা কি কোন মায়ের কাম্য হ'তে পারে?

কিন্তু ইমাম বুখারীর মা, তিনি না অস্থির হয়েছেন, না হতাশ হয়েছেন। তিনি বরং তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন তুলে ধরেছেন, যিনি প্রার্থীদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তাঁর কাছেই মনের আকুতি পেশ করেছেন, আহাজারি ও কান্নাকাটি করেছেন। তাঁর দরজায় নিরন্তর করাঘাত করে ছেলের সুস্থতার জন্য দো'আ-প্রর্থনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করেছেন এবং তার কান্না শুনেছেন। যেন এই অসহায় মা ভীষণ কষ্ট ও দুর্বলতা নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার এক পর্যায়ে তার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সুস্বপ্ন দেখেছেন। খোশখবর হিসাবে শুধু সুস্থতার স্বপ্ন দেখলেই যেখানে যথেষ্ট হ'ত, সেখানে আল্লাহ্‌র নবী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুখ থেকে তাকে সেই খোশখবরের কথা জানানো হয়েছে। স্বপ্নে তিনি

১৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৩৯২।*
১৭. *তারীখুল ইসলাম ১৮/২৩৯।*
১৮. *তাবাকাতুল হানাবিলা ১/২৭৪; মুকাদ্দামা ফাৎহুল বারী, পৃ. ৪৭৮।*

তাকে ডেকে বলেছেন, হে মেয়ে! তোমার বেশী বেশী কান্নাকাটি বা দো'আর ফলে আল্লাহ তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত এহেন সুযোগের অধিকারী কিভাবে হ'লেন তার কারণও ইব্রাহীম (আঃ) তাকে স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছেন। বেশী বেশী কান্নাকাটি বা দো'আর কারণে মায়ের এ অর্জন হয়েছে।

এ স্বপ্নের মধ্যে ইমাম বুখারীর মায়ের জন্য যেমন, তেমনি অন্যদের জন্যও বার্তা মেলে যে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দো'আ কল্যাণ বয়ে আনে এবং তা আল্লাহ্র দরবারে শ্রুত ও গৃহীত হয়ে থাকে। একই সাথে এ বার্তাও মেলে যে, মহান রাব্বুল আলামীনের নিকটে নতজানু হয়ে কান্নাকাটির আলাদা মর্যাদা রয়েছে। যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ্রই হাতে, সবকিছু তো তাঁর হুকুমেই হয়, রাজ্য-রাজপাট তো তাঁরই। তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন, 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।

এ ঘটনার মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মায়ের কারামত নিহিত রয়েছে। তার কারামত এজন্য যে, তার ছেলের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারামত এজন্য যে, নিজেকে নগণ্য মনে করে স্বীয় প্রভুকে একমাত্র ভরসাস্থল ভেবে তার নিকট ছেলের জন্য দো'আ করেছেন এবং তা মঞ্জুর হয়েছে। কারামত এজন্য যে, ছেলের সুস্থতা লাভের সুসংবাদ স্বপ্নে তিনি ইব্রাহীম খলীল (আঃ)-এর মাধ্যমে লাভ করেছেন।

ইমাম বুখারীর পিতা ছেলের ভবিষ্যতের জন্য সন্দেহমুক্ত হালাল অর্থের যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'তিনি ছিলেন যোগ্য পুত্রের যোগ্য পিতা'। ঠিক একইভাবে মায়ের কারামতে পুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ায় আমরা মায়ের ক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি করতে পারি, 'তিনি ছিলেন যোগ্য পুত্রের যোগ্য মাতা। ইমাম বুখারীর মত মনীষীর মা হওয়া কেবল তারই সাজে'।

পিতার মৃত্যুর ফলে ইমাম বুখারীর মাকে ছেলের লালন-পালনে ও শিক্ষা-দীক্ষায় একই সাথে পিতা ও মাতার ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। তিনি সে দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তার জন্মস্থান বুখারাতে তার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বুখারার আলেমদের থেকে আরবী ভাষা, কুরআন মাজীদ হেফয ও হাদীছ হেফয সহ অন্যান্য জ্ঞান অর্জন সম্পন্ন হ'লে তিনি বড় ও ছোট ছেলেকে নিয়ে মক্কা রওয়ানা করেন। সেখানে যাতে তিনি ইলমের দরিয়া থেকে নিজের ইলমের পরিধি বৃদ্ধি করতে পারেন এবং ইলমের নহর থেকে অঞ্জলি ভরে ইলমের সুধা পান করতে পারেন সেটাই ছিল মায়ের বাসনা ও প্রত্যাশা। মায়ের মক্কা যাত্রাকালে ছোট ছেলের বয়স ছিল ১৬ বছর। হজ্জের ফরয দায়িত্ব পালন শেষে মা বড় ছেলেকে সাথে করে দেশে ফিরে আসেন, ছোট ছেলেকে রেখে আসেন ইলম শিক্ষার জন্য।

মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম ইমাম বুখারীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা যেন আমরা খামোশ হয়ে শুনি। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার ইলমী কাজের সূচনা কিভাবে হয়েছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আমি যখন মক্তবে পড়ি তখনই আমার মাঝে হাদীছ মুখস্থ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমি বললাম, এ সময় আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বললেন, ১০ বছর কিংবা তারও কম। ১০ বছর বয়সের পরে আমি মক্তবের পড়া শেষ করি। তারপর আমি দাখেলী ও অন্যান্যদের নিকট আসা-যাওয়া করতে থাকি। একদিন দাখেলী লোকদের পড়াতে গিয়ে বললেন, 'সুফিয়ান আবু যুবায়ের থেকে, আবু যুবায়ের ইবরাহীম থেকে'। তখন আমি তাকে বললাম, আবু যুবায়ের ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেননি। আমার কথায় তিনি আমাকে ধমকালেন। আমি তাকে বললাম, আপনি আপনার মূল গ্রন্থ পুনরায় দেখুন। তিনি তার ঘরে গিয়ে মূল লেখা দেখলেন; তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, ওহে বাচ্চা, সনদটা কেমন হবে? আমি বললাম, তিনি হ'লেন যুবায়ের বিন আদী, যিনি ইবরাহীম থেকে শুনেছেন। তিনি তখন আমার থেকে কলম নিলেন এবং তার বই ঠিক করে নিলেন। আর আমাকে বললেন, তুমি সত্য বলেছ। বুখারীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এ সময় আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বললেন, এগার বছর। ষোল বছর বয়সে উপনীত হওয়ার মাঝেই আমি ইবনুল মুবারক ও ওকী'য়ের লেখা বইসমূহ মুখস্থ করে ফেলি এবং তাদের কথা বুঝে নেই। তারপর আমি আমার মা ও ভাই আহমাদের সাথে মক্কা গমন করি।

আমাদের হজ্জ সম্পন্ন হ'লে আমার ভাই মাকে সাথে করে দেশে ফিরে যান। আর আমি হাদীছ অন্বেষণের জন্য মক্কায় থেকে যাই। ১৮ বছর বয়সকালে আমি ছাহাবী ও তাবেঈদের ঘটনাবলী ও বচনাদির উপর বই রচনায় প্রবৃত্ত হই। এটি ছিল ওবায়দুল্লাহ বিন মূসার শাসনকাল। আমি ইতিহাস বিষয়ে কিতাবুত তারিখ লিখি। আমি বইটি লিখেছিলাম চাঁদনী রাতগুলোতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের পাশে বসে। ইতিহাসে এমন নাম কমই আছে যার বিষয়ে কোন না কোন কাহিনী আমার জানা নেই। কিন্তু বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি আমার পসন্দ নয় বিধায় তাদের সকলের প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরিনি।[১৯]

হাদীছ সংগ্রহের জন্য ইমাম বুখারী জানাশোনা তামাম দুনিয়া ঘুরেছেন। তিনি মদীনা, ইরাক, শাম, মার্ভ, নিশাপুর, বলখ, রায়, মিশর ইত্যাদি এলাকা সফর করেছেন। এসব জায়গা থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন। এমনি করে তিনি ১০৮০ জন বর্ণনাকারী থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের বরাতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বর্ণনাকারীদের সকলেই হাদীছ ও সুন্নাহর লোক।[২০]

আমরা ফিরে যাই সে আলোচনায়, যেখানে ইমাম বুখারী হাদীছ সংগ্রহের জন্য নানা দেশ ও অঞ্চল সফর করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেখানে তাকে সহায়তা করেছিল তার পিতার

১৯. *তারীখু বাগদাদ, ২/০৭; মুকাদ্দামা ফাৎহুল বারী পৃ. ৪৭৮-৪৭৯; তাবাকাতুশ শাফেঈয়াতুল কুবরা ২/২১৭।*
২০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৩৯৫; ফাৎহুল বারী ১/৪৪।*

রেখে যাওয়া অর্থ। আমরা ভাবতে পারি, একজন পিতা মারা যাচ্ছেন, রেখে যাচ্ছেন স্ত্রী, সন্তান ও অর্থ। মা সে অর্থ হাতে করেছেন তারপর ছেলেদেরকে ইলম শিখতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর সে অর্থ থেকে তাদের জন্য ব্যয় করছেন। তিনি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করছেন, কোন কৃপণতা করছেন না। এভাবে মা কল্যাণ ও পূর্ণতার এক অনন্য গুণে বিভূষিত হয়েছেন। তিনি অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত করেননি, ইলম শিক্ষার পথে ব্যয়িত অর্থ বিনষ্ট হওয়ার ভয় করেননি এবং আজকের অনেক মায়ের মতো এমন কথা বলেননি যে, আমি এ অর্থ-সম্পদ তাদের জন্য জমিয়ে রাখব, যাতে বয়সকালে তারা উপকৃত হ'তে পারে। অথবা একটা সময় পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব, প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে তাড়াহুড়া করব না। বরং তিনি সরাসরি তা সন্তানের শিক্ষায় ব্যয় আরম্ভ করেছেন।

দেশে ব্যয় করেছেন, আবার তাকে মক্কায় নিয়ে গিয়েছেন, যাতে তিনি শারঈ ইলমের মূলকেন্দ্র ও তথাকার নেতৃস্থানীয় আলেমদের থেকে তাদের ভাষায় বিদ্যা আহরণ করতে পারেন। তিনি এ পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তারপর ইসলামী শরী'আতের মূল ইলম ও শাখা ইলম জানার জন্য তিনি যে সমস্ত শহর-নগর সফর করেছেন তাতে তার মা মোটেও কোন আপত্তি করেননি। আর তিনি করবেনই বা কেন? তিনিই তো তাকে ইলম অর্জনে সাহস যোগাচ্ছেন, সে পথে তাকে দেখভাল করছেন। ছেলের সাধনার পিছনে তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করেছেন। ছেলেও মায়ের সে আশা পূরণ করেছেন। হয়তো মা ছেলের সফলতা অর্জন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্বে তিনি অভিভূত হতেন, অথবা বাল্যকালেই ছেলের মধ্যে ভোরের সূর্যের মতো প্রতিভা স্ফূরিত হ'তে দেখে ভবিষ্যতে তিনি যে বড় প্রতিভাধর হবেন সে খোশখবর মা আগেই বুঝে গিয়েছিলেন।

এ ধরনের কাজ সুচারুরূপে শক্তপোক্তভাবে আঞ্জাম দিতে সকল মা পারেন না। কেবল সেই খাঁটি মনের অধিকারী মুখলিছ মা-ই তা পারেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা যথার্থ পথ বাতলে দেন।

যে মজবুত প্রাসাদের উপর ইমাম বুখারীর মায়ের সীরাত প্রতিষ্ঠিত তা অধ্যয়ন করলে মহাজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব কিভাবে কোত্থেকে হয় তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিমূল আমরা জানতে পারব। জেনে রাখা ভাল, তা হচ্ছে মায়ের দ্বীনদারী, যোগ্যতা ও তার রবের সাথে নিরন্তর যোগসাধনা। সন্তানের উপর মাতা-পিতার দ্বীনদারী ও যোগ্যতার বিরাট প্রভাব রয়েছে।

সন্তানদের দ্বীনদার ও যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ মাতা-পিতার দ্বীনদারী ও যোগ্যতা। সূরা কাহফে উল্লিখিত দুই ইয়াতীমের সম্পদ হেফাযতের কারণ ছিল তাদের পিতার দ্বীনদারী বা সততা। আল্লাহ বলেন, 'আর দু'জনের পিতা ছিলেন সৎ দ্বীনদার' *(কাহফ ১৮/৮২)*।

সে ভিত্তির মধ্যে আরো রয়েছে, দো'আ, যা কি-না মায়ের বড় অস্ত্র। আল্লাহ যাতে পুত্র কেন্দ্রিক তার প্রয়োজন পূরণ করেন। তার ইচ্ছা ও চাহিদা পূরণে সাহায্য করেন এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্য পেতে যথাযথ পথ পেতে যেন তাওফীক্ব দেন সেজন্য তিনি অবিরত দো'আ করেছেন। আল্লাহ যার সহায় তার জন্য পথ কতই না সংক্ষিপ্ত ও সহজ! আর আল্লাহ যার পক্ষে নেই তার জন্য পথ কতই না দীর্ঘ ও কঠিন! যেমন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর কবিতায় বলেছেন,

'ব্যক্তির সাফল্যের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য ও আল্লাহ্র উপর ভরসা সর্বক্ষণ আবশ্যক। নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা করে ধোঁকায় পড়া মোটেও কাম্য নয়। যদি কেউ তা করে তবে আল্লাহ্র সাহায্য সে পাবে না। আর সেটাই হবে তার ব্যর্থতার প্রথম কারণ'।

সুতরাং যে মা নিজ সন্তানদের তা'লীম-তারবিয়াতে উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার আশা পোষণ করেন তাকে সঠিক পথ ও প্রয়োজনীয় সামর্থ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট কাকুতি-মিনতিসহ দো'আ করা থেকে গাফেল থাকা মোটেও সমীচীন নয়।

ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি লোপ এবং মায়ের কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্র নিকট দো'আর মাধ্যমে তা ফিরে পাওয়া ঐ মায়ের কারামতের প্রকৃষ্ট দলীল। যে কারো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথে দো'আ যে শক্তিশালী অস্ত্র সে প্রমাণও এ ঘটনার মধ্যে রয়েছে।

এখানে আরো কিছু শিক্ষণীয় দিক রয়েছে যার দিকে ইঙ্গিত করা সমীচীন মনে করছি। হয়তো কোন মুমিন মা তার সন্তানদের কার্যকর তারবিয়াতে তা থেকে উপকৃত হ'তে পারবে।

যে মক্তবে ইমাম বুখারী কুরআন হেফয করেছিলেন এবং যেখানে তার মধ্যে সুন্নাহ ও হাদীছের প্রতি ভালোবাসার উন্মেষ ঘটেছিল তার খবর আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। বিগত দিনের মক্তব বর্তমান কালের হাফেযী মাদরাসা বা হেফযখানা। সুতরাং হে মা! আপনি এই বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠানের প্রতি উন্নাসিকতা দেখাবেন না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববেন না। বরং নিজের সন্তানকে এরূপ প্রতিষ্ঠানের বরকতের একটু ভাগীদার করতে সচেষ্ট থাকুন। কেননা এটিই দ্বীনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য সব থেকে অগ্রণী, সবচেয়ে বরকতময় ও সব থেকে মহৎ প্রতিষ্ঠান। সে সকল মানবগোষ্ঠী কতই না ভালো, যারা এসব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে, নিজেদের সন্তানদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে, উন্নতির চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং এগুলোর উপর ভরসা রাখে!

ইমাম বুখারী (রহঃ) যখন কুরআন হেফয শেষ করেন তখন তার বয়স ছিল সাত বছর। আর যখন সুন্নাহ বা হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন তখন তার বয়স ছিল দশের নীচে। যখন হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য নিজ শহর ও এলাকা ত্যাগ করেন তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর। এর দু'বছর পর তিনি প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্থাৎ তখন তার বয়স ছিল আঠার বছর।

সুতরাং তোমরা যুবকদের যত্ন নিতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানে খুব খেয়াল রাখবে। 'সন্তানদের কুরআন হেফয করতে দিয়ে তাদের মান নীচে নামিয়ে দিও না এবং তাদের মেধা নষ্ট করো না' এ জাতীয় অর্থহীন কথা বার বার শোনা থেকে তোমাদের কানকে বধির করে রাখবে। পশ্চিমা ধাঁচের এই ভনভন শব্দ না বুঝে-শুনে, না খেয়াল

করে আমাদের লোকেরা বার বার বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ মক্তবে পড়া ইমাম বুখারী (রহঃ) যুবক বয়সে যে সৃষ্টিকর্ম বা রচনাবলি রেখে গেছেন তার শত ভাগের এক ভাগের উপর গবেষণামূলক বড় বড় ডিগ্রী নেওয়ার জন্য আধুনিক কালের এমন সব বয়স্ক গবেষক কাজ করছেন, বার্ধক্যে যাদের দাঁত নড়বড়ে হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

এক পর্যায়ে ইমাম বুখারী (রহঃ) ইলমের জন্য ইরাক, শাম, মিশর প্রভৃতি দেশে গিয়েছেন এবং তথাকার মাশায়েখের থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তার শায়েখ সংখ্যা ১০৮০ জন। এভাবে ইলমের জগতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সমসাময়িক সাথী-বন্ধুদের মাঝে তার একটি পৃথক আসন তৈরি হয়। তার নাম দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি চমৎকার সব বই লিখেছেন, যার শিরোভাগে রয়েছে 'আল-জামেউছ ছহীহুল মুসনাদুল মুখতাছারু মিন উমুরি রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী', যা ছহীহ বুখারী নামে সমধিক পরিচিত। এ গ্রন্থ প্রশংসায় ভরপুর। বলা হয়ে থাকে, 'এটা আল্লাহ্র গ্রন্থের পর সর্বাধিক ছহীহ গ্রন্থ'।

'আল-আদাবুল মুফরাদ' নামে তার আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে। গ্রন্থটিতে সংকলিত হাদীছসমূহ ছহীহ হওয়ার সাথে আদব বা শিষ্টাচার সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গ্রন্থটি তার নামের সার্থকতা বহন করছে। উল্লেখ্য, 'আল-আদাবুল মুফরাদ' অর্থ অনন্য শিষ্টাচার। যে মুসলিম ইসলামী আদব-আখলাকে সমৃদ্ধ হ'তে চায় তাকে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই।

ইলমী যোগ্যতার সাথে সাথে তিনি তিরন্দাযীতেও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তার লেখক বা সচিব মুহাম্মাদ বিন আবু হাতেম বলেছেন, মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বহুবার তীরন্দাযীর উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করেছেন। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সাহচর্য কালে আমি দু'বারের বেশী তার তীর লক্ষ্যচ্যুত হ'তে দেখিনি। প্রতিবারই তিনি লক্ষ্যভেদ করতেন, লক্ষ্যচ্যুত হ'তেন না।

তিনি একের পর এক ইলমের স্তরগুলোতে আরোহণ করেছেন, আমলের মনযিলগুলো পার হয়েছেন, মহত্ত্বের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছেন। এক পর্যায়ে তার সত্তাই হয়ে ওঠে মুসলিম উম্মাহর আভরণ। তার জীবনের দিনগুলো হয়ে দাঁড়ায় কল্যাণের মৌসুম। শহরে-নগরে তার পদার্পণে মাহফিল জমে উঠত। আলেম-ওলামা তাকে দেখার জন্য বাসনা পোষণ করতেন।

অনেক মানুষ নিজের আয়ু থেকে তাকে আয়ু দান করতে চাইত। মহান আলেম ইয়াহইয়া বিন জা'ফর আল-বায়কান্দী বলেন, 'আমি যদি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের আয়ুতে আমার আয়ু থেকে কিছু দান করতে পারতাম তবে তা করতাম। কেননা আমার মৃত্যু একজন মানুষের মৃত্যু মাত্র; আর মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈলের মৃত্যু ইলমের মৃত্যু'।

২৫৬ হিজরীর ঈদুল ফিতরের রাতে ইমাম বুখারী (রহঃ) এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে তার রবের সান্নিধ্যে গমন করেন।

আল্লাহ তা'আলা করুণা বর্ষণ করুন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর উপর। করুণা বর্ষণ করুন তার পিতার উপর, যিনি তাকে হালাল ছাড়া কিছু খাওয়াননি। করুণা বর্ষণ করুন তার মায়ের উপর, যিনি তাকে উত্তমভাবে লালনপালন করেছেন, যিনি কিনা তার চোখের আলো ফিরে পাওয়ার উপলক্ষ ছিলেন। ফলে তিনি দুনিয়াকে ভরে দিয়েছেন নূর ও জ্ঞান-গরিমা দিয়ে।

[ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে খুরাসানের অন্তর্গত বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল তারিখে সমরকন্দের খরতঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। বুখারা ও সমরকন্দ বর্তমান মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। ছহীহ বুখারী ও আল-আদাবুল মুফরাদ ছাড়াও তার অন্যান্য রচনা ও সংকলনের মধ্যে রয়েছে কিতাবু খালকি আফ'আলিল 'ইবাদ, আত-তারীখুল কাবীর, আত-তারীখুল ওয়াসাত, আত-তারীখুছ ছগীর, কাযাইয়াছ ছাহাবা ওয়াত-তাবেঈন, জুযউল কিরাআতি খালফাল ইমাম, রিসালাতু রাফ'ইল ইয়াদায়েন ফিছছালাত, আল-মুসনাদুল কাবীর, কিতাবুল বিজদান প্রভৃতি।]

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার আল-আমীন ফার্মেসী শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদ, খামার রোড, মুসলিম পাড়া, আলমনগর, রংপুর ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬ ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

হাদীছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পরিক্রমা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(শেষ কিস্তি)

হিজরী ৩য় শতক পরবর্তী হাদীছ সংকলনসমূহ :

হিজরী ৩য় শতকের পরও যথারীতি হাদীছ সংকলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণ মূলতঃ বুখারী, মুসলিম এবং চারটি সুনান গ্রন্থের সংক্ষেপায়ন, সমন্বয়করণ এবং পুনঃসজ্জায়নে প্রবৃত্ত হন। এ সময় মৌখিকভাবে হাদীছ বর্ণনাধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং লিখিত গ্রন্থসমূহের ওপর সার্বিক নির্ভরতা চলে আসে। এজন্য ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.) হিজরী তৃতীয় শতককে পূর্ববর্তী (মুতাক্বাদ্দিমীন) এবং পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মুহাদ্দিছদের মাঝে পার্থক্যরেখা গণ্য করেছেন।[১] এ সকল মুহাদ্দিছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদীছ সংকলন ও সজ্জায়ন করেছেন। যথা-

(ক) একদল মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অনুসরণে কেবল ছহীহ হাদীছগুলো একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মা আন-নায়সাপুরী (৩১১হি.)[২], আবূ আলী সাঈদ ইবনু ওছমান ইবনুস সাকান (৩৫৩হি.)[৩], আবূ হাতিম ইবনু হিব্বান আল-বুস্তী (৩৫৪হি.)[৪] প্রমুখ। নিঃসন্দেহে এই সংকলনগুলি বিশুদ্ধতায় 'ছহীহাইন'-এর স্তরের নয়। যেমন ইবনু খুযায়মা ও ইবনু হিব্বান ছহীহ এবং হাসান হাদীছের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। এমনকি হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য ইল্লত বা গোপন ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াকেও শর্ত মনে করতেন না।[৫] ফলে এ সকল গ্রন্থে ছহীহ হাদীছের সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যঈফ ও মওযূ' হাদীছও রয়েছে।

(খ) কেউ সুনান গ্রন্থসমূহের অনুকরণে হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন। যেমন আলী ইবনু ওমর আদ-দারাকুৎনী (৩৮৫হি.)[৬], হাফেয আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হোসাইন আল-বায়হাক্বী (৪৫৮হি.)[৭] প্রমুখ।

(গ) কেউ المعجم বা অভিধানের ধারাবাহিকতায় হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এ সকল গ্রন্থে ছাহাবীদের নাম অথবা মুহাদ্দিছদের শায়খগণের নামের ধারাবাহিকতা অনুসারে তাদের হাদীছসমূহ একত্রিত করা হয়। যেমন আবুল কাসিম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাণী (৩৬০হি.)। তিনি 'আল-মু'জামুল কাবীর'[৮], 'আল-মু'জামুছ ছাগীর'[৯] এবং 'আল-মু'জামুল আওসাত্ব'[১০] নামে ৩টি বৃহৎ সংকলন প্রস্তুত করেন। যেগুলো সবই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আবূ সাঈদ ইবনুল আ'রাবী আছ-ছূফী (৩৪০হি.) প্রণীত একটি মু'জাম প্রকাশিত হয়েছে।[১১]

(ঘ) কেউ ছহীহাইনের শর্তানুযায়ী হওয়া সত্ত্বেও যে সকল হাদীছ ছহীহাইনে সন্নিবেশিত হয়নি, তা একত্রিত করায় সচেষ্ট হন। যেমন আবূ আব্দিল্লাহ হাকেম আন-নায়সাপুরী (৪০৫হি.)। তিনি সংকলন করেন المستدرك على الصحيحين।[১২]

(ঙ) কেউ সংকলন করেন এমন কিছু গ্রন্থ যেখানে পূর্ববর্তী হাদীছ সংকলকদের আনীত হাদীছসমূহ ভিন্ন সূত্রে আনা হয়েছে সনদের উচ্চতা সৃষ্টি কিংবা সনদসূত্র (طرق الإسناد) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এগুলোকে المستخرج বলা হয়। যেমন আবূ বকর আল-ইসমাঈলী (৩৭১হি.), আবূ আওয়ানাহ ইয়াকূব ইবনু ইসহাক্ব আল-ইসফারায়ীনী (৩১৬হি.) এবং আবূ নাঈম আল-আস্ফাহানী (৪৩০হি.)[১৩]-এর মুসতাখরাজ।

---

১. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৩ খৃ.), ১/৪।

২. এতে ৩০২৯টি হাদীছ রয়েছে। তবে এই গ্রন্থের বৃহত্তর অংশের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭ খৃ.)-এর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে (ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ : ২০০৩খৃ.)। এতে বেশ কিছু যঈফ হাদীছ রয়েছে। মুছত্বফা আল-আ'যামী এর প্রায় ৩ শতাধিক হাদীছ যঈফ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ২টি হাদীছকে জাল বলেছেন।

৩. এটি অপ্রকাশিত রয়েছে এবং এর পাণ্ডুলিপি কোথায় রয়েছে সেটি অজ্ঞাত। দ্র. ড. ফুয়াদ সেযগীন, তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী, ১/৩৭৮।

৪. নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯খ্রি.) এবং শু'আইব আল-আরনাঊত্বের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৪৯১টি হাদীছ রয়েছে এবং নাছিরুদ্দীন আলবানীর হিসাবে প্রায় ৩৪৫টি যঈফ এবং ৩টি মওযূ' বা জাল হাদীছ রয়েছে (নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফু মাওয়ারিদুয যামআন (রিয়াদ : দারুছ ছুমাই'ঈ, ২০০২খৃ.)। বিন্যাস পদ্ধতির জটিলতার কারণে ৮ম শতকের মুহাদ্দিছ আল-আমীর আলাউদ্দীন আলী ইবনু বালবান (৭৩৯হি.) এটি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন এবং এটিই বর্তমানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এছাড়া আবূ বকর আল-হায়ছামী (৮০৭হি.) এই গ্রন্থ থেকে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছসমূহ পৃথক করে موارد الظمآن إلي زوائد ابن حبان শিরোনামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। এতে ২৬৪৭টি হাদীছ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাক্কিকের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৫. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ, ১/৬৩।

৬. তাঁর গ্রন্থ 'আস-সুনান' শু'আইব আরনাঊত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০৪ খৃ.)। এতে ৪৮৩৬টি হাদীছ রয়েছে।

৭. তাঁর গ্রন্থ 'আস-সুনানুল-কুবরা' মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আত্বার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ২০০৩ খৃ.)। এতে ২১৮১২টি হাদীছ রয়েছে।

৮. ২৫ খণ্ডে হামদী আব্দুল মাজীদ আস-সালাফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : মাকতাবা ইবনু তায়মিয়া, তাবি)। এতে প্রায় ২৫০০০ হাদীছ রয়েছে।

৯. এতে প্রায় ১১৯৮টি হাদীছ রয়েছে। গ্রন্থটি বৈরূত, মিছর এবং সঊদী আরবের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১০. এতে ৯৪৮৯টি হাদীছ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুহাক্কিকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.)।

১১. এতে ২৪৬০টি হাদীছ রয়েছে। আব্দুল মুহসিন ইবনু ইবরাহীম আল-হুসাইনীর সম্পাদনায় গ্রন্থটি ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (সঊদী আরব : দারু ইবনুল জাওযী, ১৯৯৭ খৃ.)।

১২. এতে ৮৮০৩টি হাদীছ রয়েছে। মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আত্বার সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০ খৃ.)।

১৩. তিনি ছহীহ মুসলিমের উপর 'মুস্তাখরাজ' সংকলন করেন। এতে ৩৫১৬টি হাদীছ রয়েছে। মুহাম্মাদ হাসান ইসমাঈল আশ-শাফিঈ-

(চ) কেউ সংকলন করেন এমন গ্রন্থ যেখানে ছহীহাইন কিংবা কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য গ্রন্থ একত্রিত করা হয়েছে। যেমন-

(১) মুহাম্মাদ ইবনু নাছর আল-হুমাইদী (৪৮৮হি.) বুখারী এবং মুসলিমের হাদীছসমূহ একত্রিত করেন তাঁর الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، গ্রন্থে।[১৪]

(২) ইবনুল আছীর আল-জাযারী (৬০৬হি.) কুতুবে খামসাহ এবং মুওয়াত্ত্বা মালিক সুবিন্যস্তভাবে একত্রিত করেন তাঁর প্রসিদ্ধ جامع الأصول في أحاديث الرسول গ্রন্থে।[১৫]

(৩) ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী (৫১৬হি.) কুতুবে সিত্তাহ, মুওয়াত্ত্বা মালিক, মুসনাদে আহমাদ, সুনান আদ-দারেমী, সুনান আদ-দারাকুৎনী, সুনান আল-বায়হাক্বী এবং আবূ রাযীনের হাদীছসমূহ থেকে নির্বাচিত হাদীছসমূহ একত্রিত করেন তাঁর مصابيح السنة গ্রন্থে।[১৬] পরবর্তীতে ওয়ালীউদ্দীন আল-খাত্বীব এর পূর্ণতা দান করেন এবং অধ্যায়ভিত্তিক বিন্যাস করেন। তিনি এর নামকরণ করেন مشكاة المصابيح।[১৭]

(৪) হাফেয ইবনু কাছীর আদ-দিমাশকী (৭৭৪হি.) কুতুবে সিত্তাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা, মুসনাদুল বাযযার এবং ইমাম ত্বাবারানীর 'আল-মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থসমূহ একত্রিত করেছেন جامع المسانيد والسُّنَن নামে। এতে প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ ছিল। তবে রচনাকালে তিনি অন্ধত্ব বরণ করেন। ফলে সংকলনকাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।[১৮]

(৫) হাফেয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (৯১১হি.) তিনি সকল হাদীছ একত্রিত করার প্রয়াস নেন এবং সংকলন করেন جمع الجوامع বা الجامع الكبير। এতে কুতুবে সিত্তাহসহ ৯২টি গ্রন্থ থেকে প্রায় লক্ষাধিক হাদীছ একত্রিত করা হয়। সেজন্য এটি হাদীছের সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ হিসাবে পরিগণিত।[১৯] অতঃপর আল-মুত্তাক্বী আল-হিন্দী (৯৭৫হি.) এটিকে পুনর্বিন্যাস ও সংক্ষেপায়ন করে প্রণয়ন করেন كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،।[২০] দু'টি গ্রন্থেই ছহীহ হাদীছের সাথে অসংখ্য যঈফ ও মাওযূ' হাদীছও রয়েছে। ইমাম সুয়ূত্বী নিজেই الجامع الكبير থেকে নির্বাচিত কিছু হাদীছ একত্রিত করে الجامع الصغير من حديث البشير النذير নামে অপর একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।[২১]

(৬) মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান আল-ফারিসি আল-মাগরিবী (১০৯৪হি.) কুতুবে সিত্তাহ সহ মোট ১৪টি গ্রন্থের সমন্বয়ে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد।[২২]

(ছ) কেউ কোন একটি গ্রন্থে এবং গ্রন্থসমষ্টিতে উল্লেখিত অতিরিক্ত হাদীছ সমূহের সংকলন প্রণয়ন করেন, যাকে الزوائد বলা হয়। যেমন-

(১) হাফেয নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর আল-হায়ছামী (৮০৭হি.) প্রণয়ন করেন مجمع الزوائد ومنبع الفوائد। এ গ্রন্থে তিনি কুতুবে সিত্তাহ বহির্ভূত যে সকল হাদীছ মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবূ ইয়া'লা, মুসনাদুল বাযযার এবং ইমাম ত্বাবারাণীর মু'জামসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা একত্রিত করেছেন। মুহাক্কিক হুসামুদ্দীন আল-কুদসীর হিসাব মতে এই গ্রন্থে ১৮৭৭৬টি হাদীছ রয়েছে।[২৩]

(২) হাফেয আহমাদ ইবনু আবী বাকর শিহাবুদ্দীন আল-বুছীরী (৮৩০হি.) প্রণয়ন করেন مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه। এ গ্রন্থে তিনি সুনান ইবনু মাজাহ-এ ছহীহাইন এবং অপর তিনটি সুনানে যে সকল হাদীছ উদ্ধৃত হয়নি, তথা ইবনু মাজাহ স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীছসমূহ একত্রিত করেছেন।[২৪] তিনি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ 'যাওয়ায়েদ' সংকলন করেছেন إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة শিরোনামে। এতে মুসনাদুত তায়ালিসী,

---

এর সম্পাদনায় এটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৬খৃ.)।

১৪. ড. আলী হুসাইন আল-বাওয়াবের সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারু ইবনু হাযম, ২য় প্রকাশ : ২০০২খৃ.)।

১৫. বৈরূত থেকে ১৯৭২ সনে আব্দুল কাদির আল-আরনাঊত্ব এবং বাশীর উয়ূনের সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৬. বৈরূত থেকে ১৯৮৭ সনে কয়েকজন মুহাক্কিকের সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৭. বৈরূত থেকে নাছিরুদ্দীন আল-আলবানীর সম্পাদনায় ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইণ্ডিয়া, মিসরসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকেও প্রকাশ পেয়েছে।

১৮. বৈরূত থেকে ১৯৯৮ সনে ড. আব্দুল মালিক ইবনু আব্দিল্লাহ আদ-দুহাইশের সম্পাদনায় ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থে মোট ১৩৫৪৭টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

১৯. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ২৮৪২৫টি হাদীছ এতে স্থান পেয়েছে।

২০. বৈরূত থেকে ১৯৮১ সনে ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়া থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৪৬৬২৪টি হাদীছ স্থান পেয়েছে।

২১. নাছিরুদ্দীন আলবানী গ্রন্থটির শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করেছেন, যার একটি অংশ صحيح الجامع الصغير وزيادته শিরোনামে এবং অপর অংশটি ضعيف الجامع الصغير وزيادته শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম অংশে ৮২৩১টি এবং ২য় অংশে ৬৪৭৯টিসহ মোট ১৪৭০০টি হাদীছ সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ইমাম সুয়ূত্বী সংকলিত অপর গ্রন্থের الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير-এর হাদীছ সমূহও সংযুক্ত হয়েছে।

২২. বৈরূত থেকে ১৯৯৮ সনে ড. সুলায়মান ইবনু দুরাই'-এর সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ১০১৩১টি হাদীছ রয়েছে।

২৩. কায়রো থেকে ১৯৯৪ সনে ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২৪. ১৪০৩ হিজরীতে বৈরূত থেকে মুহাম্মাদ আল-মুনতাক্বা আল-কাশনাভীর সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ।

মুসনাদুল হুমাইদী, মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ ইবনু আবী শায়বাহসহ মোট দশটি মুসনাদ গ্রন্থে উদ্ধৃত যে সকল হাদীছ কুতুবে সিত্তায় বর্ণিত হয়নি, সে সকল হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে এবং ফিক্বহী রীতি মোতাবেক বিন্যাস করা হয়েছে। এতে মোট ৭৯৬৮টি হাদীছ রয়েছে।[২৫]

(৩) ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২হি.) সংকলন করেন المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية। এই গ্রন্থে মুসনাদুত তায়ালিসী, মুসনাদুল হুমাইদী, মুসনাদ ইবনু আবী শাইবাহসহ মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ মুসনাদের যে সকল হাদীছ কুতুবে সিত্তাহ এবং মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত হয়নি, সেসব হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে এবং ফিক্বহী ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৪৬২৭টি।[২৬]

(জ) কেউ শুধু আহকাম সংক্রান্ত হাদীছসমূহ একত্রিত করেছেন। যেমন হাফেয আব্দুল গণী আল-মাক্বদাসী (৬০০হি.) সংকলন করেন عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم। এই গ্রন্থে ছহীহাইনে উল্লেখিত আহকাম সংক্রান্ত কিছু নির্বাচিত হাদীছ একত্রিত করা হয়েছে। মোট হাদীছ সংখ্যা ৪৩০টি।[২৭] এছাড়া ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) প্রণীত بلوغ المرام من أدلة الأحكام[২৮] এবং মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী (১২৫০হি.) প্রণীত نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار[২৯] প্রভৃতি।

(ঝ) কেউ কেউ হাদীছের তাখরীজ এবং তার বিবিধ সনদ অনুসন্ধানে গুরুত্বারোপ করে হাদীছ সংকলন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হ'ল সহজে পাঠক যেন কোন হাদীছের প্রাপ্তিস্থান অবগত হ'তে পারে। এ সকল গ্রন্থে কোন হাদীছের ছোট একটি অংশ উদ্ধৃত করা হয় এবং কোন গ্রন্থে তার অবস্থান রয়েছে তা নির্দেশ করা হয়। যেমন জামালুদ্দীন আল-মিয্যী (৭৪২হি.) প্রণীত تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف।[৩০] এই গ্রন্থে তিনি কুতুবে সিত্তাহ এবং কয়েকটি ছোট হাদীছ গ্রন্থের সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন বিশেষ পদ্ধতিতে কেবল হাদীছের অংশবিশেষ উল্লেখ করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) সংকলন করেন إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة। এতে তিনি **১১**টি গ্রন্থ তথা মুওয়াত্ত্বা মালিক, মুসনাদুশ শাফেঈ, মুসনাদে আহমাদ, সুনানুদ দারিমী, ইবনুল জারূদের আল-মুনতাক্বা, ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ, মুসতাখরাজ আবূ আওয়ানাহ, ইমাম ত্বহাভীর শারহু মা'আনিল আছার, ছহীহ ইবনু হিববান, সুনানুদ দারাকুৎনী এবং মুসতাদরাক আল-হাকিম-এর সকল হাদীছের আত্বরাফ তথা হাদীছের অংশবিশেষ উল্লেখ করেন।[৩১]

(ঞ) কেউ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের হাদীছসমূহ তাখরীজে মনোনিবেশ করেন। যেমন হাফেয জামালুদ্দীন আয-যায়লাঈ (৭৬২হি.) প্রণয়ন করেন نصب الراية لأحاديث الهداية।[৩২] এতে হানাফী মাযহাবের শীর্ষ গ্রন্থ আল-হিদায়াহ-এর হাদীছ সমূহ তাখরীজ করা হয়েছে। এছাড়া হাফেয যাইনুদ্দীন আল-ইরাক্বী (৮০৬হি.) প্রণয়ন করেন تخريج أحاديث إحياء علوم الدين।[৩৩] এতে ইমাম গায্যালীর 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ সমূহের তাখরীজ করা হয়েছে।

এভাবে ৩য় হিজরী শতকের পর মূলত প্রথম দুই শতাব্দীর প্রাথমিক হাদীছ সংকলনগুলোর পুনর্বিন্যাস, ব্যাখ্যা এবং একত্রিতকরণে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এছাড়া আরও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু হাদীছ সংকল গ্রন্থ রয়েছে, যা আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে উল্লেখিত হয়নি। কেবল তা-ই নয়, হাদীছ সংকলনকালে সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং হাদীছের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে তাঁরা যে অকল্পনীয় পরিশ্রম করেছেন, যে সকল মূলনীতি ও পরিভাষার জন্ম দিয়েছেন এবং এ বিষয়ক শত শত বৃহৎ আকারের গ্রন্থ রচনা করেছেন তা-ও এখানে স্থানাভাবে উল্লেখিত হয়নি। তদুপরি উপরোক্ত গ্রন্থতালিকা থেকেই সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণে এবং তা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সহজলভ্য করতে এমন কোন উপায় নেই যা মুহাদ্দিছগণ অবলম্বন করেননি, হেন প্রচেষ্টা নেই যা তারা করেননি। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হাদীছের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ যে পরিমাণ শ্রম এবং মেধা ব্যয় করেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে অন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়নি।

---

২৫. আবূ তামীম ইয়াসির ইবনু ইবরাহীমের সম্পাদনায় ৯ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল ওয়াত্বান, ১৯৯৯ খৃ.)।

২৬. কুয়েত, সঊদী আরব, মিসর এবং বৈরূতের বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সঊদী আরব (দারুল আছিমাহ, ১৪১৯হি.) থেকে ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত সংকলনটি অধিকতর তাহক্বীক সমৃদ্ধ।

২৭. মাহমূদ আল-আরনাঊত্ব এবং আব্দুল কাদির আল-আরনাঊত্বের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : দারুছ ছাক্বাফাহ আল-আরাবিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)। ব্যাপক সমাদৃত এই গ্রন্থের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

২৮. বহুল প্রচলিত এই গ্রন্থের সর্বশেষ তাহক্বীক মোতাবেক ১৫৬৮টি হাদীছ রয়েছে। অসংখ্যবার এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ড. মাহির ইয়াসীন আল-ফাহলের সম্পাদনায় এর পূর্ণাঙ্গ তাহক্বীক প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল ক্বাবস, ২০১৪ খৃ.)।

২৯. এটি মাজদুদ্দীন ইবনু তায়মিয়াহ আল-হার্রানী (৬৫৩হি.) প্রণীত কুতুবে সিত্তাহ এবং আহমাদ থেকে সংকলিত আহকামসংক্রান্ত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা এবং ফিকহী পর্যালোচনা। এতে মোট ৩৯৪৪টি হাদীছ রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩০. এতে ১৩৬২৬টি হাদীছের 'আত্বরাফ' বা অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩১. এতে ২৫৫১৪টি হাদীছের 'আত্বরাফ' বা অংশবিশেষ উল্লেখিত হয়েছে। এটি ১৯ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (মদীনা : মারকাযু খিদমাতিস সুন্নাহ ওয়াস সীরাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪ খৃ.)।

৩২. অনেক দেশে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন সময়ে মুহাম্মাদ আওয়ামার সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রাইয়ান, ১৯৯৭ খৃ.)।

৩৩. ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (রিয়াদ : দারুল আছিমাহ, ১৯৮৭ খৃ.)।

যুগ পরম্পরায় হাদীছ সংরক্ষণের জন্য এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র আজও হাদীছ গ্রন্থসমূহ সমান গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে, পঠিত হচ্ছে এবং সর্বোচ্চ বিশুদ্ধতা বজায় রেখে তা মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সারকথা :

রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই। শুরুতে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ মুখস্থকরণ এবং ব্যক্তিগতভাবে লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টা শুরু হয়। অতঃপর ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর সরকারী ফরমানে হাদীছ একত্রিতকরণ এবং গ্রন্থাবদ্ধকরণ শুরু হয়। কেউ কেউ ধারণা করেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে হাদীছের কোন লিখিত রূপ ছিল না এবং হাদীছ সংকলন অনেক দেরীতে শুরু হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আমরা উপরোক্ত আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীছ বিভিন্নভাবে সংকলন শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তা আরও বেগবান হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছে ২য় হিজরী শতাব্দীর শুরুতে। কুরআন যেমন প্রাথমিক যুগে সংকলিত হওয়ার পরও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করতে বেশ দেরী হয়েছিল, একইভাবে হাদীছের একটা বড় অংশও প্রথম যুগে সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাবদ্ধকরণ, বিন্যাস এবং মানুষের কাছে ব্যাপক প্রচারে দেরী হয়েছিল। এর অর্থ আদৌ এটি নয় যে, হাদীছ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। আমরা অনুমান করি, তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এই জাতীয় ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটিই প্রমাণিত সত্য যে, হাদীছ সংকলনকর্ম সময়মতই শুরু হয়েছিল এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষিতও হয়েছিল। তবে তা একত্রিত করা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজটি সঙ্গত কারণে বিলম্বিত হয়েছিল।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওফীক্ব লাভের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

ভূমিকা :

তাওফীক্ব যাবতীয় কল্যাণের উৎস। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার মূল চালিকা শক্তি। তাওফীক্ব ছাড়া বান্দা নেক আমলে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজের জন্য সক্ষমতা অর্জন করতে পারে না। ঈমানের পথে অবিচল থাকতে পারে না। অপরদিকে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত বান্দা দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়। সেজন্য প্রতি মুহূর্তে তাওফীক্ব অতিব প্রয়োজন এবং তাওফীক্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাওফীক্বের পরিচয় :

তাওফীক্ব (التَّوْفِيقُ) আরবী শব্দ, যার অর্থ- الإلهامَ للخَيْر 'কল্যাণের জন্য এলাহী প্রেরণা'।[১] এর আরো কিছু অর্থ আছে, যেমন : (الهِدَايَةُ) পথনির্দেশ, (الرُّشْدُ) সৎপথ, (التَّأْيِـيْدُ) সাহায্য করা, (التَّسْدِيدُ) পথ দেখানো, (التَّيْسِيْرُ) সহজ করা, (التَّقْوِيَةُ) শক্তিশালী করা, (الإِعْطَاءُ) প্রদান করা, (الإِفَازَةُ) সাফল্য দেওয়া, (الإِصْلاحُ) সংশোধন করা ইত্যাদি। মোট কথা আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাকে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে কোন সামর্থ্য ও সক্ষমতা দান করেন, তখন সেটাকে তাওফীক্ব বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে, التَّوْفِيق من الله للْعَبد سد طَرِيق الشَّرّ وتسهيل طَرِيق الْخَيْر، 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক্ব লাভের অর্থ হ'ল বান্দার জন্য মন্দ পথ বন্ধ করা এবং কল্যাণের পথ সুগম করে দেওয়া'।[২] জুরজানী বলেন, التوفيق: جعل الله فعل عباده موافقًا بما يحبه ويرضاه، 'আল্লাহ যা পসন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন স্বীয় বান্দার কর্মকাণ্ড সে অনুযায়ী নির্ধারণ করার নাম তাওফীক্ব'।[৩] আহমাদ মুখতার ওমর বলেন, আল্লাহ কাউকে তাওফীক্ব দিয়েছেন, এর অর্থ হ'ল, جعل الله تعالى قول العبد وفعله موافقين لأمره ونهيه، 'আল্লাহ বান্দার কথা ও কাজকে তাঁর আদেশ-নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন'।[৪]

মোটকথা তাওফীক্ব হচ্ছে এক ধরনের গায়েবী সাহায্য, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হয় বান্দার অবস্থাভেদে। কখনো তার চিন্তা-চেতনায়, কখনো তার মন-মানসিকতা ও অনুভূতিতে, কখনো তার কর্মকাণ্ড ও শারীরিক সক্ষমতায়, আবার কখনো তার পরিবার-পরিজন ও সামাজিকতায়। আর আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক্ব দান করেন, তাদেরকে বলা হয় 'মুওয়াফ্ফাক্ব' বা তাওফীক্বপ্রাপ্ত বান্দা। এক আছারে বর্ণিত হয়েছে, لا يَتوَفَّقُ عَبْدٌ حَتَّى يُوَفِّقه الله 'আল্লাহ কোন বান্দাকে তাওফীক্ব না দেওয়া পর্যন্ত সে তাওফীক্বপ্রাপ্ত হ'তে পারে না'।[৫]

আর তাওফীক্বের বিপরীত হ'ল (الْخِذْلَانُ) 'পরিত্যাগ করা, ব্যর্থ করা, নিরাশ করা, ফেলে রাখা'।[৬] আল্লাহ বলেন, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، 'যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউই তোমাদের উপর জয়লাভ করবে না। আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পরে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপরেই ভরসা করা' *(আলে ইমরান ৩/১৬০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, كل خير فأصله بِتَوْفِيق الله للْعَبد وكل شَرّ فأصله خذلانه لعَبْدِهِ، 'বান্দার জন্য আল্লাহ্র তাওফীক্বই হচ্ছে সকল কল্যাণের মূল উৎস। আর বান্দাকে পরিত্যাগ করাই তার যাবতীয় অকল্যাণের মূল কারণ'।[৭] তিনি আরো বলেন, أَنَّ التَّوْفِيقَ هُوَ أَنْ لَا يَكِلَكَ اللهُ إِلَى نَفْسِكَ، وَأَنَّ الْخِذْلَانَ هُوَ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ، 'তাওফীক্ব হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে আপনার নিজের উপরে সোপর্দ করবেন না (বরং আপনাকে সাহায্য করবেন)। আর ব্যর্থতা হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে আপনার উপরেই ছেড়ে দিবেন (কোন সাহায্য করবেন না)'।[৮] যেমন কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করে দো'আ করতেন, اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، 'হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা করি। অতএব তুমি মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর সোপর্দ করো না এবং আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই'।[৯]

তাওফীক্বের উৎস :

তাওফীক্বের উৎস কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ তাওফীক্ব আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এতে বান্দার কোন

---

* এমফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুরতাযা আয-যুবাইদী, তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস ২৬/৪৭৯।
২. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ২/১০৪৭।
৩. জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ৬৯।
৪. মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল-মু'আছিরাহ ৩/২৪৭৪।
৫. খলীল আহমাদ আল-ফারাহিদী, কিতাবুল আইন ৫/২২৬।
৬. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯) পৃ. ৪৩৭।
৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪১।
৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৪১৫।
৯. আবূদাঊদ হা/৫০৯০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭০১; মিশকাত হা/২৪৪৭, সনদ হাসান।

হাত নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবূ তালেব যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন তিনি বারবার স্বীয় চাচাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু আল্লাহ তাওফীক্ব না দেওয়ায় আবূ তালেব ইসলাম কবুল করতে পারেননি। আল্লাহ বলেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين، ‘নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন। আর তিনিই হেদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৬)*। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، ‘আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই’ *(যুমার ৩৯/৩৭)*। ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, ومن يوفِّقه الله للإيْمان به، والعمل بكتابه، فما له من مضلّ، ‘আল্লাহ যাকে তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর কিতাব অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই’।[১০] সাঈদ ইবনে ওয়াহাফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, أن هداية التوفيق والتسديد والتثبيت بيد الله تعالى، فلا يهتدي مهتدٍ، ولا يهديه هادٍ إلا بتوفيق الله عز وجل، ‘তাওফীক্ব, সৎপথ ও অবিচলতার হেদায়াত একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। মহান আল্লাহ্‌র তাওফীক্ব ছাড়া কোন হেদায়াত প্রত্যাশী হেদায়াত লাভ করতে পারে না এবং কোন পথপ্রদর্শকও তাকে পথ দেখাতে পারে না’।[১১] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أن النعم كلها من الله وحده؛ نِعم الطاعات ونِعم اللَّذَّات، فترغب إليه أن يُلهمك ذكرَها ويُوزِعَك شكرَها... تلك النعم منه ومن مجردِ فضله؛ فذِكرُها وشكرُها لا يُنال إلَّا بتوفيقه، ‘আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নে‘মত ও (ইবাদত ও খাবারের) স্বাদ আস্বাদনের নে‘মত সহ প্রত্যেক নে‘মত একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং আপনি তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করবেন যেন তিনি আপনার অন্তরে সেই অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করার এবং এর শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক্ব দান করেন। এসকল নে‘মতরাজি তাঁর একক কর্তৃত্ব থেকেই আসে। ফলে তাঁর তাওফীক্ব ছাড়া এসব নে‘মতের স্মরণ ও শুকরিয়া আদায় করাও সম্ভব হয় না’।[১২] অর্থাৎ তাওফীক্বের মাধ্যমে আল্লাহ বাহ্যিক কোন নে‘মত প্রদান করেন যেমন আমাদের অনুগ্রহ করেন, তেমনি তাঁর প্রিয় বান্দাকে সেই নে‘মতের শুকরিয়া আদায়েরও তাওফীক্ব দান করেন। সুতরাং আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিক্‌র ও শুকরিয়া আদায়ের যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, সেটা তাওফীক্বেরও অন্তর্ভুক্ত। আর এই তাওফীক্ব আসে একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

তাওফীক্বের প্রকারভেদ :

তাওফীক্ব মূলত দুই ধরনের যথা- সাধারণ তাওফীক্ব ও বিশেষ ধরনের তাওফীক্ব।

(১) সাধারণ তাওফীক্ব :

সাধারণ তাওফীক্ব হচ্ছে যেটা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের সবাইকে দিয়ে থাকেন। যেমন নিঃশ্বাস নেওয়ার তাওফীক্ব, সুস্থ থাকার তাওফীক্ব, বেঁচে থাকার তাওফীক্ব। মুসলিম ও কাফেরসহ আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি এই তাওফীক্ব লাভের মাধ্যমে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে। আল্লাহ্‌র তাওফীক্ব না হ’লে কেউ দুনিয়াতে সুস্থ ও নিরাপদে বসবাস করতে পারত না, নির্বিঘ্নে নিঃশ্বাস নিতে পারত না, হাঁটা-চলা করতে পারত না, নিজেদের আহার্য জোগাড় করতে পারত না। মূলতঃ এই তাওফীক্ব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হিসাবে সবাই পেয়ে থাকে।

(২) বিশেষ ধরনের তাওফীক্ব :

এই তাওফীক্ব শুধু আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ নে‘মত হিসাবে পেয়ে থাকেন। যেমন- হেদায়াত লাভ করার তাওফীক্ব, ঈমান আনা, আল্লাহভীরুতা ও নেক আমল করার তাওফীক্ব, হালাল রূযী ও বরকত লাভ করার তাওফীক্ব ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، ‘আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত হয়’ *(কাহফ ১৮/১৭)*। অত্র আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেন, مَنْ يُوَفِّقُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِسُلُوكِ سَبِيلِ الْهُدَى بِاسْتِعْمَالِ عَقْلِهِ وَحَوَاسِّهِ، بِمُقْتَضَى سُنَّةِ الْفِطْرَةِ وَإِرْشَادِ الدِّين، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، ‘মহান আল্লাহ যাকে দ্বীনের সঠিক দিকনির্দেশনা ও ফিৎরাতের স্বভাব অনুযায়ী ইন্দ্রীয়লব্ধ ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে সঠিক পথে চলার তাওফীক্ব দান করেন, সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত’।[১৩] যুহায়লী (রহঃ) বলেন, من يهد الله بالتوفيق، فهو المهتدي ‘আল্লাহ যাকে তাওফীক্বের মাধ্যমে হেদায়াত দান করেন, সে-ই সুপথপ্রাপ্ত’।[১৪] ফলে যারা হেদায়াতের পথে পরিচালিত হয় না, তারা তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত। তাওফীক্ব লাভ না করার কারণেই মূলতঃ তারা বিপথগামী হয়।[১৫] মোটকথা মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঈমান, আমল ও তাক্বওয়াসহ কোন নেক আমল বা ইবাদত করার যে সামর্থ্য ও সক্ষমতা লাভ করেন, সেটাই বিশেষ ধরনের তাওফীক্ব। এমনকি কোন বান্দা যখন সৎ আমলের নিয়ত করতে পারে, সেটাও তাওফীক্ব লাভ করার করণেই হয়। যেমন পুণ্যবান সালাফদের যখন কোন নেক আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা

১০. তাফসীরে ত্বাবারী (জামে‘উল বায়ান) ২১/২৯৫।
১১. কাহত্বানী, আল-হুদা আন-নববী, পৃ. ৩২।
১২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/২৯৬।
১৩. মুহাম্মাদ রাশীদ যিয়া, তাফসীরুল মানার ৯/৩৪৯।
১৪. আত-তাফসীরুল মুনীর ১৫/২১২।
১৫. ইবনে আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ৯/১৮০।

হ'ত। তখন তারা বলতেন, 'আল্লাহ আমাকে এই আমলে নিয়ত করার তাওফীক্ব দিলে আমি তা করব'।[১৬]

এই ধরনের তাওফীক্বপ্রাপ্ত বান্দার বৈশিষ্ট্য হ'ল তাকে যদি দুনিয়াবী পদ-মর্যাদা প্রদান করা হয়, তবে তিনি সেই পদ-মর্যাদাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজে, দ্বীনের সহযোগিতায় এবং মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণে ব্যবহার করেন। তাকে যদি অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়, তিনি সেই সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্র অনুগত্যে ব্যয় করেন। মূলত মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। তাওফীক্বপ্রাপ্ত বান্দা সেই পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সবকিছুর জন্য সে শুকরিয়া আদায় করে। অপরদিকে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ হ'ল, আল্লাহ্র নে'মতপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার অবাধ্যতা করা এবং তার সাথে কুফরী করা।[১৭]

তাওফীক্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

(১) প্রত্যেক বান্দা আল্লাহ্র তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী :

পৃথিবীর সকল মানুষ তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে পারা তাওফীক্বপ্রাপ্ত হওয়ার নমুনা। কেননা আল্লাহ্র তাওফীক্ব অর্জন ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারে না এবং ছিরাতে মুস্তাক্বীমে চলতে পারে না। জনৈক সালাফকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, ما الشيء الذي لا يستغني عنه المرء في كل حال؟ 'মানুষ সর্বদা কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী থাকে? জবাবে তিনি বলেন, মানুষ সর্বদা তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী থাকে'।[১৮] আমীন আব্দুল্লাহ শাক্বাভী বলেন, إِنّ توفيق الله عز وجل لا غنى للعبد عنه، لا في الدنيا ولا في الاخرة، فمن وفقه الله فقد أفلح وفاز، وأعلى مراتب توفيق الله لعبده: أن يحبِّب إليه الإيمان والطاعة، ويُكرِّه إليه الكفر والمعصية، وهي المرتبة التي نالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 'দুনিয়াতে ও আখেরাতে বান্দা সর্বদা আল্লাহ্র তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন, সে সফল ও কৃতকার্য হয়। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক্ব লাভের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্য বান্দার কাছে প্রিয়তর হওয়া এবং কুফরী ও পাপাচার ঘৃণার্হ হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এই স্তরের তাওফীক্ব লাভে ধন্য হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، 'আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন। যদি তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তাহ'লে তোমরাই কষ্টে পতিত হবে। বরং আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। বস্তুতঃ এরাই হ'ল সুপথ প্রাপ্ত' *(হুজুরাত ৪৯/৭)*।[১৯]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের সম্বোধন করে বলেছেন, لَوْلَا تَوْفِيقُهُ لَكُمْ لَمَا أَذْعَنَتْ نُفُوسُكُمْ لِلْإِيمَانِ، 'আল্লাহ্র তাওফীক্ব যদি না হ'ত, তবে তোমাদের অন্তরগুলো ঈমানের জন্য বিগলিত হ'ত না'।[২০] মূলতঃ তাওফীক্ব ছাড়া মুমিন বান্দা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নে'মত লাভ করতে পারে না। আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর নেম'তের শুকরিয়া আদায়ের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া, সবকিছু তাওফীক্ব লাভের কারণেই হয়ে থাকে। সুতরাং তাওফীক্ব অর্জন করার জন্য প্রত্যেক বান্দাকে আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া উচিত।[২১]

(২) তাওফীক্ব প্রাপ্ত বান্দা আমৃত্যু নেক আমল করার সুযোগ পায় :

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নেক আমলে ব্যস্ত থাকতে পারা সৌভাগ্যের আলামত। কেননা বান্দার জীবনের শেষ আমলের মাধ্যমে তাকে সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের আমল যদি ভালো হয়, তবে সে আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দা হিসাবে বিবেচিত হন, আর যদি সারা জীবন ভালো আমল করেও শেষ আমল খারাপ হয়ে যায়, তবে তিনি আল্লাহ্র কাছে খারাপ বান্দা হিসাবে বিবেচিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، 'কোন বান্দা জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতী। আবার কেউ জান্নাতীদের মত আমল করে, অথচ সে জাহান্নামী। কেননা সর্বশেষ আমলের ভিত্তিতেই মানুষের ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয়'।[২২] ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এখন হয়ত আমরা ভালো আমলের মাধ্যমে সময় পার করছি। কিন্তু এমনও হ'তে পারে- মৃত্যুর আগে আগে আমরা এই নেক আমলের ধারা অব্যাহত রাখতে অক্ষম হয়ে যেতে পারি। সুতরাং নিজের ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন সুযোগ নেই। সেজন্য নেক আমল

১৬. *আবু হামিদ গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৩৭৪।*
১৭. *আমীন ইবনে আব্দুল্লাহ আশ-শাক্বাভী, মাওসূআতুত দুরার আল-মুনতাক্বাত ১/৩১।*
১৮. *রাগেব ইস্ফাহানী, মুহাযারাতুল উদাবা ১/৫৩১।*
১৯. *শাক্বাভী, মাওসূআতুত দুরার আল-মুনতাক্বাত ১/২৯।*
২০. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৪১৬।*
২১. *মুহাম্মাদ ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মাওসূ'আতু ফিক্বহিল কুলূব ২/১২১৩।*
২২. *বুখারী ৬৬০৭; মুসলিম ১১২; মিশকাত হা/৮৩।*

করার পাশাপাশি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাওফীক্ব লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে দিয়ে ভালো কাজ করিয়ে নেন'। তাকে প্রশ্ন করা হ'লা? كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে তার দ্বারা ভালো কাজ করিয়ে নেন? তিনি বললেন, يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، 'মৃত্যুর আগে তাকে ভালো কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন'।[২৩]

অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إذا أحبَّ اللهُ عَبدًا عسَّلَه، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে (মানুষের মাঝে) প্রশংসিত করেন'। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন, يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا عسَّلَه؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে তাকে প্রশংসিত করেন?' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يُوَفِّقُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيرَانُهُ أَوْ مَنْ حَوْلَهُ، 'মৃত্যুর আগে তাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দান করেন, ফলে (তার মৃত্যুর সময়) তার প্রতিবেশী ও আশ-পাশের লোকজন সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে'।[২৪] ইমাম মুনযিরী (রহঃ) বলেন, وَفقه الله لعمل صَالح يتحفه بِهِ كَمَا يتحف الرجل أَخَاهُ إِذا أطْعمهُ الْعَسَل، 'মানুষ যেমন তার ভাইকে আপ্যায়ন করার পর মধু খাওয়ায়, তেমনি আল্লাহ তাঁর বান্দাকে (মৃত্যুর আগে) নেক আমলের তাওফীক্ব দান করেন'।[২৫]

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষের উদাহরণ রয়েছে, যারা জীবনভর খারাপ আমল করে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে পরিবর্তন হয়ে যায়। তার আমল-আখলাকে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। আল্লাহ্র ইবাদত ও মানুষের সাথে মু'আমালাতের ব্যাপারে সে তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে নেয়। আগে যারা তাকে ঘৃণা করত, মৃত্যুর আগে তাদের মন থেকে ঘৃণা উবে যায়, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের অন্তরে সুধারণা ও ভালোবাসা পয়দা হয়। আর সেও দেহ-মনকে পুরোদমে আল্লাহ্র অভিমুখী করে দেয় এবং সেই মহাক্ষণের মধ্যেই সে পরপারে পাড়ি জমায়। যার ব্যাপারে এমন অবস্থা ঘটে তিনি মূলতঃ তাওফীক্বপ্রাপ্ত বান্দা। আর তিনি কতই না সৌভাগ্যবান!

আবার এমন অনেক মানুষের নযীর পাওয়া যায়, যাদের প্রথমিক জীবন খুবই গোছালো, পরিপাটি এবং নেক আমলে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তার জীবনের শেষ সময়গুলোতে ইবাদতে ভাটা পড়ে। আগে যে উদ্যমে নেক আমল করত, সেই উদ্যমে আর ইবাদত করতে পারে না। মানুষের সাথে তার দূরত্ব তৈরী হয়। মুমিন বান্দাদের থেকে আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। যারা আগে মন থেকে ভালোবাসত, তাদের ভালোবাসাতেও বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি আগের মত প্রতিবেশী ও আশপাশের মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা লাভে ব্যর্থ হন। আর এই অবস্থা চলতে চলতে তার জীবনের অবসান ঘটে। জীবনের শেষ বেলায় এমন অবস্থা তৈরী হয় সেই সব লোকের ক্ষেত্রে, যারা আল্লাহ্র তাওফীক্ব লাভে ব্যর্থ হয়েছে এবং যাদেরকে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

(৩) নবী-রাসূলগণ তাওফীক্ব লাভের দো'আ করেছেন :

তাওফীক্ব এত অপরিহার্য ব্যাপার যে, নবী-রাসূলগণ এটার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতেন। দুনিয়াবী যিন্দেগী ও পরকালীন জীবনের জন্য প্রত্যেক বান্দা এলাহী তাওফীক্বের মুখাপেক্ষী। যখন শু'আইব (আঃ)-এর কওম তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার উপর বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، 'আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ-এর অর্থ হচ্ছে, ما صرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه، 'আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া আমি তাওফীক্বপ্রাপ্ত হেদায়াতপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শক নবী হ'তে পারি না'।[২৬] জামালুদ্দীন ক্বাসেমী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- وما كوني موفقا للإصلاح إلا بمعونة الله وتأييده، 'আর আমি আল্লাহ্র সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া (সমাজ) সংস্কারের তাওফীক্ব লাভ করতে পারি না'।[২৭] অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ নিজ প্রচেষ্টায় হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না এবং সংস্কারের কাজ করতে পারে না; যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের তাওফীক্ব দান করেন।[২৮]

মহান আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-কে যে রাজত্ব দান করেছিলেন, পৃথিবীর আর কেউ সেটা লাভ করতে পারেনি এবং পারবেও না। মানুষ তো বটেই, জিনদের উপরেও তিনি ক্ষমতাবান ছিলেন। বাতাস তার হুকুম মেনে চলত। তিনি পশু-পাখি ও পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন। এই ক্ষমতাধর পয়গাম্বরও আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া ও নেক আমল করার তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহ্র কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করতেন। মহান আল্লাহ সেই দো'আটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ

২৩. *তিরমিযী হা/২১৪২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৫৭; মিশকাত হা/৫২৮৮, সনদ ছহীহ।*
২৪. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১২৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৫৮, সনদ ছহীহ।*
২৫. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১২৬।*
২৬. *শাওকানী, তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ২/৫৮৯।*
২৭. *তাফসীরে ক্বাসেমী (মাহাসিনুত তা'বীল) ৬/১২৬।*
২৮. *তাফসীরে ত্বাবারী (জামে'উল বায়ান) ১৫/৪৫৪।*

করেছেন, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(নামল ২৭/১৯)*। আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা‘দী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াতে ‘আমাকে সামর্থ্য দাও’ (أَوْزِعْنِي)-এর অর্থ হচ্ছে, ألهمني ووفقني ‘আমার অন্তরে এলহাম কর এবং আমাকে তাওফীক্ব দান কর’। এই দো‘আর মাধ্যমে সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করেছেন, যেন তিনি দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে তার উপর এবং তার পিতা-মাতার উপর আল্লাহ প্রদত্ত সকল নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারেন এবং আল্লাহ্র তাওফীক্বপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক নেক আমলসমূহ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করতে পারেন’।[২৯]

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিয়মিত আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করতেন।[৩০] তিনি আমাদেরকে প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে নে‘মতের শুকরিয়া এবং সুন্দরভাবে নেক আমল করার তাওফীক্ব চেয়ে আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করার অছিয়ত করেছেন। তিনি মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে বলেন, ‘হে মু‘আয! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে ভালবাসি। কথাটি তিনি দুই বার বললেন। তারপর বললেন, ‘হে মু‘আয! আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, অবশ্যই তুমি প্রত্যেক ছালাতের পরে এই দো‘আটি পাঠ করা ছাড়বে না, اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্র করার, শুকরিয়া আদায়ের এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য কর’।[৩১] এই দো‘আতে আল্লাহ্র আনুগত্যের তাওফীক্ব কামনা করা হয়েছে এবং মু‘আয (রাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের সবাইকে ফরয ছালাতের পরে এই দো‘আটি পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে যতগুলো দো‘আ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোতেই আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করা হয়। কেননা তাওফীক্ব হচ্ছে আল্লাহ্র গায়েবী সাহায্য, যেটা ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারবে না। মুমিন বান্দা হেদায়াতের উপরে অবিচল থাকতে পারবে না, ইবাদত-বন্দেগী করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে না, পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না, শয়তানের উপর বিজয়ী হ’তে পারবে না। সেজন্য আমরা নিজের বা অপরের জন্য দো‘আ করার সময় বলে থাকি, ‘আল্লাহ আমাকে এটা করার তাওফীক্ব দিন’, ‘আল্লাহ আপনাকে সেটা করার তাওফীক্ব দান করুন’ ইত্যাদি।

(৪) তাওফীক্ব বান্দার প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত : আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, সে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়লে তাকে তওবা করার এবং ক্ষমা প্রার্থনার তাওফীক্ব দান করেন। আর আল্লাহ যাকে পসন্দ করেন না, তার অন্তরে অনুশোচনার অনুভূতি সৃষ্টি করেন না। তখন সে পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং পাপাচারে অটল থাকে। ফলে তওবা-ইস্তিগফারের তাওফীক্ব থেকে সে বঞ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً، ‘তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি’ *(দাহ্র ৭৬/৩১)*। মুফাসসিরগণ বলেন, يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ أي بأن يوفّقه للتوبة فيتوب فيدخل الجنة، ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে প্রবেশ করান’ এর অর্থ হচ্ছে, তাকে তওবা করার তাওফীক্ব দান করেন। অতঃপর তার তওবা কবুল করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান’।[৩২]

অনুরূপভাবে আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কিছু দান করতে চান, তখন সেটার জন্য তাকে দো‘আ করার অনুভূতি দান করেন। ফলে সে আল্লাহ্র কাছে দো‘আ করে, আর আল্লাহ তার দো‘আ কবুল করে তাকে সেটা দান করেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, إِنِّي لَا أَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ، وَلَكِنْ أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَاءِ، فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ عَلِمْتُ أَنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، ‘আমি দো‘আ কবুল হওয়ার চিন্তা করি না; বরং আমি দো‘আ করতে পারব কি-না সেই চিন্তা করি। কেননা যখন আমাকে দো‘আ করার অনুভূতি দান করা হয়, তখন আমি বুঝে নেই- আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করার জন্যই আমাকে দো‘আ করার অনুভূতি দেওয়া হয়েছে’।[৩৩] ওমর (রাঃ) আরো বলেন, توفيق قليل خير من مال كثير، ‘সামান্য তাওফীক্ব অঢেল সম্পদের চেয়ে কল্যাণকর’।[৩৪]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فإذا كان كل خيرٍ فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء والافتقارُ وصدقُ اللَّجأ والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاحَ فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن

২৯. *আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা‘দী, তাফসীরে সা‘দী (তাফসীরুল কারীমির রহমান), পৃ. ৬০৩।*
৩০. *আবুদাঊদ হা/৫০৯০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭০১; মিশকাত হা/২৪৪৭, সনদ হাসান।*
৩১. *আবুদাঊদ হা/১৫২২; নাসাঈ হা/১৩০৩; মিশকাত হা/৯৪৯, সনদ ছহীহ।*
৩২. *আবূ জা‘ফর আন-নাহ্হাস, ই‘রাবুল কুরআন ৫/৭০।*
৩৩. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৮/১৯৩; ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ২/২২৯।*
৩৪. *রাগেব ইস্ফাহানী, মুহাযারাতুল উদাবা, ১/৫৩১।*

المفتاح بقي باب الخير مُرْتَجًا دونه، 'প্রত্যেক কল্যাণের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তাওফীক্ব, যা কেবল আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে, কোন বান্দার হাতে নয়। আর এই কল্যাণের চাবিকাঠি হচ্ছে, দো'আ, আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হওয়া, একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর অভিমুখী হওয়া এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। আল্লাহ যখন বান্দার জন্য কল্যাণের দুয়ার খুলতে চান, তখন তাকে এই চাবি দিয়ে দেন। আর যখন তাকে কল্যাণের চাবি থেকে বঞ্চিত করেন, তখন তার জন্য কল্যাণের দরজা দিয়ে বের হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে যায়'।[৩৫] তিনি আরো বলেন, أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ وَفَضْلِهِ وَمَنِّهِ، وَصَدَقَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، إِنْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا وَوَفَّقَهُ لَهَا، وَخَلَقَ فِيهِ إِرَادَتَهَا وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهَا، وَحَبَّبَهَا إِلَيْهِ، وَزَيَّنَهَا فِي قَلْبِهِ وَكَرَّهَ إِلَيْهِ أَضْدَادَهَا، 'নেক আমল সমূহ বান্দার প্রতি আল্লাহ্র তাওফীক্ব, অনুগ্রহ, দয়া ও অনুকম্পার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যখন বান্দাকে সৎকাজের ব্যাপারে সাহায্য করতে চান, তখন তাকে সেই আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। সেই কাজের ব্যাপারে তার ইচ্ছা জাগিয়ে দেন এবং শারীরিক সামর্থ্য দান করেন। ঐ আমলকে তার কাছে প্রিয় ও তার অন্তরে সুশোভিত করে তোলেন। আর সেই আমলের বৈপরীত্বকে তার কাছে অপসন্দনীয় করে দেন'।[৩৬]

(৫) তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হয় :

তাওফীক্ব দানের মাধ্যমে আল্লাহ যেমন তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন, ঠিক তেমনি তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি প্রদান করেন। বান্দাকে যখন তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন সে খুব সহজেই পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় প্রভাবিত হয়ে যায়। ফলে সেই পাপের প্রভাবে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। পার্থিব জীবনে ও আখেরাতে সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। মূলতঃ বান্দা যখন আল্লাহ্র রেযামন্দির সীমানা থেকে ছিটকে পড়ে, তখন সে নেক আমলের তাওফীক্ব থেকে ঝরে পড়ে, অথচ নেক আমল করার জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، 'যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে? আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল' *(মুলক ৬৭/২)*। ফক্বীহগণ বলেন, السعيد فيها هو الموفق للطاعة والاستجابة، والشقي فيها الذي حرم التوفيق، 'সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্র আনুগত্য ও দো'আ কবুলের তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে। আর দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যাকে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[৩৭] আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানী (রহঃ) বলেন, من حرم التوفيق فأهمل نفسه ودسَّاها فقد خاب وخسر، 'যাকে তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অতঃপর সে তার আত্মাকে লাগামহীন ও কলুষিত করে রেখেছে। ফলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'। যেমন আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'সফল হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে পরিশুদ্ধ করে এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি, যে তার নফসকে কলুষিত করে' *(লায়ল ৯১/৯-১০)*।[৩৮]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, والله تعالى يعاقب الكذابَ بأن يُقعِده ويُثبِّطه عن مصالحه ومنافعه، ويُثيب الصادقَ بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ 'মহান আল্লাহ মিথ্যাবদীদেরকে কল্যাণকর ও উপকারী কাজ থেকে বিরত রেখে তাদের শাস্তি দেন। আর সত্যাশ্রয়ী বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর কাজ করার তাওফীক্ব দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন'।[৩৯]

সম্মানিত পাঠক! আমাদের জীবন চলার পথে প্রতি পদে তাওফীক্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পার্থিব কল্যাণ হাছিলে এবং পরকালীন জীবনে সফল হ'তে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাওফীক্ব নামক গায়েবী সাহায্যের প্রয়োজন। তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত হ'লে আমাদের জীবন ভুল-ত্রুটিতে সয়লাব হয়ে যাবে। ফলে আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হব। মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়া'কূব বলেন, اعلم أخي التائب! أنّ العبد إذا حرم التوفيق يجد في كل خطوة عثرة، 'হে তওবাকারী ভাই! জেনে রেখ! বান্দাকে যখন তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন তার পায়ে পায়ে ভুল-ত্রুটি দেখা দেয়'।[৪০] অতএব মহান আল্লাহ আমাদেরকে সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩৫. আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৪১।
৩৬. মাদারিজুস সালিকীন ১/১১৫।
৩৭. ফাতাওয়া আশ-শাবাকাতুল ইসলামিইয়াহ ১/৪৪১।
৩৮. রাগেব ইস্ফাহানী, আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ, পৃ. ৮২।
৩৯. আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৯৮।
৪০. মুহাম্মাদ হুসাইন ইয়াকূব, কাইফা আতূবু, পৃ. ৬৯।

আল-আমীন ফার্মেসী

খামার রোড, মুসলিম পাড়া, রংপুর

হাকীম মুছতফা সরকার

এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রোগী দেখার সময়

বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।

মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)

অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

-আত-তাহরীক ডেস্ক

প্রচলন : ঈদায়নের ছালাত ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে চালু হয়। এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে এটি আদায় করেছেন এবং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (ক) তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন। (খ) তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন। পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং চলার পথে অধিকহারে সরবে তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। (গ) মুক্বীম-মুসাফির সবাই ঈদের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। (ঘ) এ দিন সকালে মিসওয়াক সহ ওযূ-গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে উত্তম পোষাকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে তাকবীর দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব। (ঙ) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত পড়বে। (চ) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।

ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত।[১] অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

তাকবীর ধ্বনি : আরাফার দিন ফজর থেকে মিনার শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য সময়ে দুই বা তিনবার করে এবং ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত উচ্চকণ্ঠে ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত।

এটি হ'ল 'ঈদের নিদর্শন' (شعار العيد)। এ সময় আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন'।[২]

ঈদায়নের ছালাত ও অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পাঠের পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[৩] ১ম রাক'আতে 'আঊযুবিল্লাহ'-'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে স্রেফ 'বিসমিল্লাহ' বলবে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে ও বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধবে।[৪] চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৫] তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৬]

ছয় তাকবীরের তাবীল : 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়'।[৭] বলে ১ম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলে 'তাবীল' (تأويل) করা হয়েছে। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর ফরয তাকবীর দু'টি বাদ দিলে অতিরিক্ত (৩+৩) ছয়টি তাকবীর হয়। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছে কোন তাকবীর বাদ দেওয়ার কথা নেই কিংবা ক্বিরাআতের আগে বা পরে বলে কোন বক্তব্য নেই। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ *(বোম্বাই ১৯৭৯, ২/১৭৩)*-তে বর্ণিত 'নয় তাকবীর' থেকে তাকবীরে তাহরীমা এবং ১ম ও ২য় রাক'আতের রুকূর তাকবীর দু'টিসহ মোট তিনটি ফরয তাকবীর বাদ দিলে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হয়। এভাবেই তাবীল করে ছয় তাকবীর করা হয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) কাউকে দেননি।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়।[৮] তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'। অথচ এ বিষয়ে ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে সকলে আমল করলে সুন্নী মুসলমানেরা অন্ততঃ বৎসরে দু'টি ঈদের খুশীর দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছালাত ও ইবাদত করতে পারত।[৯]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[১০] এটি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শন সমূহের

---

১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৮ পৃঃ।
২. দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ২৬-২৮ পৃঃ।
৩. আবূদাঊদ হা/১১৪৯; দারাকুৎনী (বৈরূত : ১৪১৭/১৯৯৬) হা/১৭০৪; বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই 'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর' অধ্যায়, ৫ম সংস্করণ ২০০৯, ৩৩-৪২ পৃঃ।
৪. মির'আত ৫/৫৪ পৃঃ; আল-মুগনী, মাসআলা ১৪১৫, ২/২৮৩ পৃঃ; বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।
৫. মির'আত ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।
৬. মির'আত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা ৫/৫৩ পৃঃ।
৭. আবূদাঊদ হা/১১৫৩।
৮. ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
৯. দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' ২১১-১২ পৃঃ।
১০. কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১০২-১১৩ আয়াত।

অন্যতম। হজ্জ ও ওমরাহ্‌র তালবিয়াহ পাঠ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[১১] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। না জানলে যেকোন সূরা পড়বে। জামা'আতে পড়লে ইমাম সরবে এবং মুক্তাদীগণ নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন। একাকী পড়লে দু'টিই পড়বেন'।

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি করবে। এ সময় কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করা ঠিক নয়। ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরে ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল'।[১২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১৩] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' 'ঈদে মি'রাজুন্নবী' প্রভৃতি নামে নানাবিধ ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রয়োজনে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। খুৎবার মাঝেও ইমামের তাকবীরের সাথে মুছল্লীগণ তাকবীর বলবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল তাকবীর বলবেন ও খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১৪] ছাহেবে মির'আত বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةُ الْمُسْلِمِيْنَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবার বক্তব্য সমূহ এবং ওয়ায-নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৫]

বিবিধ : (১) ঈদায়নের ছালাত ময়দানে হওয়াটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে 'বাত্বহান' (بَطْحَان) প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন এবং একবার মাত্র বৃষ্টির কারণে মসজিদে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (২) জামা'আত ছুটে গেলে একাকী বা জামা'আত সহকারে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। (৩) ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। (৪) জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম হিসাবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি। অবশ্য দু'টিই আদায় করা যে অধিক ছওয়াবের কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৫) চাঁদ ওঠার খবর পরদিন পূর্বাহ্নে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করে ঈদের ময়দানে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করবে। নইলে পরদিন ঈদ পড়বে।

(৬) মক্কার সাথে মিলিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের দাবী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং স্রেফ হঠকারিতা মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযান) মাস পাবে, সে যেন এ মাসের ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ছাড়ো'।[১৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সারা দুনিয়ার মানুষ একই দিনে রামাযান পায় না এবং একই সময়ে চাঁদ দেখতে পায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা মক্কায় যখন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়, ঢাকায় তখন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট রাত হয়। তখন ঢাকার লোকদের কিভাবে বলা যাবে যে, তোমরা চাঁদ না দেখেও ছিয়াম রাখ বা ঈদ করো? ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার ছিয়াম ও ঈদ মক্কার একদিন পরে চাঁদ দেখে হবে'।[১৭] (৭) কুরবানী ও আক্বীক্বা একই দিনে হ'লে এবং দু'টিই করা সাধ্যে না কুলালে আক্বীক্বা অগ্রাধিকার পাবে। কেননা সাত দিনে আক্বীক্বা করাই ছহীহ হাদীছ সম্মত।[১৮] (৮) দুই ঈদের দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১৯] আর আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ খানা-পিনার দিন।[২০]

(৯) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন *'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা'* (আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[২১] অতএব পরস্পরে 'ঈদ মুবারক' বললেও উক্ত দো'আটি পাঠ করা সুন্নাত। এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[২২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ ও মেলামেশা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

---

১১. *বুখারী হা/১।*
১২. *মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩২ পৃঃ।*
১৩. *আবূদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১৪. *বুখারী হা/৯৮০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৫. *মির'আত ৫/৩১।*
১৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৭০।*
১৭. *ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২০৫-০৬ পৃঃ।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/২৮৩৭; মিশকাত হা/৪১৫৩।*
১৯. *বুখারী হা/১৯৯১; মুসলিম হা/১১৩৮; মিশকাত হা/২০৪৮।*
২০. *মুসলিম হা/১১৪১; মিশকাত হা/২০৫০।*
২১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪২।*
২২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১।*

আছহাবে কাহফের ঘটনায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

-ইঞ্জিনিয়ার আসিফুল ইসলাম চৌধুরী

আল-কুরআনে বিগত জাতির বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা হ'তে আমরা বিবিধ শিক্ষা গ্রহণ করি এবং যেসকল কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং তাদের আযাব দেওয়া হয়েছিল তা থেকে আমরা সতর্ক হ'তে পারি। আল্লাহ তা'আলা এই সকল ঘটনার মধ্যে এই দুনিয়া পরিচালনার বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে রেখেছেন, যার মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার রহস্য সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা দ্বারা নানা উপকার লাভ করতে পারি। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহফে গুহাবাসীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা আছহাবে কাহফ নামে পরিচিত। এই ঘটনায় আমাদের জন্য বিশেষ করে যুবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা রয়েছে, যা আমরা বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে জানতে পারি। উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রদান করেছেন যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য এবং পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রবন্ধে সূরা কাহফের ঐ সকল আয়াত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، 'যখন কয়েকজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিল। অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে নিজের পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের কার্যাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে দাও' *(কাহফ ১৮/১০)*। তিনি আরো বলেন, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، 'অতঃপর আমরা তাদেরকে উক্ত গুহায় বহু বছর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রাখলাম' *(কাহফ ১৮/১১)*।

উল্লেখ্য, গভীর ঘুমের সময় চোখ-কানও ঘুমিয়ে থাকে। কানের তো কথাই নেই। অনেক সময় হাযার ডাকাডাকিতেও ঘুম ভাঙে না, যাকে বলে বেঘোরে ঘুম। তাহ'লে বিজ্ঞানীরা কেন এক কান জেগে থাকার কথা বললেন? এটা এল কোথা থেকে? আসলে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন যে, নতুন বা অপরিচিত জায়গায় সহজে ঘুম আসে না। সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ সময় ডান কান জেগে থাকে। আসুন দেখি, শরীর ও মস্তিষ্কবিষয়ক বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে কি বলেন।

১. অপরিচিত পরিবেশে মস্তিষ্কের বাম পাশের কিছু অংশ জেগে পাহারা দেয়, অন্য পাশ গভীর ঘুমে অচেতন থাকে *(কারেন্ট বায়োলজি ৯ই মে ২০১৮)*। এ থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি, কোথাও বেড়াতে গিয়ে নতুন কোন হোটেলে রাতে ঘুমে কেন কিছুটা অস্বস্তিবোধ হয়।

২. ঘুমের সময় কিছু জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখির মস্তিষ্ক অর্ধেক জেগে থাকে। তিমি প্রভৃতি জলজ স্তন্যপায়ীদের অক্সিজেন গ্রহণের জন্য কিছুক্ষণ পরপর ভেসে উঠতে হয়। তাই তাদের মস্তিষ্কের এক পাশ জেগে থাকে। পুরো মস্তিষ্ক একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে পানির নীচে অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে। গাছের ডালে বসে ঘুমানোর জন্য কোন কোন পাখির ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। তাই ঘুমের মধ্যেও মস্তিষ্কের এক পাশ জেগে থাকে। এই কৌশলকে বলা হয় 'ইউনিহেমিস্ফিয়ারিক স্লিপ'। বিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন, ঘুমের সময় মানুষের মস্তিষ্ক সাধারণত এ ধরনের অসামঞ্জস্য দেখায় না।

৩. বিজ্ঞানীরা স্লিপ ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, গভীর ঘুমের সময় মানুষের মস্তিষ্কের বাম পাশের নার্ভ সেল নেটওয়ার্ক ডান পাশের নেটওয়ার্কের তুলনায় ঘুম পাড়ানোর কাজে কম ভূমিকা রাখে। এতে বোঝা যায়, ঘুমের ব্যাপারে মস্তিষ্কের বাম ও ডান অংশ একই রকম ভূমিকা রাখে না। অবশ্য দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনে পরিবেশ চেনা-জানা হয়ে গেলে ঘুম স্বাভাবিক হয়ে আসে।

৪. নতুন জায়গায় ঘুমের প্রথম রাতে মস্তিষ্কের বাম পাশ সামান্য শব্দেই বেশী প্রতিক্রিয়া দেখায়। বাম পাশে শব্দতরঙ্গ ডান কান দিয়ে ঢোকে। ডান কানের শব্দে সহজে ঘুম ভেঙে যায়। তাই বলা যেতে পারে, নতুন জায়গায় ঘুমানোর সময় ডান কান জেগে থাকে! অবশ্য এই হালকা ঘুমের অবস্থাটা ঘুমের প্রথম প্রহরেই বেশী থাকে। পরের দিকে থাকে কি-না, তা এখনো গবেষণার বিষয়।

৫. এটা অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ নিরাপদ পরিবেশ না থাকলে গভীর ঘুম আসবে কেন? পরিচিত পরিবেশেও কিন্তু সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে যেতে পারে, যদি সেই শব্দ বিপদের সংকেত হয়। যেমন বজ্রপাতের শব্দে অনেক সময় মায়ের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু পাশে ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চার সামান্য কান্নায় ঘুম ভেঙে যায়। *(লেফট ব্রেইন স্ট্যান্ডস গার্ড হোয়াইল অ্যাস্লিপ', লরা স্যান্ডার্স', সায়েন্স নিউজ, ২৮ মে ২০১৬, কিনডল এডিশন)*।

আর গুহা হ'ল এমন একটি স্থান যেখানে যেকোন মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারে। গুহায় পশু-পাখি, সাপের আক্রমণের ভয় রয়েছে। যেহেতু স্থানটি অপরিচিত তাই সেখানে গুহাবাসীদের কান পাহারা দেওয়ার জন্য জেগে থাকবে। হয়তোবা এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা আছহাবে কাহফের কান বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে তারা ঘুমানোর সময় তাদের নিরাপত্তার জন্য, পাহারা দেওয়ার মধ্যে কান জেগে থাকতে না পারে। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ مَنْ

يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا–

‘অতঃপর আমরা তাদেরকে ঘুম থেকে উঠালাম যাতে আমরা জেনে নেই যে, তাদের দু’দলের মধ্যে কোন দল সঠিকভাবে তাদের অবস্থানকালের মেয়াদ নির্ণয় করতে পারে। আমরা তোমার কাছে তাদের সঠিক খবর বর্ণনা করব। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। যারা তাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম। আর আমরা তাদের হৃদয় সমূহের বন্ধন সুদৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা (কওমের পূজার অনুষ্ঠান থেকে) উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর (একে একে একস্থানে জমা হয়ে) বলল, আমাদের প্রভু হ’লেন তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনোই তাঁকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য হিসাবে আহ্বান করব না। যদি তা করি, তবে সেটা হবে একেবারেই অনর্থক কাজ। (তারা আরও বলল,) ওরা আমাদের স্বজাতি। আল্লাহকে ছেড়ে ওরা অন্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাহ’লে কেন তারা তাদের এসব উপাস্য বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? আর তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ করে? (অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি ইলহাম করেন,) যখন তোমরা পৃথক হ’লে স্বজাতি থেকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা উপাসনা করে তাদের থেকে, তখন তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর গিরিগুহায়, যেখানে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তার অনুগ্রহ প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। আর তুমি সূর্যকে দেখবে যখন তা উদিত হয়, তখন তাদের গুহার ডান দিকে হেলে অতিক্রম করে এবং যখন তা অস্ত যায়, তখন বাম পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে, এমতাবস্থায় তারা ভিতরের প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করে। এটা আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন, সেই-ই সুপথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কোন সুপথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না’ *(কাহফ ১৮/১২-১৭)*।

সূর্য যখন উদিত হয় তখন সূর্যালোক ভূমির সমান্তরালে থাকে এবং তখন সূর্যালোক গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সূর্য যত উপরে উঠতে থাকে সূর্যালোক তত গুহা হ’তে বের হয়ে আসতে থাকে। অর্থাৎ সূর্যালোক গুহাবাসীর ডানদিকে হেলে পড়ে। আবার যখন সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে তখন তাদেরকে বামদিকে রেখে অস্ত যায়। এক্ষণে আমরা সূর্যালোকের উপকারিতা সম্পর্কে জানব।

যখন কোন স্থানে সূর্যালোক অনুপস্থিত থাকে তখন ঐ স্থানে ছত্রাক জন্মানোর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পায়। আর গুহার ভিতরে সাধারণত আর্দ্রতা বেশী থাকে। ফলে এর অভ্যন্তরে স্যাঁতসেঁতে অবস্থা তৈরি হয়। এই ধরনের পরিবেশে ছত্রাক খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

সূর্যালোক প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল স্বাভাবিক রাখে। ফলে অভ্যন্তরীণ বায়ুর গুণমান উন্নত করতে পারে। যখন সূর্যালোক একটি ঘরে প্রবেশ করে, তখন সেখানে আর্দ্রতা কমাতে, ছত্রাক বৃদ্ধি রোধ করতে এবং বায়ু সঞ্চালন বাড়িয়ে বাতাসকে তাজা করতে সাহায্য করে। উপরন্তু সূর্যালোকের দুর্গন্ধ এবং বায়ুবাহিত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার একটি প্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে, যা আরও সতেজ পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখে।

সূর্যালোক মানবদেহের বিবিধ উপকার সাধন করে। সূর্যালোকের রক্তচাপের উপর প্রভাবসহ মানবদেহে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যেমন-

ভিটামিন-ডি সংশ্লেষণ : সূর্যের আলো ভিটামিন-ডি এর একটি প্রাকৃতিক উৎস এবং সূর্যালোকের এক্সপোজার ত্বককে এই প্রয়োজনীয় ভিটামিন তৈরি করতে সাহায্য করে। কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য সহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ভিটামিন-ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন-ডি এর পর্যাপ্ত মাত্রা নিম্ন রক্তচাপের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন : সূর্যালোকের এক্সপোজার ত্বকে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপাদন শুরু করে। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তনালীগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করে, যা রক্তচাপ কমাতে অবদান রাখতে পারে।

সার্কাডিয়ান রিদম রেগুলেশন : প্রাকৃতিক সূর্যালোকের এক্সপোজার শরীরের সার্কেডিয়ান রিদমকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, যা অভ্যন্তরীণ ঘড়ি, যা ঘুম-জাগরণ চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি ভাল-নিয়ন্ত্রিত সার্কাডিয়ান ছন্দ উন্নত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

স্ট্রেস হ্রাস : সূর্যালোকের এক্সপোজার সেরোটোনিন নামক এনজাইম উৎপাদন বাড়িয়ে মেজায-বুস্টিং প্রভাব দেখায়, সুস্থতার অনুভূতির সাথে যুক্ত একটি নিউরোট্রান্সমিটার। নিম্নচাপের মাত্রা পরোক্ষভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখতে পারে। এছাড়া এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে সূর্যালোকের অত্যধিক এক্সপোজার, বিশেষত যথাযথ সুরক্ষা ছাড়াই, ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে যেমন রোদে পোড়া এবং ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। সূর্যালোকের সুবিধা উপভোগ করার সময় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সূর্য সুরক্ষা অনুশীলন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ গুহার মধ্যে যদি সূর্যালোক প্রবেশ না করতো তবে গুহাবাসীদের নিকট গুহার বায়ু দূষিত হয়ে যেত, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরী হ’ত। ফলে ছত্রাক জন্মাতো যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হ’ত। এছাড়া গুহার মধ্যে সূর্যালোককে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয়েছে যাতে প্রখর রৌদ্রতাপ গুহাবাসীর শরীরের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এখানে আমাদের নিকট শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আমাদের ঘরগুলোতে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে নয়তো বদ্ধ ঘরে দুর্গন্ধ তৈরী হবে, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরী হবে এবং ছত্রাক জন্মাবে যা আমাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহ বলেন, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ‘তুমি তাদের মনে করবে জাগ্রত। অথচ তারা নিদ্রিত। আর আমরা

তাদেরকে ডাইনে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম। এমতাবস্থায় তাদের কুকুরটি সম্মুখের দু'পা প্রসারিত করে (মাথা উঁচু করে) গুহা মুখে উপবিষ্ট থাকত। যদি তুমি উঁকি মেরে তাদেরকে দেখতে, তাহ'লে তুমি পিছন ফিরে পালাতে ও তাদের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়তে' *(কাহফ ১৮/১৮)*।

ঘুমের মধ্যে ডান এবং বাম কাঁধের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অবস্থান পরিবর্তন করা বিভিন্ন কারণে উপকারী হ'তে পারে:

প্রেসার ডিস্ট্রিবিউশন : পার্শ্ব বদলানো চাপ বিতরণে সাহায্য করে এবং এক কাঁধ বা জয়েন্টে দীর্ঘস্থায়ী চাপ প্রতিরোধ করে। এটি শরীরের নির্দিষ্ট অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই ঘুম থেকে উঠার পর আমাদের শরীরের একটা অংশে ব্যথা করছে। এর কারণ হ'ল সারারাত এক অবস্থানে ঘুমানোর কারণে সম্পূর্ণ শরীরের চাপ ঐ অংশের উপর গিয়ে পড়েছে। তাই এরূপ ব্যথা অনুভূত হচ্ছে।

রক্ত সঞ্চালন : অবস্থান পরিবর্তন স্বাস্থ্যকর রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখে। এটি রক্তকে আরও অবাধে প্রবাহিত করার সুযোগ তৈরি করে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে কঠোরতা এবং অসারতা প্রতিরোধ করে। পার্শ্ব পরিবর্তনের ফলে শরীরে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বজায় থাকে এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে।

শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্য : নাক ডাকার প্রবণতা বা স্লিপ অ্যাপনিয়ায় (এটি এক ধরনের রোগ যার লক্ষণ হ'ল: জোরে নাক ডাকা, হঠাৎ জেগে ওঠার সাথে দম বন্ধ হওয়া বা হাঁপাতে থাকা এবং দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম হওয়া) ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য অবস্থান পরিবর্তন করা শ্বাসনালীর উন্মুক্ততাকে প্রভাবিত করে। পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমানো, নাক ডাকা কমাতে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস উন্নত করতে সাহায্য করে।

মেরুদণ্ডের প্রান্তিককরণ : মেরুদণ্ডের অবস্থান যথাযথ রাখতে ঘুমানোর সময় পার্শ্ব পরিবর্তন যরূরী।

হজমের প্রশান্তি : অবস্থান পরিবর্তন হজমের প্রশান্তিতে সাহায্য করে, বিশেষত যারা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সাথে কাজ করে তাদের জন্য। কিছু লোক তাদের বাম দিকে ঘুমিয়ে স্বস্তি খুঁজে পায়, যা পেটের অ্যাসিডকে খাদ্যনালীতে প্রবাহিত হ'তে বাধা দিতে সাহায্য করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা ঘুমের মধ্যে গুহাবাসীর পার্শ্ব পরিবর্তন বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিলেন এর মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা রয়েছে, যা আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাহায্য করবে।

আল্লাহ বলেন, وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، 'আর আমরা তাদেরকে এমনভাবে (সুস্থহালে) জাগ্রত করালাম (যেভাবে তাদেরকে ঘুমিয়ে দিয়েছিলাম), যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যেমন) তাদের একজন বলল, কতদিন এভাবে ছিলে? তারা বলল, একদিন বা তার কিছু অংশ। আরেকজন বলল, তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন কতকাল তোমরা এভাবে ছিলে। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর যেন সে দেখে কোন খাদ্য উত্তম। অতঃপর তা থেকে যেন তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে আসে। আর সে যেন নম্রতার সাথে কাজ করে এবং তোমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু বুঝতে না দেয়' *(কাহফ ১৮/১৯)*।

গুহাবাসীদের একজন ভেজালমুক্ত খাবার নিয়ে আসার জন্য অন্যজনকে পরামর্শ দিল। যেহেতু গুহাবাসীরা অনেক বছর অভুক্ত ছিল তাই তাদের দেহের কিডনি, লিভার, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃদান্ত্র ইত্যাদি তাদের নিজস্ব কর্ম করতে পারেনি। খালি পেটে ভেজাল খাদ্য খাওয়া বিভিন্ন কারণে আদর্শ নয়। প্রথমত, ভেজাল খাদ্যে প্রায়শই উচ্চ পরিমাণে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেটের কারণে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি করে। এর ফলে একটি স্বল্পস্থায়ী শক্তি বৃদ্ধি হ'তে পারে এবং তারপরে ক্র্যাশ হ'তে পারে, যার ফলে একজন মানুষ ক্লান্তি বোধ করতে পারে। তাছাড়া ভেজাল খাদ্যে সাধারণত প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ কম থাকে এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি ও শর্করা বেশী থাকে। খালি পেটে এই জাতীয় খাবার খাওয়া পুষ্টির ঘাটতিতে অবদান রাখতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে ওযন বৃদ্ধি পেতে পারে।

অন্যদিকে খালি পেটে তাজা খাবার খেলে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে। তাজা খাবার, যেমন ফল এবং সবজি, ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। খালি পেটে এগুলি খাওয়া আপনার শরীরকে এই পুষ্টিগুলি আরও দক্ষতার সাথে শোষণ করতে দেয়। প্রক্রিয়াজাত বা ভারী খাবারের তুলনায় তাজা খাবারগুলিও প্রায়শই হজম করা সহজ হয়। খালি পেটে এগুলি খাওয়া ভাল হজমকে উন্নীত করতে পারে এবং ফোলাভাব বা অস্বস্তির অনুভূতি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

উপরন্তু, তাজা স্বাস্থ্যকর খাবার দিয়ে একজন মানুষ দিন শুরু করলে তা শক্তির একটি স্বাস্থ্যকর উৎস প্রদান করে এবং সামগ্রিক খাদ্যের জন্য একটি ইতিবাচক টোন সেট করে। এটি ভাল হাইড্রেশনে অবদান রাখে এবং সর্বোত্তমভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে আপনার শরীরকে সমর্থন করে। গুহাবাসীরা অনেকদিন খালি পেটে থাকার কারণে তাদের জন্য তাজা ভেজালমুক্ত খাবার প্রয়োজন ছিল, যা তাদের দুর্বল দেহে ত্বরিত শক্তির সঞ্চার করবে। এখানে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হ'ল সর্বদা তাজা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করা এবং ভেজালযুক্ত খাবার পরিহার করা। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে উঠার পর স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করা।

অতএব আমরা সূরা কাহফে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক যেসব তথ্যাদি জানতে পারলাম তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলতে পারলে আমরা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারব ইনশাআল্লাহ ॥

কবিতা

ঈদের খুশির চিহ্ন নেই

-আব্দুল মালেক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আসিয়াছে ঈদ খুশির উৎসব, কে তুমি বলছ ভাই
চোখ মেলে দেখ আজিকার ঈদে খুশির চিহ্ন নেই।
নিরানন্দ আজিকার দিন,
এবারের ঈদ ব্যথায় মলিন
এবারের ঈদ শোকে মুহ্যমান।
সারাটি বিশ্বে চলে হানাহানি নরবলি উৎসব
দিকে দিকে উঠে নির্যাতিতের আর্ত কলরব।
জ্বলে দাউ দাউ আগুন
শত্রুর হাতে বিষ ভরা তূণ
পেতে চায় তারা মাছূমের খুন।
ভীত চঞ্চল সবার মন, শোন সবে বন্ধুগণ,
ভয়ে কম্পিত বনু আদম, শংকিত সব জনগণ।
জান নিয়ে চলে টানাটানি,
ষড়যন্ত্রের চলে কানাকানি,
যায় নাকো শোনা সব জায়গা সত্যের জয়ধ্বনি।
অবাধে চলে চোরাকারবারী বণিক আর মহাজন,
দুর্বৃত্তের প্রশংসায় ব্যস্ত জনগণ।
খুন লুণ্ঠনে দোষ নাহি আর
নারী ধর্ষণ তুচ্ছ ব্যাপার
তাদের কারো হয় না বিচার।
যেদিকে তাকাই শুনি টিটকারী, বুকেতে অগ্নিজ্বালা,
গৃহে গৃহে আজ সৃষ্টি শত শত কারবালা।
পাই না কোথাও শান্তির দেখা,
হেরিনা আধারে আলোকের রেখা,
যে দিকে তাকাই দেখি অগ্নি শিখা।
দুর্বল কেঁদে কয় দয়া কর আল্লাহ তা'আলা,
আজিও ঈদে তাই যাচিনা প্রভু মুছীবত বালা।
বিপদ দেখে যেন ভয় নাহি পাই,
মিথ্যার কাছে মাথা না নোয়াই,
তুমি সাথে আছো একথা যেন কভু নাহি ভুলি।
তব দেওয়া দুঃখ নিতে পারি মাথায় তুলি।

বর্ষবরণ!

-মুহাম্মাদ মুবাশ্শিরুল ইসলাম সা'দ
শিক্ষার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

হায়রে বর্ষবরণ ধোঁকাবাজির অনুসরণ চলছে বিশ্বে আজ
তুমি ইসলাম ফেলে বিবেক হারালে এটা কেমন কাজ?
আজ এই ধরা শিরক-বিদ'আতে ভরা চলছে অন্যায় পাপ,
আখেরাতে সবে পুড়ে ভস্ম হবে সইতে হবে আগুনের তাপ।
নতুন বছর নাকি যাবে না কোন ফাঁকিভরসা তাদের এই,
আল্লাহ মোদের রব পুরাবেন চাহিদা সব আস্থা তাঁর পরে নেই।
পান্তা-ইলিশ খাওয়া অজ্ঞতায় ডুবে যাওয়া হায়রে মূর্খ সমাজ!
এই বর্ষবরণ মুমিনের ঈমান করছে হরণ দ্বীনকে ভুলছে আজ।
নববর্ষ শুভ হবে সম্প্রীতি বজায় রবে, কত ভাবনাই না চলে!
সইতে পারি না মোরা ধরব না পতনের কড়া হৃদয়ে রক্তক্ষরণ চলে।
পশুর মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রা বর্ণিল অনুষ্ঠান,
এতে হবে না কোন সংস্কার শুধুই পাপাচার শিক্ষাদান।
আমি অশ্লীলতা দেখি, দেখি অপচয়, দেখি কত নোংরামি,
চলি দ্বীনের পথ ধরে কাউকে না ডরে ইসলামী সমাজ গড়ি।
দেশ থেকে বিদায় নিবে বর্ষবরণ থাকবে না অশ্লীলতা আর,
জাগবে মুসলিম জাতি হবে কাফের পদানত
ইসলামী সভ্যতা ফিরবে আবার।
ওগো দয়াময় করি তোমাকে ভয়
শুনিও এই অধমের ফরিয়াদ,
বর্ষবরণ বিদায় হোক দ্বীন-ইসলাম টিকে থাক
ধরা থেকে হোক কুফর বরবাদ!!

আখেরাত আসল ঠিকানা

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

হে আল্লাহ! অন্তরে মোর কর ভীতি সঞ্চার
যেন না করি কখনো নাফরমানী তোমার।
এই পরিমাণ আনুগত্য কর তুমি দান,
অনায়াসে পেয়ে যাই জান্নাতের সন্ধান।
প্রভু! শক্তি দাও শত্রুদের করি প্রতিরোধ,
দ্বীন ধর্মে যে করে যুলুম নেই প্রতিশোধ।
এমন ইয়াক্বীন তুমি কর মোদের দান,
আযাব-গযব হ'তে যেন পাই পরিত্রাণ।
যতদিন বেঁচে থাকি সুস্থ রাখ দেহমন,
কুরআন পড়ি করি বিশুদ্ধ হাদীছ শ্রবণ।
দ্বীনের উপর কখনো দিও না মুছীবত,
জীবনের উপর রেখো না বিপদ-আপদ।
তাওফীক্ব দাও প্রভু! তোমার নে'মত করি ভোগ,
সুস্থ রাখ সুখে রাখ নিরাময় কর রোগ।
দুনিয়াকে করো না মোদের বিলাসের স্থান,
আখেরাত হ'ল সকলের স্থায়ী বাসস্থান।
হে আল্লাহ! চোখ, কান, মুখ দিয়েছ যখন,
হেফাযত কর তুমি সুন্দর দৃষ্টি নন্দন।
দাও শক্তি দাও বল কর মোরে সচেতন
তাওহীদের বাণী আমি করি সযতন।
প্রভু! যারা করে না মোদের দয়া প্রদর্শন,
তাদের হাতে তুমি করো না নেতৃত্ব অর্পণ।
দুনিয়া হ'ল ক্ষণিকের মুসাফিরখানা,
আখেরাত শ্বাশত সুন্দর আসল ঠিকানা।

জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা

-গবেষণা বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ভূমিকা : ইসলাম কেবল কিছু ব্যক্তিগত জীবনাচরণের নাম নয়, কিছু ইবাদত আর আদবের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনাই হিকমতপূর্ণ এবং সুশৃংখল। দুর্ভাগ্যজনক হ'ল, পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনে ইসলামী খেলাফত পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যে নেতৃত্বের বিরাট সংকট তৈরী হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের সামাজিক শাসন-অনুশাসন, সামাজিক শৃংখলা, নেতৃত্ব-আনুগত্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মাঝে সংশয়, হতাশা ও নৈরাশ্যের এক দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে। ফলে ইসলামের সামাজিক দর্শন সম্পর্কে তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে অস্পষ্ট ধারণা। দানা বেঁধেছে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক। ছড়িয়েছে অনৈক্যের ডালপালা। একেকজন একেক আঙ্গিক থেকে ফৎওয়া দিয়ে, কখনও দায়িত্বহীন মন্তব্য প্রকাশ করে জনমনে তৈরী করেছেন চরম বিভ্রান্তি। বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছানোর নিমিত্তে আমরা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্দেশনা জামা'আতবদ্ধ জীবন এবং এতদসম্পর্কীয় একটি বিধান বায়'আত বা শপথ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-১ : ইসলামে জামা'আত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : الجماعة শব্দটির উৎপত্তি হ'ল الجمع মূলধাতু থেকে, যার অর্থ কোন জিনিসকে একত্রিত করা।[১] রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ 'আমি ব্যাপকার্থবোধক বাক্যসমূহ সহকারে প্রেরিত হয়েছি'।[২] الجماعة অর্থ বহু সংখ্যক মানুষ অথবা এমন এক দল মানুষ যারা একক লক্ষ্যে সংগঠিত।[৩] এর দ্বারা মূলতঃ একটি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ দল উদ্দেশ্য। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, জামা'আত হ'ল একতা, যা বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। তবে একটি ঐক্যবদ্ধ দলের জন্যই জামা'আত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৪] এই অর্থেই আরবী الإجماع শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা। কোন মাসআলায় আলেমদের ঐক্যমতকে الإجماع বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বাবারী পূর্বসূরীদের বেশ কিছু অভিমত একত্রিত করেছেন। আর তা হ'ল– (১) মুসলমানের মধ্যে বড় দল। (২) ফিরক্বায়ে নাজিয়ার মানহাজ তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের গৃহীত নীতির অনুসারী ইমাম ও বিদ্বানগণ। (৩) ছাহাবীগণ। (৪) কোন শারঈ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী বিদ্বানগণ। (৫) মুসলমানদের জামা'আত, যখন তারা কোন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় (الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير)।[৫] ইমাম শাত্বেবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[৬] হাদীছে এর প্রতিটি অর্থই পাওয়া যায়। তবে উপরোক্ত মতামতগুলি একত্রিত করলে জামা'আত শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ দাঁড়ায়[৭], তা হ'ল-

(১) এমন হক্বপন্থী জামা'আত (جماعة السنة أو جماعة الحق), যেটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকের অনুসারী এবং বিদ'আত পরিত্যাগকারী। এটা হ'ল সত্য পথ, যার উপর পরিচালিত হওয়া এবং যার অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এটাই হ'ল ছাহাবীগণ এবং তাদের পথের অনুসারীদের গৃহীত নীতি ও মানহাজ, যা 'মা আনা আলাইহে ওয়া আছহাবিহী' [আমি (মুহাম্মাদ) ও আমার ছাহাবীগণ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত]-এর সঠিক রূপ। এই দলের অনুসারীর সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, এদেরই অনুসরণ অপরিহার্য। জামা'আতের এই সংজ্ঞা হকের অনুসরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'জামা'আত হ'ল যা আল্লাহ্‌র আনুগত্যশীল হয়, যদিও তুমি একাকী হও না কেন'।[৮]

(২) এমন ক্ষমতাশীল জামা'আত (جماعة التمكين), যেটি কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। যাতে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকা অপরিহার্য এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, সুন্নাতবিরোধী কোন ঐক্য এখানে ধর্তব্য নয়। যেমন খারেজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য দলসমূহ। এই সংজ্ঞাটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত।[৯] যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য এবং বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে দূরে থাক'।[১০] তিনি বলেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন

১. *ইবনু ফারেস, মু'জামু মাক্বায়ীসীল লুগাহ, ১/৪৭৯।*
২. *মুসলিম হা/৫২৩।*
৩. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ১/১৩৫।*
৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩/১৫৭।।*
৫. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৭।*
৬. *الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة (আশ-শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম, ২/২৬৩)।*
৭. *ড. ছলাহ আছ-ছাভী, জামা'আতুল মুসলিমীন, মাফহুমুহা ওয়া কায়ফিইয়াতু লুযূমিহা ফী ওয়াক্বিইনাল মুআছির (কায়রো : দারুছ ছাফওয়াহ, তাবি), পৃ. ২১।*
৮. *হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১/১২১।*
৯. *ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ২১-২২।*
১০. *তিরমিযী হা/২১৬৫।*

হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।[১১]

মোদ্দাকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, জামা'আত শব্দের মধ্যে মৌলিক কিছু উপাদান থাকা আবশ্যক। যেমন তাতে একতাবদ্ধ বহু সংখ্যক মানুষ থাকবে। তা দুনিয়াবী ফিৎনা, ভ্রষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করবে এবং তা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে। একজন মুসলিমের জন্য ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার্থে উপরোক্ত দুই ধরনের জামা'আত অবলম্বন করাই যরূরী।

উল্লেখ্য যে, সামাজিক অর্থে 'জামা'আত' বলতে বুঝায় বিচ্ছিন্ন জনতা একটি বিশেষ লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হওয়া। জামা'আত গঠনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে যেমন জামা'আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও 'ইমাম' বলা হয় না। মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তিনজনে একটি সফরে বের হ'লেও সেখানে একজনকে 'আমীর' বা নেতা হিসাবে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা'আতে ছালাত হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাবধর্ম। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়।

১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহ্র বৃহত্তর ঐক্যের পথ যখন রুদ্ধপ্রায়, সেই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ'লে মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে যে কোন মূল্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য। নতুবা একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অসম্ভব। এই জামা'আত যদি রাষ্ট্রীয় জামা'আত হয়, তবে সেটাই সর্বোত্তম, যা হবে জামা'আতে আম্মাহ্র স্থলাভিষিক্ত (الدولة الاسلامية)।

আর যদি জামা'আতে আম্মাহ না থাকে, তবে জামা'আতে খাছছাহ বা বিশেষ জামা'আত বা সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে-ইমরান ৩/১০৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ- وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ- 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যেও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'নেতা' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।[১২] তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে'।[১৩]

এজন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلاَيَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لاَ قِيَامَ لِلدِّيْنِ وَلاَ لِلدُّنْيَا إِلاَّ بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لاَ تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلاَّ بِالْاِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْاِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ، 'এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, নেতা নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না, সমাজ ব্যতীত। আর অবশ্যই সমাজের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন। অতঃপর তিনি বলেন, فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ تَنْبِيهًا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ، 'সফরের সাময়িক ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যেও একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মতকে তাকীদ করেছেন'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، 'শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট উত্তম ও অধিকতর প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চাইতে'।[১৫] নিঃসন্দেহে একক ব্যক্তির চাইতে সংগঠিত একদল মানুষ অবশ্যই শক্তিশালী এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের জন্য যা অবশ্যই যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জামা'আত যত বড় হবে, আল্লাহ্র নিকট সেটি তত প্রিয় হবে'।[১৬] যেমন মুহাজির ও আনছারগণের ঐক্যবদ্ধ জামা'আতের মাধ্যমে মদীনায় বৃহত্তর ইসলামী খেলাফত কায়েম হয়। আধুনিক যুগে জামা'আতে খাছছাহ্র আমীর ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯১ খৃ.)-এর নিকটে ১৭৪৪ সালে দির'ইইয়ার শাসক মুহাম্মাদ বিন সঊদ (১৬৯৭-১৭৬৫ খৃ.)-এর বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর সঊদী ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি রচিত হয়। যা দির'ইইয়ার বায়'আত (مُبَايَعَةُ الدِّرْعِيَّةِ) নামে খ্যাত।[১৭]

---

১১. *আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।*

১২. *আহমাদ হা/৬৬৪৭।*
১৩. *আবুদাঊদ হা/২৬০৮।*
১৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।*
১৫. *মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৫২৯৮।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬।*
১৭. *ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন বই, পৃ. ৯৬।*

ইমাম শাওকানী তাঁর نيل الأوطار গ্রন্থে باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما، (বিচারক, আমীর প্রভৃতি নিয়োগ অপরিহার্য) শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে লিখেছেন, وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى' (মুসাফির অবস্থায় তিন জনের জামা'আত গঠন) এটা ইঙ্গিত করে যে, তিন বা ততোধিক যত সংখ্যায় হোক না কেন, তাদের উপর একজনের নেতৃত্ব থাকবে। কেননা এতে মতভেদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। আর যদি নেতা না থাকে, তবে প্রত্যেকে নিজ মতে অটল থাকবে এবং নিজের খেয়াল-খুশী মত কাজ করবে। ফলে তারা ধ্বংস হবে। একজন নেতা নিয়োগের মাধ্যমে এই মতভেদ কমে যায় এবং একতা সৃষ্টি হয়। তিনজনের ক্ষেত্রে শরী'আত যদি নেতৃত্ব নির্বাচনকে অপরিহার্য করে, তবে কোন গ্রামে বা শহরে তা নির্বাচন করা অধিকতর শরী'আতসম্মত এবং পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন ও বিবাদ-বিসম্বাদ মেটাতে অধিকতর আবশ্যক'।[১৮]

সুতরাং ইসলামে জামা'আত একটি সার্বজনীন পরিভাষা, যা ইসলামী খেলাফত, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সংগঠন সর্বক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোতাবেক প্রযোজ্য হ'তে পারে, যদি তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হয়। ইসলামী সমাজকে সুশৃংখল রাখতে যা ইসলামের একটি সুস্পষ্ট হেদায়াত।

প্রশ্ন-২ : বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী সংগঠনসমূহ কি ইসলামী জামা'আত? ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সংগঠন কি হাদীছে বর্ণিত ইসলামী জামা'আতের দায়িত্ব পালন করতে পারে?

উত্তর : ফিৎনার যুগেও নিজের ঈমান ও আমলকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (ছা.) জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য বলেছেন। যেমন : ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেসব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'। এটিই হ'ল ফিৎনার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ অছিয়ত।

ইসলামী খেলাফত পরবর্তী বিশ্বে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিদ্বানগণ ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) دار الكفر (অমুসলিম বা কাফির রাষ্ট্র) (২) دار المسلمين (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র), (৩) دار الإسلام (ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র)। কোন স্থানে প্রকৃত দারুল ইসলাম থাকলে সেখানে উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রই মুসলিম জামা'আত। যেমন সঊদী আরব। আর দারুল ইসলাম না থাকলে কাফির বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে বিকল্প হিসাবে সাধ্যমত বিশেষ জামা'আত গঠনের মাধ্যমে জামা'আতবদ্ধভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যেতে হবে। এই সাংগঠনিক জামা'আত কাঠামোগতভাবে জামা'আতে খাছ্ছাহ বা বিশেষ পরিসরে গঠিত জামা'আত। এজন্য এসকল জামা'আত প্রয়োজনে একাধিক থাকতে পারে। এই জামা'আতগুলোকে বিদ্বানগণ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বা جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ বলেন।

অতএব জামা'আতে আম্মাহ্‌র অনুপস্থিতিতে ক্ষুদ্রতর জামা'আতগুলোই جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ-এর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং সাধ্যমত শারঈ বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করবে। তবে এই জামা'আতের আমীরগণ যেহেতু বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনস্থ থাকেন, তাই তারা হদ্দ বাস্তবায়ন করবেন না। কেননা এতে বিশৃংখলা তৈরী হবে।[১৯]

সঊদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ডসহ বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা বিদ্বানগণ প্রচলিত আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোকে جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং জনসাধারণকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজের উপর টিকে থাকার জন্য সালাফী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২০] যেমন সুদানের সালাফী সংগঠন আনছারুস সুন্নাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সংগঠনটি মতবাদবিক্ষুব্ধ এই সমাজে সত্যিই 'জামা'আতুল মুসলিমীন' হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।[২১]

শায়খ বিন বায (রহ.) বলেন, أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين، والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية، أو فيمصر، أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو في أوربا، أو في أي مكان ,فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم، وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة، فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة، ولو كان واحدًا، 'কোন মুসলিমের

---

১৮. শাওকানী, নায়লুল আওতার, পৃ. ৮/২৯৪।

১৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৭।

২০. على الشاب المسلم أن يطلب العلم النافع على العلماء المحققين، ويتمسك بالسنة، ويكون مع جماعة المسلمين السائرين على منهج السلف الصالح (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২৫/২৪১ (ফৎওয়া নং : ১৬২৫০)।

২১. فهي تمثل جماعة المسلمين الحقة في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২/৩২১ (ফৎওয়া নং : ১৬৮৭২)।

উপর ওয়াজিব হ’ল, جماعة المسلمين বা মুসলমানদের জামা‘আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং যেখানে থাকুক তাদেরকে সহযোগিতা করা। হোক তা সঊদী আরবে বা মিসরে, শামে কিংবা ইরাকে, আমেরিকা কিংবা ইউরোপে অথবা যেখানেই হোক। যখনই একজন মুসলিম এমন কোন জামা‘আতের সন্ধান পাবে যারা হক্বের দিকে আহ্বান জানায়, তার উচিত হবে সেই জামা‘আতকে সহযোগিতা করা, তাদের সাথে থাকা, তাদেরকে সাহায্য করা, অনুপ্রাণিত করা, তাদেরকে সত্য ও প্রজ্ঞার উপর কায়েম থাকার জন্য সহায়তা করা। আর যদি কোন প্রকারের জামা‘আতই খুঁজে না পায়, তবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদিও সে একাই হোক না কেন’।[২২]

তিনি অন্যত্র বলেন, جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم جماعة المسلمين في أي مكانٍ ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন হ’ল ঐ জামা‘আত, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র উপর আমল করে। প্রতিটি স্থানে তারাই হ’ল ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’। তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, فجماعة المسلمين هم الملتزمون بالإسلام، السَّائرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا قليلين، في أي طرفٍ من الأرض، في أي بقعةٍ، فالجماعة الملتزمة في أمريكا هم جماعة المسلمين، والملتزمة في لندن هم جماعة المسلمين، والملتزمة في فرنسا مثلًا أو هولندا أو كذا هم الجماعة، وهكذا الجماعة الملتزمة في أي مكانٍ: في الجزيرة العربية، في مصر، في الشام، في إندونيسيا. المقصود مَن التزم بأمر الله، واستقام عليه، ودعا إليه؛ هؤلاء هم الجماعة الملتزمة، تلزمهم وتُكثِّر سوادهم أينما كنتَ، في الجهة التي أنت فيها. ‘অতএব জামা‘আতুল মুসলিমীন হ’ল, যেই জামা‘আত ইসলামকে ধারণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে চলে। যদিও তারা সংখ্যায় কম হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, যে কোন ভূখণ্ডেই হোক না কেন। অতএব অনুরূপ যে জামা‘আত আমেরিকায় রয়েছে, তারা সেখানকার জামা‘আতুল মুসলিমীন, যে জামা‘আত লন্ডনে রয়েছে, তারা সেখানকার জামা‘আতুল মুসলিমীন, অনুরূপই ফ্রান্স, হল্যাণ্ডেও। তদ্রূপই সঊদী আরব, মিসর, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জন্য প্রযোজ্য। মূলকথা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল ঐ জামা‘আত, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলে, তার উপর টিকে থাকে এবং তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করে। অতএব উচিৎ হবে যে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হৌন; যেখানেই থাকেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন’।[২৩]

অন্যত্র তিনি বলেন, هذا أمره □ عند تغير الأحوال: أن يلزم جماعة المسلمين، فالجماعة التي ترى أنها أقرب إلى الحقِّ وأقرب إلى الهدى تلزمها وتُعينها، ولو كان فيها نقصٌ، ولو كان فيها أخطاء، تُعينها على الصواب، وتُرشدها إلى الخطأ؛ لأنها جماعة مسلمين، جماعة من المسلمين ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ’ল, জামা‘আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরা। যে জামা‘আতকে দেখা যাবে যে, হক্বের দিকে বেশী নিকটবর্তী, সঠিকপথের অধিক অনুগামী সে জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। যদিও তার মধ্যে কিছু ঘাটতি, কিছু ভুল থাকুক না কেন। যদি তারা সঠিক কাজ করে, তবে সহযোগিতা করতে হবে। যদি কোথাও ভুল করে, সঠিক পরামর্শ দেবে। কেননা তা হ’ল জামা‘আতুল মুসলিমীন কিংবা মুসলমানদের একটি জামা‘আত।[২৪]

হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, وهل هذا الأمر على إطلاقه وأن الإنسان إذا لم يجد إماما عاما للمسلمين يجب عليه أن يعتزل؟ الظاهر لا، "فاعتزل تلك الفرق" ‘এই হাদীছে ‘সমস্ত দলসমূহকে ত্যাগ করা’র অর্থ কি এই যে, মুসলিম সমাজে একজন সার্বজনীন ইমাম না থাকলে বাকি দলগুলিকে ত্যাগ করতে হবে? এটা স্পষ্ট যে, এ কথা সঠিক নয়’। অতঃপর তিনি বলেন, لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر ما ترى أنه أقرب إلى تحكيم شريعة الله عز وجل إذا تمكنت من ذلك ‘বরং পরিস্থিতি যাই হোক, যদি বিদ্যমান দলগুলো শান্তিপূর্ণ হয় এবং পারস্পরিক হানাহানি মুক্ত থাকে, তবে যে দলটি আল্লাহ্‌র শরী‘আত বাস্তবায়নে অধিক অগ্রসর, সেটিকে ধারণ কর; যদি তা সম্ভবপর হয়’।[২৫]

সর্বোপরি, মুসলমানদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ হ’ল এই যে, তারা সর্বাবস্থায় জামা‘আতবদ্ধ থাকবে, সেটার রূপ খেলাফত হোক, কিংবা রাষ্ট্র কিংবা ইসলামী সংগঠন। আর এটাই হ’ল সেই বাস্তবতা যার ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট শব্দে দিয়েছিলেন যে, لاَ إِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ، وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ، وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ، ‘ইসলাম হয় না জামা‘আত ছাড়া, জামা‘আত হয় না আমীর ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া’।[২৬] অর্থাৎ নেতৃত্ববিহীন মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

---

২২. *শায়খ বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া, ৮/১৭৯।*

২৩. *ما معنى "جماعة المسلمين" في الحديث؟ প্রশ্নের জবাবে শায়খ বিন বায (দ্র. https://binbaz.org.sa/)।*

২৪. *ما موقف المسلم تجاه الجماعات الإسلامية؟ প্রশ্নের জবাবে শায়খ বিন বায (দ্র. https://binbaz.org.sa/)।*

২৫. *ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম-এর ব্যাখ্যা- শায়খ ছালিহ ইবনুল উছায়মীন (দ্র. https://alathar.net/)।*

২৬. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃ. ১/২৬৩।*

স্বদেশ

অনলাইন জুয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত হচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ

দেশে মুঠোফোন অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। লোভে পড়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও তরুণেরা এই জুয়ায় বেশী আসক্ত হচ্ছে। জুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে সর্বস্ব হারাতে বসেছে তাদের অনেকে। এ কারণে বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি ও দাম্পত্য কলহ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সহজে প্রচুর টাকা উপার্জনের লোভে পড়ে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষ এই জুয়ায় জড়িয়ে পড়ছে। তরুণদের অনেকেই কৌতূহলবশত এই খেলা শুরুর পরেই নেশায় পড়ে যাচ্ছে। প্রথমে লাভবান হয়ে পরবর্তী সময় খোয়াচ্ছে হাযার হাযার টাকা। বিভিন্ন নামের প্রায় ১০ থেকে ১২টির মতো অ্যাপসে সবচেয়ে বেশী জুয়া খেলা হয়। এসব অ্যাপসে ১০ টাকা থেকে শুরু করে যেকোন অঙ্কের টাকা দিয়ে শুরু করা যায়।

এসব অ্যাপসের অধিকাংশই পরিচালনা করা হচ্ছে রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে। বাংলাদেশে এগুলোর এজেন্ট রয়েছে। তারা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জুয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ বা প্রদান করে থাকে। এজেন্টরা বিদেশী অ্যাপস পরিচালনাকারীদের কাছ থেকে হাযারে কমপক্ষে ৪০ টাকা কমিশন পায়। এজেন্টদের মাধ্যমেই বিদেশে টাকা পাচার হয়। এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী বলেন, প্রথমে ৩৬ টাকা বিনিয়োগ করে ১৬ হাযার টাকা পাই। ফলে লোভে পড়ে এই খেলায় মারাত্মক আসক্ত হয়ে পড়ি। গত ছয় মাসে এই জুয়ার নেশায় পড়ে মোটরসাইকেল বিক্রি করে দিয়েছি।

আসক্ত ব্যক্তিরা বলছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের জুয়ায় জিতিয়ে লোভে ফেলা হয়। এরপর নেশা ধরে গেলে একের পর এক টাকা খোয়ানোর ঘটনা ঘটতে থাকে। তখন আর বের হওয়ার পথ থাকে না।

অনলাইন এই জুয়ার কারণে বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি। উপযেলার গৌরীগ্রাম ইউনিয়নের এক নারী বলেন, তাঁর স্বামী অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করতেন। এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হ'তে হ'ত। কলহ দেখা দেওয়ার একপর্যায়ে পারিবারিকভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের।

কুতুবদিয়ার পশ্চিমে সাগরে জেগে উঠেছে সম্ভাবনার নতুন দ্বীপ

কুতুবদিয়ার পশ্চিমে সাগরে জেগে উঠেছে একটি নতুন দ্বীপ। ১০ কি.মি. দীর্ঘ ও প্রায় ৩ কি.মি. প্রস্থ এই দ্বীপ নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। ভাটার সময় কুতুবদিয়ার পশ্চিমে যথাক্রমে বড়ঘোপ, আলী আকবর ডেইল ও কইয়ারবিল ইউনিয়ন সমান্তরাল উত্তর দক্ষিণে লম্বা ৭ কিলোমিটার এবং প্রস্তে ২ কি.মি. জুড়ে ভেসে উঠেছে এই দ্বীপ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুতুবদিয়ার পশ্চিম পাশে যুগযুগ ধরে সাগরে বিলীন হয়ে যাওয়া ভূমি যেন আবার জেগে উঠছে। জোয়ারের সময় কিছু অংশ পানির নীচে থাকলেও ভাটার সময় বিস্তীর্ণ দ্বীপটি ভেসে উঠে পানির উপরে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুতুবদিয়া বন বিভাগ। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার উপকূলীয় বন বিভাগের কুতুবদিয়া রেঞ্জ অফিস মাটির ক্ষয় রোধে ঐ দ্বীপে তিন শতাধিক বাইন গাছ রোপণ করেছে।

গাইবান্ধায় চরের বালুতে মিলল মূল্যবান ছয় খনিজ

গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম যেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদের চরের বালুতে সম্প্রতি মূল্যবান ছয়টি খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলেছে। এগুলো হচ্ছে ইলমিনাইট, রুটাইল, জিরকন, ম্যাগনেটাইট, গারনেট ও কোয়ার্টজ। এখানকার বালুতে আরও অন্য কোন খনিজ পদার্থ আছে কি-না তা শনাক্তে গবেষণা চলছে। খনিজ সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান জয়পুরহাটের ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ নাজীম জামান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার বিভিন্ন বালুচর থেকে ১ হাযার ৫০০ মেট্রিক টন বালু সংগ্রহ করা হয়েছিল। খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতি টন বালু থেকে ২ কেজি ইলমিনাইট, ২শ' গ্রাম রুটাইল, ৪শ' গ্রাম জিরকন, ৩.৮ কেজি ম্যাগনেটাইট, ১২ কেজি গারনেট ও ৫০ কেজি কোয়ার্টজ মিনারেল পাওয়া গেছে। ১০ মিটার গভীরতায় প্রতি এক বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে উত্তোলনের পর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত বালুর বাজার মূল্য ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকা। আর সমপরিমাণ এলাকা থেকে প্রাপ্ত খনিজের বাজার মূল্য তিন হাযার ৬৩০ কোটি টাকা। তবে কোন প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিষ্ঠান এসব খনিজ আহরণ করবে, শিগগিরই তা নির্ধারণ করবে সরকারের জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ।

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক বলেন, মুল্যবান এসব খনিজ সম্পদ পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতি বদলে ভূমিকা রাখবে।

রামাযানে এক টাকা লাভে পণ্য বিক্রি!

পবিত্র রামাযান উপলক্ষে সঊদী আরবসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ভোগ্যপণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র। রামাযান আসলেই অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যপণ্য মওজূদ করে দাম বাড়িয়ে দেয়। তবে এসব ব্যবসায়ীর মাঝে ব্যতিক্রম কেউ যে একেবারেই নেই, তা নয়। এমনই একজন মানবিক ব্যবসায়ীর খোঁজ মিলেছে চাঁদপুরে। যিনি পুরো রামাযান জুড়ে মাত্র ১ টাকা লাভে পণ্য বিক্রি করেন। ঐ দোকানির নাম শাহ আলম। এখন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় নাম। কারণ দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির এই সময়ে মালামাল কেনা ও পরিবহন খরচ বাদ দিয়ে পণ্য প্রতি মাত্র এক টাকা লাভে বিক্রি করছেন তিনি।

জানা গেছে, রামাযান উপলক্ষে গত বছরও একইভাবে পণ্য বিক্রি করেছেন তিনি। এতে তার দোকানে ক্রেতার ভিড় লেগেই থাকছে। যেটুকু লাভ করলে নিজের ক্ষতি হচ্ছে না সেটুকু লাভ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। রামাযানে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে একটু সহযোগিতা করতে পারছেন, এতেই তিনি আনন্দিত।

বিদেশ

যে দেশে মুসলিমদের মরদেহ দাফন করা কঠিন

জাপানে মাত্র লাখ দুয়েক মুসলিম নাগরিকের বাস দেশটিতে। তবে এই দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। জাপানী নাগরিকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ মৃতদেহ বৌদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা শিন্তো রীতি অনুযায়ী পুড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে মুসলিমরা সেখানে কিছু বিধিনিষেধের মধ্যে আটকে গেছে।

তাই অধিকাংশ মুসলিম পরিবার মরদেহকে যথাযথভাবে ইসলামী রীতি অনুযায়ী কবর দেওয়ার জন্য শত শত কিলোমিটার দূরে যেতে বাধ্য হয়। আর অভিবাসী বা প্রবাসী হ'লে মরদেহ দেশে

ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে জাপানের নাগরিক এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পাকিস্তানের বংশোদ্ভূত তাহির আব্বাস খান বলেন, আমার নিকটাত্মীয় কাউকে হয়ত মৃত্যুর পর পুড়িয়ে ফেলতে হ'তে পারে, এই চিন্তায় আমি মাঝে মাঝে রাতে ঘুমাতে পারি না। তিনি বলেন, তার স্ত্রী ২০০৯ সালে একটি মৃত শিশুকে জন্ম দেন। তাকে কবরস্থ করার কোন উপায় না পেয়ে মরদেহটি একটি ছোট বাক্সে ঢুকিয়ে গাড়িতে তুলি। তারপর গাড়ি চালিয়ে প্রায় এক হাযার কিলোমিটার দূরে ইয়ামানাশি এলাকায় নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করি। জাপানের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত ইয়ামানাশি সমাধিস্থল খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা ব্যবহার করে।

ড. খানের উদ্যোগে তার নিজ এলাকা বেপ্পুতে খ্রিষ্টান সমাধিস্থলের পাশে একটি জমি কেনা হয়েছে। কিন্তু তিন কিলোমিটার দূরে বসবাসরত একটি সম্প্রদায় এতে আপত্তি জানায়। তারা বলে যে, মরদেহ কবর দেয়া হ'লে তা মাটির নীচের পানিকে দূষিত করে ফেলবে। তবে সম্প্রতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেপ্পুতে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক টুকরো জমির বরাদ্দ দিয়েছে যেখানে ৭৯টি দাফন করা সম্ভব।

মুসলিম জাহান

সুদানের ৫০ লাখ মানুষ অনাহারের ঝুঁকিতে; ৫ ভাগ মানুষ প্রতিদিন ১ বেলা খাবার পায়

সুদানের সেনা প্রধান আব্দুল ফাত্তাহ আল-বুরহান এবং তার সাবেক ডেপুটি মোহাম্মদ হামদান দাগলোর মধ্যে প্রায় এক বছর ধরে চলা লড়াইয়ের কারণে দেশটির প্রায় ৫০ লাখ লোক ভয়াবহ অনাহারের ঝুঁকিতে রয়েছে। গত বছরের এপ্রিল থেকে চলমান এ লড়াইয়ের ফলে হাযার হাযার লোক প্রাণ হারিয়েছে। অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে ব্যাপকভাবে এবং অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এছাড়া ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও খাদ্য সংকটও দেখা দিয়েছে। ফলে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে সুদান।

এছাড়াও সংঘর্ষের আগে ২০ লাখ লোককে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তারা এখনো বাস্তুচ্যুতই আছে। ফলে দুই জেনারেলের যুদ্ধ দেশটিকে ইতিমধ্যে বিশ্বের বৃহত্তম বাস্তুচ্যুতি সঙ্কটের দেশে পরিণত করেছে। বর্তমান যুদ্ধে আরএসএফ এবং সেনাবাহিনী উভয়ের বিরুদ্ধেই আবাসিক এলাকায় নির্বিচারে গোলাবর্ষণ, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাতে বাধা ও ত্রাণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর ভাষ্যমতে, সুদানের মোট জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ প্রতিদিন এক বেলা খেতে পায়। তবে সুদান থেকে পালিয়ে গিয়ে যে ৬ লাখ মানুষ দক্ষিণ সুদানের জনাকীর্ণ ট্রানজিট ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে সেখানে পরিবারগুলো আরো মারাত্মক ক্ষুধায় ভুগছে। এর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সুদানে ত্রাণ কার্যক্রমের জন্যে বিশ্ববাসীর নিকটে আরো আর্থিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি চলতি বছরে ত্রাণের জন্যে ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুরোধ জানালেও এ পর্যন্ত পেয়েছে মাত্র পাঁচ শতাংশ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করবে যে মশা

'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা'র মত মশাবাহিত ডেঙ্গু ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ধরনের মশার ব্যবহার শুরু করছেন ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা। জিনগতভাবে রূপান্তরিত এসব মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো যাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

ব্রাজিলে বর্তমানে ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রকোপ রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। এ বছরের প্রথম দুই মাসেই দেশটিতে ১০ লাখের বেশী মানুষ ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যা গত বছরের তুলনায় ২২৬ শতাংশ বেশী। তাই ব্রাজিলের বিভিন্ন শহরে রীতিমতো যরূরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ব্রাজিলের স্বাস্থ্য বিভাগ ভ্যাকসিন তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি জেনেটিক্যালি রূপান্তরিত মশার ব্যবহার শুরু করেছে।

ডেঙ্গু ভাইরাস শুধু স্ত্রী এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই পুরুষ এডিস মশাকে জিনগতভাবে পরিবর্তন করে স্ত্রী এডিস মশার বংশবৃদ্ধি ঠেকাতে কাজ শুরু করেছেন ব্রাজিলের বায়োটেক প্রতিষ্ঠান অক্সিটেকের বিজ্ঞানীরা।

এ বিষয়ে অক্সিটেকের এক কর্মকর্তা বলেন, রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত মশা প্রায় ১০ দিনের মধ্যে চক্র সম্পূর্ণ করে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে প্রকৃতিতে চলে যায়। যেসব অঞ্চলে জেনেটিক্যালি রূপান্তরিত মশা ছাড়া হয়েছে, সেখানকার এডিস মশার সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ কমে গেছে।

তৈরি হ'ল বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সফটওয়্যার প্রকৌশলী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) তাক লাগানোর মতো কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক এ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের উদ্ভাবন করে যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কগনিশন তেমনি একটি তাকলাগানো উদ্ভাবন সামনে এনেছে। তারা তৈরি করেছে ডেভিন নামে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যার প্রকৌশলী।

এতদিন কোন ওয়েবসাইট তৈরি বা ভিডিও তৈরির জন্য পুরোপুরি কোন প্রোগ্রামের ওপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মীকে হাত লাগাতে হ'ত। কিন্তু কগনিশনের তৈরি ডেভিন নামের এই প্রকৌশলী কোডিং করা, বাগ ফিক্স করা, সিঙ্গেল প্রম্পট দিয়ে ওয়েবসাইট বানানো, ফিডব্যাক দেওয়া, ডিজাইন করা ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজ বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কাজ করতে পারে।

ডেভিন নামের এই সফটওয়্যার প্রকৌশলীর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল একে বাড়তি নির্দেশ দিতে হয় না। একটি কমান্ড দিলেই তা পুরোপুরি একটি ওয়েবসাইট বা সফটওয়্যার প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারে। এছাড়া এটি সফটওয়্যারের যেকোন ত্রুটি খুঁজে বের করতে সক্ষম, যাতে সফটওয়্যার প্রকৌশলীদের অনেক সময় বেঁচে যায়।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

৩৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ সম্পন্ন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪ রাজশাহী যেলার পবা উপযেলাধীন এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান সহ ২টি ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর তাবলীগী ইজতেমা'২৪-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : বাদ আছর অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক হাফেয ওবায়দুল্লাহ। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। তিনি সূরা রা'দ ১১ আয়াতের আলোকে বক্তব্য রাখেন এবং সমাজ পরিবর্তনে সাংগঠনিক মযবূতীর মাধ্যমে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অতঃপর গত এক বছরে মৃত্যুবরণকারী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও উপদেষ্টাদের ৫ জন এবং অসুস্থ ১০ জনের নাম-পরিচয় উল্লেখ করে তাদের জন্য দো'আ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে ইজতেমায় দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নামে তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। যদিও দু'দিন পূর্ব থেকেই কর্মীরা আসতে থাকে। সেকারণ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকেই অনানুষ্ঠানিক ভাবে ইজতেমা শুরু হয়ে যায়।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

অতঃপর রাত দেড়টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'যুবসংঘ' ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (অন্তরের রোগ ও তা থেকে সুস্থতা লাভের উপায়)। (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা ও আত্মরক্ষার উপায়)। (৩) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুরের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন (ছূফীবাদী তরীকাসমূহের আক্বীদাগত বিভ্রান্তি ও তার খণ্ডন)। (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (ইসলামী খেলাফতের গুরুত্ব ও তা প্রতিষ্ঠার উপায়)। (৫) 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (রাজশাহী) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় পেশাজীবী ফোরামের ভূমিকা)। (৬) মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য)। (৭) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) (ইসলামের নামে প্রচলিত বাতিল মতবাদসমূহ ও তা খণ্ডন (জঙ্গীবাদ, হাদীছ অস্বীকার)। (৮) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ (কর্মজীবনে সততা ও আমানতদারিতা)। (৯) চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন ছাব্বীর (দ্বীনের পথে ত্যাগ স্বীকার) ও (১০) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ (তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ)।

আমীরে জামা'আতের ১ম দিনের ভাষণ : বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা কাহ্ফের ১১০ আয়াতের উপর ভিত্তি করে মাটির তৈরী মানুষ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) অহি-র বিধান অনুসরণে জাহেলী আরবে যে বিপ্লব সাধন করেছিলেন সে বিষয়ে ঘণ্টা ব্যাপী সারগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : ইজতেমার ১ম দিন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর নিরাপদ বর্মন, গ্রাম ও পোঃ মণিপুর, থানা ও যেলা- গাযীপুর 'যুবসংঘ' গাযীপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় আমীরে জামা'আতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। আমীরে জামা'আত তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। সবাই তার জন্য প্রাণখোলা দো'আ করেন।

২য় দিন বাদ ফজর : মূল প্যাণ্ডেলে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ)। একই সময়ে পশ্চিম পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (সদাচরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য)। একই সময় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ছোট মসজিদে 'দরসে কুরআন' পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, রাজশাহী (সূরা আছরের শিক্ষা)।

অতঃপর ইজতেমা প্যাণ্ডেলে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের ৩টি সংস্কার) (২) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা) (প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও পদ্ধতি)। (৩) কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (নরসিংদী) (আহলেহাদীছ আন্দোলনের ৫টি মূলনীতি) (৪) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) (দাঈদের গুণাবলী)। (৫) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নরসিংদী) (জাহান্নামের ভয়াবহতা)। অতঃপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন হাফেয মুহাম্মাদ আখতার।

জুম'আর খুৎবা : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'মাযহাবী ফক্বীহ ও হাদীছপন্থী ফক্বীহদের আক্বীদাগত ও ব্যবহারগত বিষয়সমূহে ৩০টি মতভেদের বাস্তব দৃষ্টান্ত' বিষয়ে এবং মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) 'দ্বীনী কাজে ইখলাছের গুরুত্ব ও তা অর্জনের উপায়' বিষয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে বিভিন্ন স্থানে বসে বিপুল সংখ্যক মুছল্লী খুৎবা শ্রবণ করেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করেন ও তাঁর সাথে জামা'আতে জুম'আর ছালাত আদায় করে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য জনাব সালমান এফ. রহমান (ঢাকা)। তিনি বলেন, আমীরে জামা'আতের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল জেলখানায় (বগুড়া) এবং প্রায় ৭দিন আমরা একসাথে ছিলাম। তখন আমার মনে দ্বীন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ছিল যা আমি তাঁকে করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আমরা যদি সবক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেই, তাহ'লে আমাদের মাঝে কোন বিতর্ক থাকবে না। তাঁর এই সিম্পল কথায় আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। এখন আমি সেটা সার্বিক জীবনে মেনে চলার চেষ্টা করছি। আমি তাঁর কাছে ঋণী। ইজতেমায় উপস্থিত হ'তে পেরে আমি অনেক আনন্দিত।

(২) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এ. এইচ. এম. খায়রুয্যামান লিটন বলেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের

মেয়র হিসাবে আপনাদের স্বাগত জানানো আমার কর্তব্য। এই ইজতেমার মূল আয়োজক ও যার আকর্ষণে আমরা সবাই এখানে আসি। যিনি নানা বিপদে, নানা সংকটে, নানা দুঃসময়ে আপনাদের ও আমাদের পাশে থেকেছেন, অত্যাচার সহ্য করেছেন, তিনি হলেন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর একজন ভক্ত। অনেকেই জানেন যে, আমি আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান। আমার বাপ-দাদারা সবাই আহলেহাদীছ ছিলেন। সেই হিসাবে আপনাদের প্রতি আমার একটা আলাদা আকর্ষণ ও আলাদা মহব্বত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ যতদিন আমি বাঁচব। প্রতি বছর এই ইজতেমা নওদাপাড়ার ট্রাক টার্মিনালে হ'ত। এ বছর এটি এই ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ এখানে বহু মুছল্লীর সামগম দেখে আমি আনন্দিত। আমার যতটুকু শক্তি আছে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সাথে আছি এবং থাকব।

২য় দিন বাদ আছর থেকে পরদিন ফজর পর্যন্ত :

জুম'আর বিরতির পর আছর ছালাতের পর থেকে রাত ৪-টা পর্যন্ত নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে, (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ('আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও অন্যান্য 'ইসলামী আন্দোলন'-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য)। (২) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম (শিশুদের নৈতিকতা বিকাশের উপায়) (৩) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (সামাজিক অবক্ষয় : পরিণাম ও প্রতিকার) (৪) মারকাযের সাবেক ছাত্র ড. আব্দুল্লাহিল কাফী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (সুন্নাত বনাম বিদ'আত : পরিচিতি ও প্রকারভেদ) (৫) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট) (সমাজ সংস্কারে যুবসমাজের ভূমিকা)।

বাদ মাগরিব বক্তব্য পেশ করেন (৬) 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী) (মানব সেবায় আল-'আওনের গুরুত্ব) (৭) নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (ভারত উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের শিক্ষা সংস্কার (আমাদের প্রস্তাবনাসহ) (৮) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মসূচী)।

বাদ এশা বক্তব্য পেশ করেন, (৯) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংসের অপতৎপরতা : আমাদের করণীয়) (১০) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (আহলেহাদীছ ও অন্যান্য মাসলাকের মাঝে মৌলিক পার্থক্য) (১১) নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন (শিরকের ভয়াবহতা ও প্রচলিত কতিপয় শিরক)। (১২) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা) (কুরআন-হাদীছের আলোকে মানবসৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ)। (১৩) মাওলানা মোখলেছুর রহমান (নওগাঁ) (মূসা (আঃ) ও খিযিরের কাহিনী থেকে শিক্ষা)। (১৪) হাফেয শামসুর রহমান (ঢাকা) (প্রচলিত যিকির-আযকার বনাম সুন্নাতী যিকির-আযকার)। (১৫) মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী) (সৎকর্মের প্রতিযোগিতা)।

আমীরে জামা'আতের ২য় দিনের ভাষণ :

ইজতেমার ২য় দিন রাত সাড়ে ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হজ্জের ১-৩ আয়াত অবলম্বনে 'ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা ও তা থেকে মুক্তির উপায়' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত ৬টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস ও তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনপূর্ব বক্তৃতা সমূহ : বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজতেমা শুরু হওয়ার ঘোষণা থাকলেও কর্মী ও সুধীগণ দু'দিন আগে মঙ্গলবার থেকেই আসতে শুরু করেন। ফলে বুধবার ফজরের পর থেকেই মারকাযের দুই মসজিদে দরসের মাধ্যমে বক্তব্য শুরু হয়ে যায়। অতঃপর অনানুষ্ঠানিকভাবে ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ ফজর থেকে এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান মূল প্যাণ্ডেলে আলোচনা শুরু হয়। যা মাঝখানে একটু বিরতি দিয়ে আছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে। এসময় বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে- (১) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা) (ধৈর্য ও শুকরিয়া : মুমিন জীবনে সুখের চাবিকাঠি) (২) নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আফযাল হোসাইন, (জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা) (৩) রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (ছালাতের সামাজিক গুরুত্ব) (৪) 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর (কথা, কলম ও সংগঠন : জিহাদের তিনটি হাতিয়ার),

(৫) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপাল মাওলানা সোহাইল আহমাদ (হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্তির উপায়) (৬) দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম : কেন ও কিভাবে?) (৭) রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মতীউর রহমান (আদর্শ পরিবার গঠনে আমাদের করণীয়) (৮) জামালপুর-উত্তর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল (তৃণমূল পর্যায়ে দ্বীনের দাওয়াত : আমাদের করণীয়) (৯) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (সামাজিক অপসংস্কৃতিসমূহ) (১০) মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলী (সফল মুমিনের পরিচয়) (১১) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদ (মৃত্যু কেন্দ্রিক বিদ'আতী রসম-রেওয়াজসমূহ)।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ : ইজতেমার শেষ দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন ও বায়'আত নেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিন ব্যাপী ৩৪তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৪-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ : আমীরে জামা'আতের ২য় দিন রাতের ভাষণের পর ইজতেমায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। (২) শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের চলমান সিলেবাস থেকে নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ, চরিত্রবিধ্বংসী ট্রান্সজেন্ডারবাদ সহ সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী বিষয়সমূহ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সাথে সাথে পাঠ্যবই লেখক প্যানেল থেকে ইসলাম বিদ্বেষী ও হিন্দুত্ববাদী লেখকদের অপসারণ করতে হবে।

(৩) দেশের বিভিন্ন শহরে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী আক্বীদা ও সংস্কৃতি বিরোধী মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

(৪) সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে ন্যায় ও ইনছাফভিত্তিক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৫) সরকারী অফিস সমূহে ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে এবং এর সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

(৬) যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে যাবতীয় অশ্লীল কনটেন্ট দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৭) সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) এ সম্মেলন ফিলিস্তীনে ইস্রাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ৩০ হাযার মানুষ নিহত হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করছে। সাথে সাথে ইস্রাঈলের এই পৈশাচিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার, ওআইসি সহ বিশ্বনেতাদের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে।

[ইজতেমার রিপোর্ট স্থানীয় ও জাতীয় কয়েকটি পত্রিকার অনলাইন ও প্রিন্ট ভার্সনে প্রচারিত হয়]।

২. প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় : ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৭-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন' -এর প্রবাসী সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

'আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতারের সভাপতিত্বে এবং তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর বক্তব্য রাখেন, কুয়েত প্রবাসী আবু সারাহ (ঢাকা), ফ্রান্স প্রবাসী ফখরুল আমীন (কুমিল্লা), সিঙ্গাপুর প্রবাসী মুহাম্মাদ ইকবাল (কুমিল্লা) ও রজব আলী (নাটোর), সঊদী আরব প্রবাসী আবুল হোসাইন (ফরিদপুর), বেলজিয়াম প্রবাসী মাসঊদ শিকদার (কিশোরগঞ্জ), লণ্ডন প্রবাসী নিয়ায হোসাইন (ঢাকা) প্রমুখ। অবশেষে অতিথিদের ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

৩. শিক্ষক সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৮-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর উদ্যোগে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'শিক্ষাবোর্ডে'র সচিব জনাব শামসুল আলম। অতঃপর 'শিক্ষার উন্নয়ন, আপনার ভাবনা ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর করণীয়' বিষয়ের উপর জোন ভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় বিভিন্ন জোনের কো-অর্ডিনেটর বা তার প্রতিনিধিগণ বক্তব্য পেশ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রাজশাহী জোনের 'শিক্ষাবোর্ডে'র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, খুলনা-সাতক্ষীরা জোনের সাতক্ষীরার আখড়াখোলা-ভাটপাড়া মাদ্রাসাতুল ইছলাহ আস-সালাফিইয়ার প্রধান শিক্ষক শরীফুল ইসলাম, বগুড়া জোনের নশিপুর তা'লীমুল কুরআন মহিলা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেয মোখলেছুর রহমান, ঢাকা জোনের গাযীপুর মারকাযুল উলূম লিছ ছালিহাত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা খায়রুল ইসলাম, বরিশাল জোনের ফরিদপুর সালথা আহলেহাদীছ মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের প্রধান শিক্ষক রাক্বীবুল ইসলাম, ময়মনসিংহ-জামালপুর জোনের জামালপুর মারকাযুস সুন্নাহ আস-সালাফী কমপ্লেক্সের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ইসমাঈল, চট্টগ্রাম-কুমিল্লা জোনের চট্টগ্রাম আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সহকারী শিক্ষক আরাফাত যামান ও রংপুর-দিনাজপুর জোনের পার্বতীপুর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ। উল্লেখ্য দেশব্যাপী অত্র শিক্ষাবোর্ড অধিভুক্ত ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার জন্য ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ১ম স্থান কুমিল্লা জোনের আরাফাত যামান, ২য় স্থান ঢাকা জোনের মাওলানা খায়রুল ইসলাম ও ৩য় পুরস্কার বরিশাল জোনের রাক্বীবুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'শিক্ষাবোর্ডে'র সাবেক সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ ফেরদাউস।

৪. যুব সমাবেশ : শুক্রবার সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে 'যুব সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের স্বাগত বক্তব্যের পর বক্তব্য পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ প্রমুখ।

যেলা সভাপতি ও দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) বগুড়া যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন (২) মেহেরপুর যেলা সভাপতি হায়দার আলী (৩) বরিশাল যেলা সভাপতি কায়েদ মাহমূদ ইমরান (৪) নরসিংদী যেলা সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন (৪) ভোলা যেলা সভাপতি ইকবাল হোসাইন ও (৫) সিলেট যেলা সভাপতি তোফায়েল আহমাদ। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ।

৫. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৪ (অনলাইন) :

গত বছরের ন্যায় এবারও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে অনলাইনে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত তরজমাতুল কুরআন (১-১৫ পারা)।

বয়স ও পেশা নির্বিশেষে উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিন জন হ'লেন (১) মুহাম্মাদ আবু তালহা (নওগাঁ) (ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায) (২) আতীকুর রহমান যাকারিয়া (নওগাঁ) (ছাত্র, নবম শ্রেণী, মারকায) ও (৩) ইমতিয়ায আহমাদ (রাজশাহী)।

অতঃপর বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ'লেন (১) মতীউর রহমান (রাজশাহী) (২) জাহিদ হাসান (কুমিল্লা) (৩) গাযী সুমাইয়া জান্নাতী (রাজবাড়ী) (৪) বাদশা ইসলাম (কুড়িগ্রাম) (৫) মাহফূযুর রহমান (নওগাঁ) (৬) মুছাদ্দেক হোসাইন (দিনাজপুর) (১০ম শ্রেণী, মারকায) (৭) মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান (রাজশাহী) (৮) মা'রূফা খাতূন (রাজশাহী) (ছাত্রী, দাওরায়ে হাদীছ, বালিকা শাখা, মারকায) (৯) জাহাঙ্গীর হোসাইন (সাতক্ষীরা) ও (১০) মাহফূয আলম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)। ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার 'যুব সমাবেশে'র মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ।

উল্লেখ্য যে, এ সময় 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড.

ইহসান ইলাহী যহীরকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে 'আল-মুহাররারুল ওয়াজীয তাফসীর গ্রন্থে ব্যবহৃত আরবী কবিতা সমূহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ' শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক জনাব আব্দুর রশীদ আখতার।

৬. আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম : শুক্রবার বাদ জুম'আ আছরের প্রাক্কালে মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পেশাজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্ব স্ব হালাল পেশায় নিখুঁতভাবে নিযুক্ত থাকুন। সাথে সাথে মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার দাওয়াত দিন। ইনশাআল্লাহ আপনার পেশা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ৪টি বিষয় মনে রাখবেন : যা বলব তাই করব, অন্যকে সংস্কারের সাথে নিজেকে ও নিজ পরিবারকে সংস্কার করব, রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ্র হাতে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করব'। তিনি বলেন, বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজের মত। আপনি ঢাকায় থাকুন বা কানাডায় থাকুন সর্বত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিন ও সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করুন।

'ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান (পরিচালক, ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার, ফেনী) রাজশাহী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী মহানগর 'ফোরাম'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ (নাটোর)।

অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, সদস্য ডা. মাহবূবুর রহমান, কক্সবাজার যেলার আহ্বায়ক ডা. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সাতক্ষীরা যেলার সাধারণ সম্পাদক হোসাইন আল-মাহমূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. নাজমুছ ছাকিব প্রমুখ। অতঃপর বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-'আওনে'র সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, কানাডা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হামীদুয্যামান মুক্তা (রাজশাহী), নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম সাইফুল ইসলাম নাঈম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'পেশাজীবি ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার তারিক আহমাদ (নাটোর)।

৭. বায়'আত অনুষ্ঠান : ইজতেমার দু'দিনে ১৮টি যেলা থেকে ৫০ জন 'প্রাথমিক সদস্য' লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমীরে জামা'আতের নিকট আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' মানে উন্নীত হন। এছাড়া ইজতেমার শেষদিন শনিবার বাদ ফজর আমীরে জামা'আতের বিদায়ী ভাষণের পর 'আম বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কেবল ইচ্ছুক ভাই-বোনেরা সরাসরি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বায়'আত নেন।

৮. ইজতেমার পরিচালক বৃন্দ : দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক (২) সাংগঠনিক সম্পাদক (৩) প্রচার সম্পাদক (৪) প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং (৫) সমাজকল্যাণ সম্পাদক।

৯. সঞ্চালক বৃন্দ : (১) ড. নূরুল ইসলাম (মারকায) (২) আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) (৩) কাযী হারুণুর রশীদ (ঢাকা) (৪) আব্দুল ওয়াদূদ (ঢাকা) (৫) আব্দুল মান্নান (রাজশাহী) (৬) রবীউল ইসলাম।

১০. প্যাণ্ডেলের মুওয়াযযিন বৃন্দ : (১) রবীউল ইসলাম (পরিচালক, সোনামণি) বৃহস্পতিবার (ফজর); (২) আবু রায়হান, সাতক্ষীরা (যোহর); (৩) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, মারকায) আছর; (৪) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) মাগরিব; (৫) আরযুল ইসলাম শাফী (ছাত্র, মারকায) এশা (৬) রোকনুয্যামান (মেহেরপুর) ২য় দিন ফজর; (৭) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর) জুম'আ; (৮) মুয্যাম্মিল হক (ছাত্র, মারকায) আছর; (৯) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) মাগরিব; (১০) আব্দুল বারী (মুওয়াযযিন, মারকায) এশা (১১) শাহীনুর রহমান (শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ) শেষ দিন শনিবার ফজর।

১১. প্যাণ্ডেলের ইমামগণ : (১) হাফেয রবীউল ইসলাম (শিক্ষক, মারকায) বৃহস্পতিবার ফজর; (২) মাওলানা সোহাইল আহমাদ, প্রিন্সিপাল, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা, যোহর; (৩) হাফেয রবীউল ইসলাম (শিক্ষক, মারকায) আছর; (৪) হাফেয লুৎফর রহমান (পরিচালক, হিফয বিভাগ, মারকায) মাগরিব; (৫) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (শিক্ষক, মারকায) এশা; (৬) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার ২য় দিন ফজর; (৭) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, জুম'আ (৮) ক্বারী আব্দুর রহীম (শিক্ষক মক্তব বিভাগ, মারকায) আছর; (৯) হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (ঢাকা) মাগরিব; (১০) হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, এশা; (১১) হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (শিক্ষক, মারকায) শনিবার ফজর।

১২. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : (১) হাফেয ওবায়দুল্লাহ (মারকায); (২) আরযুল ইসলাম শাফী (ছাত্র, মারকায); (৩) ক্বারী আব্দুল আউয়াল (শিক্ষক, মারকায); (৪) হাফেয হুযায়ফা (ছাত্র, মারকায); (৫) হাফেয হোসাইন (ফরিদপুর); (৬) হাফেয আব্দুল আলীম (দিনাজপুর); (৪) হাফেয ছাক্বিবুল হাসান (ছাত্র, মারকায)।

১৩. জাগরণী : আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য (১) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট) (২) আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (ঢাকা) (৩) রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) (৪) ইয়াকূব আলী, (ঐ) (৫) তানভীরুয্যামান, (ঐ) (৬) রোকনুয্যামান, সাতক্ষীরা (৭) আবু রায়হান, (ঐ) (৮) কেরামত আলী (পাবনা) (৯) আলে ইমরান (রাজশাহী) (১০) রাতুল আসলাম (ঐ) (১১) আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া)।

১৪. প্যাণ্ডেল : এবার স্বল্প পরিসরে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর (বালিকা শাখা) ময়দানে ইজতেমার মহিলা প্যাণ্ডেল করা হয়। যা ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। এছাড়াও ছিল মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ একাডেমিক ভবন ময়দানে প্যাণ্ডেল যেখানে ইজতেমার বিভিন্ন প্রোগাম বাস্তবায়িত হয়। আর মূল প্যাণ্ডেল ছিল এয়ারপোর্ট থানার নিকটবর্তী ময়দান এবং তার পূর্ব পার্শ্বে ছিল বৃহদায়াতন খাদ্য প্যাণ্ডেল ও পৃথক খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্যাণ্ডেল। যেখানে স্বল্প মূল্যে সকালের নাশতা এবং দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

১৫. বুক স্টল : ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে ৪৪টি বুক স্টল ছিল।

১৬. আল-'আওন : মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে 'স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনে'র ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ১৩৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৮২ জন ডোনার তালিকাভুক্ত হন। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে কেন্দ্র সহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

১৭. যরূরী চিকিৎসা কেন্দ্র : মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে যরূরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের চিকিৎসক সদস্যগণ সেখানে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ করা হয়।

১৮. অনুদান বুথ : ময়দানের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় ও ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় ছাড়াও অন্যান্য অনুদান সংগ্রহের জন্য 'আন্দোলন' ও ইয়াতীম বিভাগের পৃথক অনুদান বুথ।

১৯. দেওয়াল পত্রিকা : তাবলীগী ইজতেমা'২৪ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'সোনামণি প্রতিভা' এবং 'যুবঘংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে 'ছওতুল মারকায' নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের বুক স্টলের মধ্যবর্তী স্থানে প্রদর্শিত হয়।

২০. ফৎওয়া বুথ : গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'দারুল ইফতা'র সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। ইজতেমার ১ম দিন বাদ মাগরিব থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এবং ২য় দিন বাদ আছর থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

২১. নিরাপত্তা : প্রশাসনের প্রস্তাবক্রমে ৩টি ওয়াচ টাওয়ার ও ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। সেই সাথে সংগঠনের ৭০০ জনের অধিক স্বেচ্ছাসেবক দু'দিন আগে থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণের নিয়মিত তদারকি।

২২. যানবাহন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও বিভিন্ন যেলা থেকে মুছল্লীগণ বাস, ট্রেন, মাইক্রো, বিমান ও অন্যান্য যানবাহনে করে ইজতেমায় আগমন করেন। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত মোট বাসের সংখ্যা ৩২১টি ও মাইক্রোর সংখ্যা ২২টি ও ট্রাক ১টি। সবচেয়ে বেশী বাস আসে সাতক্ষীরা থেকে ৬৬টি। এছাড়া ভারত, সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কুয়েত, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, লণ্ডন সহ বিভিন্ন দেশ থেকে সদ্য দেশে আগত অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন।

২৩. সাইকেলে আগমন : অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও সাইকেল যোগে ইজতেমায় আগমন করেন (১) সাতক্ষীরা যেলার তালা উপযেলার বর্তমানে মানিকহার গ্রামের আব্দুল বারী (৬৬)। ১৯৯৭ সাল থেকে মোট ২৩ বার (২) সাতক্ষীরা সদর উপযেলার কাওনডাঙ্গা গ্রামের যয়নাল আবেদীন (৮৬)। তিনি একটানা ২১ বছর যাবৎ (৩) একই উপযেলার গড়েরডাঙ্গা গ্রামের মুহাম্মাদ আশরাফ (৫৪)। সাতক্ষীরা থেকে প্রায় ৩০০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে রাজশাহী পৌঁছতে তাদের সময় লাগে দু'দিনে মোট ২১ ঘণ্টা। আমীরে জামা'আত তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং এই কষ্টকর ভ্রমণে যেন 'রিয়া' না আসে এবং এটি যেন স্রেফ আল্লাহর জন্য হয়, সে বিষয়ে সাবধান করেন।

২৪. সোনামণি র‌্যালি : তাবলীগী ইজতেমা'২৪ উপলক্ষ্যে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাদ আছর সোনামণি র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিটি মারকায থেকে শুরু হয়ে মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্ব ধরে উত্তর দিকে বায়া বাজার মোড়ে গমন করে। সেখান থেকে মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্ব ধরে দক্ষিণ দিকে মারকাযে ফিরে আসে।

২৫. পত্রিকায় রিপোর্ট : ইজতেমার বিস্তারিত রিপোর্ট দৈনিক ইনকিলাবে কয়েকদিন যাবৎ প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইজতেমায় আগত সম্মানিত অতিথি জনাব সালমান এফ রহমান-এর আগমন প্রসঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

২৬. ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪ : ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে 'ইসলামী জাগরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, যুববিষয়ক সম্পাদক, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ প্রমুখ।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে উদ্যোক্তাদের স্বাগত জানান এবং জাগরণীর মাধ্যমে তাওহীদী সমাজ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই কথার মধ্যে জাদু আছে। তার ভালোটা ভালো এবং মন্দটা মন্দ। যে কণ্ঠ মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় সেটাই ভালো। আর যে কণ্ঠ মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায় সেটাই মন্দ। আল-হেরার পুরা প্রচেষ্টাই হচ্ছে মানুষকে সুরের মাধ্যমে জান্নাতমুখী করা। ১৯৯১ সালে যখন আমরা আল-হেরা প্রতিষ্ঠা করি, তখন আমাদেরকে কুফরীর ফৎওয়া শুনতে হয়েছে। সকল কটাক্ষ উপেক্ষা করে বাতিলপন্থী গান ও সঙ্গীতের মোকাবেলায় যখন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আল-হেরার আলোকচ্ছটা ও মায়াময় কণ্ঠ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তখন জান্নাত পিয়াসী মানুষগুলির হৃদয়ে নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। এজন্য এর নাম দিয়েছিলাম 'জাগরণী'। দো'আ করি, তোমাদের জাগরণী যেন সমাজে নির্ভেজাল তাওহীদের জাগরণ ঘটায়। এগুলি যেন তোমাদের জান্নাতের অসীলা হয়।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয ওবায়দুল্লাহ। জাগরণী পেশ করেন মীযানুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, রাক্বীবুল ইসলাম, রোকনুয্যামান, ইয়াকূব আলী, কেরামত আলী, আলে ইমরান ও রাতুল আসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সহকারী পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম।

২৭. টয়লেট : এবারে ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বে মোট ৩০৮টি অস্থায়ী টয়লেট স্থাপন করা হয়। সাথেই পুকুরে ওযূ ও গোসলের ব্যবস্থা ছিল।

যেলা সম্মেলন : পিরোজপুর ২০২৪

১লা মার্চ শুক্রবার সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার স্বরূপকাঠি উপযেলাধীন দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালন ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুরাদ হাসান।

আল-'আওন : সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-'আওনে'র যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পিংয়ে ২৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ১০ জন ডোনর তালিকাভুক্ত হন। অতঃপর মুরাদ হাসানকে সভাপতি ও মাহদী হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি গঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ (গত সংখ্যার পর)

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার, নারায়ণগঞ্জ : অদ্য বাদ আছর যেলার কাঞ্চনবাজারস্থ যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার।

২৭শে জানুয়ারী শনিবার নরসিংদী : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা যেলার পাঁচদোনাবাজারস্থ পাঁচদোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

২৮শে জানুয়ারী রবিবার মানিকগঞ্জ : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শহরে অবস্থিত যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীল আহমাদের বাসভবনে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

তা'লীমী বৈঠক

১০ই মার্চ রবিবার ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার দৌলতপুর থানাধীন ধর্মদহ মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ধর্মদহ এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফীযুল ইসলাম মাস্টার।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

১লা মার্চ শুক্রবার সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি উপযেলাধীন দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

মারকায সংবাদ

গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কর্তব্য' শীর্ষক বইয়ের উপর গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মারকাযের ৩৭ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে ১ম স্থান অধিকার করেন ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও লতীফুল ইসলাম, ২য় স্থান অধিকার করেন যৌথভাবে নাজমুল হুদা, মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ ও ক্বামারুয্যামান। ৩য় স্থান অধিকার করেন ৬ জন। এঁরা হলেন আব্দুল কাদির, হাফেয মশীউর রহমান, শেখ আমীর হোসাইন, আকরাম হোসাইন, মিনারুল ইসলাম ও আব্দুর রহীম। শিক্ষকমণ্ডলী আগ্রহভরে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে আনন্দমুখর পরিবেশে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এতে বিজয়ী শিক্ষকমণ্ডলীকে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বিভিন্ন মূল্যবান বই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ২রা মার্চ শনিবার বাদ মাগরিব দারুল ইমারতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিজয়ীদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন। এ সময় মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

১. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মেহেরপুর যেলার সাবেক সহ-সভাপতি ও অর্থ সম্পাদক আবু তাহের মাস্টার (৮৭) গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার সকাল ৬-টা ১০ মিনিটে নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় তার নিজগ্রাম যেলার গাংনী থানাধীন হাড়াভাঙ্গা সামাজিক গোরস্থান ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার একমাত্র পুত্র 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি মুহিব্বুর রহমান হেলাল। জানাযা শেষে তাকে উক্ত সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, রাজশাহীর নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ হায়দার আলীসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

২. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁদপুর যেলা এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাহ মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান (৪৪) গত ১লা মার্চ শুক্রবার বিকাল ৫-টা ৫০ মিনিটে ঢাকা শেখ হাসিনা বার্ণ এণ্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। তিনি গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ১১-টায় চাঁদপুর সদরের নানুপুর স্লুইজ গেইটে ওয়াসায় কর্মরত অবস্থায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় দু'জন সহকর্মীসহ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন রাত সাড়ে ৮-টায় চাঁদপুর টেকনিক্যাল হাইস্কুল ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন চাঁদপুর ইসলামিক কালচারাল একাডেমীর প্রিন্সিপাল মাওলানা রেযাউল করীম। জানাযা শেষে তাকে নিজ বাসস্থান যেলার সদর থানাধীন ১৩নং ওয়ার্ডের মোল্লাবাড়ী পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফ, সহ-সভাপতি কামালুদ্দীন ভূঁইয়া সেলীম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইনসহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল বৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা মাইয়েতগণের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) আমাদের মসজিদে অনেক মুছল্লী ফজরের ছালাতে এসে নিয়মিতভাবে তাহিয়াতুল ওযূ, তাহিয়াতুল মসজিদ এবং ফজরের সুন্নাতসহ মোট ৬ রাক'আত আদায় করেন। এতে কোন দোষ আছে কি?

-সাজিদুর রহমান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর : বাড়িতে সুন্নাতে রাতেবা দুই রাক'আত আদায় করলে মসজিদে এসে বসার পূর্বে দুখূলুল মাসজিদ আদায় করতে পারে। আর মসজিদে এসে দুই রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা পড়লে তাহিইয়াতুল ওযূ ও দুখূলুল মাসজিদের হক আদায় হয়ে যাবে এবং পূর্ণ ছওয়াব পেয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ফজরের আযানের পরে ও ছালাতের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুই রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই। রাসূল (ছাঃ) ফজরের আযানের পর আর কোন ছালাত আদায় করতেন না। তিনি বলেন, যখন ফজর উদয় হয়ে যাবে তখন দুই রাক'আত ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই *(ইরওয়া হা/৪৭৮, সনদ ছহীহ)*। একদা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) ফজরের আযানের পরে জনৈক ব্যক্তিকে দুই রাক'আত সুন্নাতের বাইরে অতিরিক্ত ছালাত আদায় করতে দেখলেন। তিনি তাকে অতিরিক্ত ছালাত আদায় করতে নিষেধ করলেন। তখন লোকটি বলল, হে আবূ মুহাম্মাদ! ছালাত আদায়ের জন্য কি আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন, ছালাত আদায় করার কারণে নয় বরং আল্লাহ শাস্তি দিবেন সুন্নাতের খেলাফ আমল করার কারণে *(দারেমী হা/৪৩৬; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৪৭৫৫; ইরওয়া হা/৪৭৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। তবে বিদ্বানদের মতে, নফল হিসাবে এ সময় কেউ চাইলে ছালাত আদায় করতে পারে। কিন্তু তা নিয়মিত আদায় করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/২০৪)*।

প্রশ্ন (২/২৪২) : বিজয়ের মসজিদ নামে খ্যাত কোনটি? বুধবার যোহর ও আছর ছালাতের মধ্য সময়ে দো'আ কবুল হয় কি?

-আব্দুল্লাহ, বিন্দুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : বিজয়ের মসজিদ তথা 'মাসজিদুল ফাৎহ' মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে খন্দকের যুদ্ধস্থলের পার্শ্বে অবস্থিত। আর প্রতি বুধবারের যোহর এবং আছরের মধ্যবর্তী সময়টুকু দো'আ কবুলের সময় বলে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মসজিদে অর্থাৎ 'মাসজিদুল ফাৎহ' (বিজয়ের মসজিদ)-এ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার দো'আ করলেন এবং বুধবার ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দো'আ কবুল হ'ল। জাবের (রাঃ) বলেন, যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ উপস্থিত হয়েছে, তখনই আমি উক্ত সময়ে প্রার্থনার ইচ্ছা করেছি এবং বুধবার এই সময়ে দো'আ করেছি। অতঃপর তা যে কবুল হয়েছে তা বুঝতে পেরেছি *(আল আদাবুল মুফরাদ হা/৭০৪; আহমাদ হা/১৪৬০৩)*। বর্ণনাটি অনেক মুহাদ্দিছ যঈফ বললেও শায়খ আলবানী 'হাসান' বলেছেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১১৮৫)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা দো'আ কবুলের সময়ের কথা প্রমাণিত হয়, কোন স্থান নয়। আমাদের সাথী একদল বিদ্বান এই হাদীছের উপর আমল করে উক্ত সময়ে প্রার্থনা করেন *(ইকতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাকীম ২/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : সূরা ইখলাছ তিনবার তেলাওয়াত করলে একবার পুরো কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাওয়া যায়। সেকারণ আমি নিয়মিতভাবে ফজরের ছালাতের পর এ আমলটি করি। এটা বিদ'আত হবে কি?

-জাহিদ হাসান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ আমল করা যাবে। কিন্তু এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, সূরা ইখলাছ তিনবার তেলাওয়াত করলে একবার পুরো কুরআন তেলাওয়াতের নেকী পাওয়া যায়। কেবল ফজরের পর নয় বরং যেকোন সময় পাঠ করলে উক্ত মর্যাদা লাভ করা যাবে। পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরা ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ একবার পাঠে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠের ছওয়াব অর্জিত হয়, যদিও তা এক-তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করার নামান্তর নয় *(বুখারী হা/৬৬৪৩; মুসলিম হা/৮১১-১২; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৭/১৩৭-১৩৯)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : নাভীর নিচের লোম যদি ৪০ দিনের মধ্যে কাটা না হয়, তাহ'লে গুনাহ হবে কি? এমতাবস্থায় ছালাত কবুল হবে কি?

-এনামুর রহমান, যশোর।

উত্তর : প্রত্যেক মুমিনের জন্য কর্তব্য হ'ল চল্লিশ দিনের মধ্যে নাভীর নীচের লোমসহ সর্বপ্রকার নির্দেশিত ফিৎরাতসমূহ অপসারণ করা *(মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪৪২২)*। চল্লিশ দিনের পরও এগুলো রেখে দেওয়া সুন্নাত বিরোধী কাজ। তাছাড়া দীর্ঘ দিন এগুলো কর্তন বা অপসারণ না করলে ময়লা জমা হয়, যা পবিত্রতার বিরোধী। সালাফগণ বলতেন, প্রত্যেক পশমের নীচে ময়লা থাকে। অতএব তোমরা ভালোভাবে পরিষ্কার করবে এবং চামড়া পরিচ্ছন্ন করবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৬৫)*। অতএব ইচ্ছাকৃতভাবে নাভীর নীচের চুল না কাটলে রাসূলের সুন্নাহ বিরোধী হওয়ায় গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা তা ছালাত ভঙ্গের কারণ নয় *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৯/২৫৪-৫৫, ৫৭)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : বর্তমানে যারা নিজেদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ বা নারী হচ্ছে, তাদের বিধান কি হবে? তারা যদি আগে পুরুষ থেকে থাকে, তাহ'লে এখন কি নারী হিসাবে

বিবেচিত হবে ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামী বিধান তার উপর আরোপিত হবে? আর যদি আগে নারী থেকে থাকে, তাহ'লে এখন কি পুরুষ হিসাবে বিবেচিত হবে ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ইসলামী বিধান তার উপর আরোপিত হবে?

-রাফাত আনাম, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : প্রকৃতিগতভাবে পুরুষ কোনভাবে নারী হ'তে পারে না। আবার নারী কখনো পুরুষ হ'তে পারে না। কেউ পুরুষ হয়ে নারীর ভান করার চেষ্টা করলে সেটা হারাম হবে। **প্রথমতঃ** এটা সৃষ্টির পরিবর্তন, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন *(নিসা ৪/১১৯)*। **দ্বিতীয়তঃ** রাসূল (ছাঃ) এদের প্রতি অভিশাপ করেছেন এবং মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হ'তে বের করে দাও। ফলে তিনি অমুককে এবং ওমর (রাঃ) অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৮৮৬, ৫৮৩৪; মিশকাত হা/৪৪২৮)*। তিনি আরো বলেন, রাসূল (ছাঃ) সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোষাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরিধান করে *(আবূদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫০৯৫)*। এক্ষণে নারীর পোষাক পরিধানে বা ভান করাতেই যখন এত অভিশাপ সেখানে লিঙ্গ পরিবর্তন করলে কি ভয়াবহ শাস্তি হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। **তৃতীয়তঃ** নিজেকে পরিবর্তন করলেও পূর্বের হুকুমে তার যাবতীয় বিধান কার্যকর হবে। অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ হ'লে মৃত্যু অবধি পুরুষই থাকবে এবং জন্মগত নারী হ'লে নারীর বিধানই কার্যকর হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/৪৫-৪৯)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা দো'আ কবুলের অন্যতম শর্ত কি? এর জন্য কি কি দো'আ পাঠ করা যাবে? দরূদ বলতে দরূদে ইব্রাহীমী পড়তে হবে না অন্য কিছু?

-জাহিদ, সুনামগঞ্জ।

উত্তর : দো'আ কবুলের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব এবং দো'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। ফাযালা ইবনে ওবায়দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন লোককে ছালাতে প্রার্থনা করতে শুনলেন। কিন্তু সে তাতে আল্লাহ্র প্রশংসা করেনি এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, লোকটি তাড়াহুড়ো করল। অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, 'যখন তোমাদের কেউ দো'আ করবে, তখন সে যেন তার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা করে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে দো'আ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে' *(আবূদাঊদ হা/১৪৮১; আহমাদ হা/২৩৯৮২, সনদ ছহীহ)*। এছাড়াও ওমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক দো'আ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে (আকাশে ওঠে না বা আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না), যতক্ষণ না নবীর উপর দরূদ পাঠ করা হয় *(তিরমিযী হা/৪৮৬, ছহীহুত তারগীব হা/১৬৭৫, ১৬৭৬)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত যে, দো'আর পূর্বে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব *(আল-আযকার ১৭৬ পৃ.)*। আর দরূদে ইব্রাহীমী পাঠ করা উত্তম। তবে সংক্ষেপে দরূদ পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে *(ছহীহুল জামে' হা/৪৭১৬)*। অর্থাৎ বলবে, নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ। উল্লেখ্য যে, দো'আর পূর্বে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব নয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/২)*।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে সেটা ছহীহ কি?

-নিয়ামাতুল্লাহ, করটিয়া, টাংগাইল।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খাদীজা (রাঃ)-এর বিয়ের সময় খাদীজা (রাঃ)-এর বয়সের ব্যাপারে ছহীহ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ চল্লিশ বছরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৬৩ পৃ.)*। আবার আরেকদল ঐতিহাসিক ২৫, ২৮, ৩৫ বছর বললেও তা ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি *(ইবনু সা'দ, আত্ব-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮/১৩, ৮/১৬; ড. আকরাম যিয়া উমরী, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ ১১৩ পৃ.)*। মোটকথা রাসূল (ছাঃ)-এর তুলনায় খাদীজা (রাঃ) বয়সে বড় ছিলেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : আমি পেশায় চিকিৎসক। স্বচ্ছল ও ফেৎনামুক্ত পরিবেশের কথা ভেবে দুবাইয়ে বসবাস করি এবং একটি হাসপাতালে মাসিক ভিত্তিতে চাকুরীরত আছি। আমার কাছে মদ্যপান, ব্যভিচারসহ নিষিদ্ধ কাজের ফলে যেসব রোগ হয় সেসব রোগী আসে। কিন্তু হাসপাতালের নিষেধাজ্ঞার কারণে আমি তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করতে পারি না। ফলে মদ্যপান থেকে নিষেধ না করে বলতে হয় অল্প খাবেন, অল্প ক্ষতিকর ব্র্যান্ডের খাবেন ইত্যাদি। এক্ষণে আমার উপার্জন হালাল হচ্ছে কি?

-টনি চৌধুরী, চট্টগ্রাম।*
**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন]*

উত্তর : হারামকে হারাম হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সাধ্যমত লোকদেরকে মদ খাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করবে। কোনভাবেই 'অল্প খাবেন' বা 'অল্প ক্ষতিকর ব্রাণ্ডের খাবেন' এজাতীয় কোন বাক্য ব্যবহার করা যাবে না। সেই সাথে সুযোগমত ইসলামের পথে দাওয়াত দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক স্তর বর্ণনা করে দিয়েছেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছাবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদের বলবে,

আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন.. *(বুখারী হা/৭৩৭২; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : আমার বৃদ্ধ পিতা সর্বদা অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে এবং প্রচুর অর্থ অপব্যয় করে। আমরা তাকে সৎ পথে ফিরে আসার কথা বললেই বিভিন্নভাবে অভিশাপ দেয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

-ছিয়াম শেখ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : অসৎ কাজ করতে থাকলে সর্বদা নছীহত করতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে হবে। তবে নরম ভাষায় তাকে উপদেশ দিতে হবে। কারণ আল্লাহ্ হেদায়াত না করলে যবরদস্তি করে কাউকে হেদায়াত করা সম্ভব নয় *(বাক্বারাহ ২৭২; ক্বাছাছ ৫৬)*। এছাড়া তার সাথে সদাচরণ করতে হবে। কোন প্রকার মর্যাদাহানিকর ব্যবহার করা যাবে না *(ইসরা ৩৩)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ফজরের ছালাতের বেশ কিছুক্ষণ পর তথা সকালের নাশতার পর পায়জামায় মযী দেখতে পাই। কিন্তু বুঝতে পারছি না, যে কখন বের হ’ল। এমতাবস্থায় ফজরের ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-ছালেহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পুনরায় আদায় করতে হবে না। কারণ ছালাত আদায়ের সময় উক্ত অপবিত্রতা সম্পর্কে তার জানা ছিল না। রাসূল (ছাঃ) নাপাক জুতা পরে ছালাত আদায় করছিলেন। যখন জিব্রীল (আঃ) তাকে অবহিত করলেন তাঁর জুতার নাপাকী সম্পর্কে, তখন তিনি জুতা খুলে ফেলে দিলেও ছালাত পুনরায় আদায় করেননি *(আবূদাউদ হা/৬৫০; মিশকাত হা/৭৬৬, সনদ ছহীহ; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ২/২৩২)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : কোন মানুষ কিভাবে মারা যাবে সেটি তার তাকদীরে লেখা থাকে। তাহ’লে কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে, তাহ’লে সে কেন জাহান্নামী হবে?

-রাহাত, যশোর।

উত্তর : তাকদীরে বিশ্বাস করা ফরয। তাকদীরে লেখা থাকে বলে মানুষ আত্মহত্যা করে এমন কথা সঠিক নয়। বরং আল্লাহ তা‘আলা অদৃশ্যের খবর রাখেন। বান্দা সমগ্র জীবনে কি করবে বা করবে না তাঁর সবই জানা। এজন্য তিনি লিখে রাখেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৮/৬৩)*। অতএব ব্যক্তি আত্মহত্যার মত পাপ করে জাহান্নামে যাবে একথা আল্লাহ জানেন বলেই লিখে রেখেছেন। তিনি কাউকে কোন অন্যায় কাজের জন্য বাধ্য করেননি। যেমন জনৈক ব্যক্তি ওমর (রাঃ)-এর আমলে চুরি করলে তার হাত কাটার ফায়ছালা দেওয়া হয়। তখন সে ওমর (রাঃ)-কে বলল, তাক্বদীরে লেখা আছে বলেই তো আমি চুরি করেছি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার তাক্বদীরে লেখা আছে বলেই আমি তোমার হাত কাটার ফায়ছালা দিয়েছি *(খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে‘ লি আখলাকির রাবী ২/১৬৯, রাবী ক্রমিক ১৫১০)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : মসজিদের বারান্দার ডান পাশে তথা উত্তর-পূর্ব কোণায় সিঁড়ির নীচে কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা কি ছহীহ হবে? উক্ত মসজিদের জন্য ৪ শতাংশ জমি ওয়াকৃফ করা হয়েছিল। বর্তমানে মসজিদের জন্য নির্ধারিত জায়গা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের দিকে কিছু অংশ ছেড়ে মসজিদটি উত্তর দিকে প্রশস্ত করা হয়েছে। এতে শারঈ দৃষ্টিতে কোন বাধা আছে কি?

-মুহাম্মাদ যাকিরুল ইসলাম
সর্দারপাড়া জামে মসজিদ, দস্তানাবাদ, নাটোর।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা মসজিদটি কবর কেন্দ্রিক নয়। তাছাড়া কবর রয়েছে মসজিদের পিছনে। আর হাদীছে কবর সামনে নিয়ে বা কবরের উপরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘সাবধান! তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি’ *(মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩)*। তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না’ *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮; ছহীহাহ হা/১০১৬)*। এক্ষণে অধিকতর সতর্কতার জন্য কবর ও মসজিদের মধ্যে আলাদা প্রাচীর নির্মাণ করে কবরকে মসজিদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করা উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১২/৩১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ২/২৫৪; শায়খ বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/৩৫৭)*। উল্লেখ্য যে, কবর কেন্দ্রিক কোন মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয নয় *(মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩)*। একইভাবে কবরের পিছনে কাতার করে কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করাও জায়েয নয়।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্ফের জমি বৃহত্তর কল্যাণার্থে প্রয়োজনে স্থানান্তর করায় কোন বাধা নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল ইখতিয়ারাত ১/১৭৬; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৯/৫৬০-৫৬১)*। সুতরাং মসজিদটি প্রশস্ত করার জন্য প্রশ্নোল্লেখিতভাবে জমিটি সমন্বয় করে নেয়া যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত অংশটিও লিখিতভাবে ওয়াক্ফ করা আবশ্যক, যাতে ভবিষ্যতে কোন বিভ্রান্তি তৈরী না হয়।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : আমি আমার স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে তিন তালাক দিয়ে দেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্ত্রী দেখার আগেই আমি তা ডিলিট করে দেই। তাহ’লে তার বিধান কি হবে?

-আবীর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত মেসেজ লেখায় এক তালাক কার্যকর হয়েছে। কারণ তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য স্ত্রীকে অবহিত করা শর্ত নয়। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে নিয়তের সাথে মুখে তালাকের কথা উচ্চারণ করলে বা লিখলে তালাক হয়ে যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/২৭৯; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২/৮০৪)*। উল্লেখ্য, এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন তোহরের) মধ্যে হ’লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবূ রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন।

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবূদাঊদ হা/২১৯৬; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৯৮৬, সনদ হাসান; দ্রঃ হাফাবা প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : কোন অমুসলিম অসুস্থ হ'লে তার সুস্থতার জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-আব্দুছ ছবূর, মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তর : অমুসলিমদের হেদায়াত এবং সুস্থতার জন্য দো'আ করা জায়েয *(হায়তামী, তোহফাতুল মুহতাজ ২/৮৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/১০৩)*। ওক্ববা বিন 'আমের আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বলেন, তিনি মুসলিমদের বেশভূষাধারী এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমনকালে সে তাকে সালাম দিল এবং তিনিও উত্তরে বলেন, তোমার প্রতিও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য বর্ষিত হৌক। সাথের যুবক তাকে বলল, সে তো খৃস্টান। ওকবা (রাঃ) দাঁড়ালেন, অতঃপর লোকটির পিছে পিছে অগ্রসর হয়ে তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত ও তাঁর প্রাচুর্য মুমিনদের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তোমার ধন-সম্পত্তি ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১১২; ইরওয়া হা/১২৭৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ইহূদী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে বরকত দিন এবং দেহে সুস্থতাও বয়সে প্রশস্ততা দান করুন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৮২৪)*। তবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ *(তওবা ১১৩)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : ওযূ করার সময় যে থুতনী ধুতে হয় তা আমি জানতাম না। ফলে না ধুয়েই এতদিন ছালাত আদায় করেছি। এক্ষণে আমাকে কি আবার সব ছালাত পুনরায় পড়তে হবে? নাকি তওবা করলেই যথেষ্ট হবে?

-কাকলী পারভীন, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : তওবা করলেই যথেষ্ট হবে। থুতনিসহ মুখমণ্ডল ধৌত করা কর্তব্য। অজ্ঞতাবশত আমল না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তবে জানার পর থেকে থুতনিসহ মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করার সময় এক কোষ পানি নিয়ে চিবুকের নীচ দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে তা খিলাল করে নিতেন এবং বলতেন, আমার রব আমাকে এরূপ করতে নির্দেশ করেছেন *(আবূদাঊদ হা/১৪৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৯৬)*। অতএব ওযূ করার সময় সুন্নাতী পদ্ধতিতে ওযূর অঙ্গগুলো ধৌত করবে।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : ২ রাক'আত ছালাত আদায়ের জন্য ছালাত শুরু করে ১ রাক'আত পড়ার পর যদি কেউ নিয়ত পরিবর্তন করে ৪ রাক'আত পড়তে চায়, তা জায়েয হবে কি?

-মাছূম, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : নফল ছালাতের ক্ষেত্রে ছালাতরত অবস্থায় প্রয়োজনে রাক'আত কম বা বেশী করার নিয়ত পরিবর্তন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রাতের নফল ছালাত দুই দুই রাক'আত। অতঃপর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাবার আশংকা করে, তখন সে যেন এক রাক'আত পড়ে নেয়। যা তার পূর্বেকার সকল নফল ছালাতকে বিতরে পরিণত করবে' *(বুখারী হা/৯৯০; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪)*। তিনি বলেন, নফল ছিয়াম পালনকারী স্বেচ্ছাধীন *(ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*। তবে কেউ নিয়ত পরিবর্তন ছাড়াই খামখেয়ালীভাবে রাক'আত কম বা বেশী করলে সর্বসম্মতি-ক্রমে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে *(নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৪/৫০)*। অনুরূপভাবে ফরয থেকে নফলের নিয়ত এবং এক নফল থেকে আরেক নফলের দিকে নিয়ত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এক ফরয থেকে আরেক ফরয বা নফল থেকে ফরযে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে না *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৪৭-৪৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১০/২৯৭)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : মুখ দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের বাজনা (বিট বক্স) বাজানো জায়েয হবে কি?

-আব্দুল জাব্বার, বরিশাল।

উত্তর : বাদ্যযন্ত্রের বাজনা যে মাধ্যমেই করা হৌক না তা হারাম। মুখের মাধ্যমে হ'লেও হারাম এবং অন্য কোন মাধ্যমে করা হ'লেও হারাম *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-কালামু 'আলা মাসআলাতিস সেমা' ১৬৭ পৃ.; তালবীসু ইবলীস ২৭৫ পৃ.)*। ইবনু আবেদীন বলেন, বাদ্যযন্ত্র কেবল যন্ত্র হওয়ার জন্য হারাম নয়। বরং এর মাধ্যমে বিনোদন গ্রহণও হারাম। হয় শ্রোতা নিচ্ছে বা বাদক নিজেই নিচ্ছে *(হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ৬/৩৫০)*। শায়খ আব্দুল্লাহ বিন জিবরীন (রহঃ) বলেন, আমরা মনে করি মুখের শব্দ দ্বারা বাজনা তৈরি করা হ'লেও সেটা হারাম।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : স্বপ্নদোষ হ'লে গেঞ্জী-জামা-পায়জামা সহ সব পোষাকই কি ধুয়ে ফেলতে হবে?

-জাফর আলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : স্বপ্নদোষ হ'লে কেবল গোসল ফরয হয়। আর যে পোষাকে বীর্য লেগে যায় কেবল সেটা ধুয়ে নিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/১৪৬)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন পুরুষ লোক (ঘুম থেকে জেগে শুক্রের) আর্দ্রতা পেল, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ছে না। তখন সে কি করবে? তিনি বললেন, সে (ফরয) গোসল করবে। অপরদিকে কোন পুরুষের স্মরণ আছে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে অথচ (কাপড়ে শুক্রের) কোন আর্দ্রতা খুঁজে পাচ্ছে না, (তখন সে কি করবে?) তিনি বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি এরূপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের মতো *(আবূদাঊদ হা/২৩৬; ছহীহাহ হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৪৪১)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : বিবাহের সময় পাত্রীপক্ষ অন্যায়ভাবে ও জোরপূর্বক পাত্রের সাধ্যাতীত মোহরানা নির্ধারণ করেছে। বাধ্য হয়ে মৌন সম্মতি দিলেও ধার্যকৃত মোহর আদায় করা বরের পক্ষে অসম্ভব। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-আব্দুল বাছীর, পঞ্চগড়।

উত্তর : মোহর নির্ধারিত হবে বরের সামর্থানুযায়ী। বরের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হ'লে বর এবং কনে পক্ষ বসে

মীমাংসা করে নিবে বা স্ত্রীর সাথে সমঝোতা করে সাধ্যমত মোহরানা প্রদান করে মিটমাট করে নিবে। জনৈক ছাহাবী চার উক্বিয়া মোহর প্রদানের মাধ্যমে বিয়ে করলে রাসূল (ছাঃ) তা অপসন্দ করেন। কারণ এটা তার সাধ্যের অতিরিক্ত ছিল *(নববী, শরহ মুসলিম ৯/২১১)*। অভিভাবকদের উচিৎ মোহরানা নির্ধারণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং ছেলের সামর্থানুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'উত্তম মোহর হচ্ছে, যা দেয়া সহজ হয়' *(হাকেম হা/২৭৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩২৭৯)*। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, তোমরা স্ত্রীদের মোহর নির্ধারণে সীমালংঘন করো না। কেননা যদি উক্ত মোহর নির্ধারণ দুনিয়াতে সম্মান এবং আল্লাহ্র নিকট তাক্বওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তা নির্ধারণে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-ই তোমাদের চেয়ে অধিক অগ্রগামী হ'তেন। কিন্তু ১২ উক্বিয়ার অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন কিংবা কোন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই *(নাসাঈ হা/৩৩৪৯; আহমাদ হা/২৮৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : যাকাতের টাকা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর জন্য জমি, ভবন বা আসবাবপত্র ক্রয় করা যাবে কি?

-সামিরা, সিলেট।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যাকাতের খাত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ছাদাক্বাসমূহ কেবল (আট শ্রেণীর) লোকের জন্য। 'ফক্বীর, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং (দুস্থ) মুসাফিরদের জন্য। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নির্ধারিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৬০)*। অতএব উক্ত আট খাতের বাইরে যাকাতের অর্থ বিতরণ করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, কোন সংগঠন, সংস্থা, ফাউণ্ডেশন যদি যাকাতের অর্থ বিতরণের দায়িত্বে থাকে, তবে বিতরণের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়সমূহ যাকাতের অর্থ থেকে গ্রহণ করতে পারে। তবে উক্ত সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জমি, ভবন বা আসবাবপত্র ক্রয় করতে হ'লে অন্যান্য ছাদাক্বা বা অনুদান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে করতে হবে।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : স্বামীর অবাধ্য হয়ে স্ত্রী মাঝে-মধ্যেই পিতার বাড়িতে চলে যায়। এহেন কর্মকাণ্ডের দুনিয়াবী ও পরকালীন শাস্তি কি?

-আব্দুল্লাহ, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : স্বামীর আনুগত্য করা ফরয এবং অবাধ্য হওয়া হারাম। যে নারী দুনিয়ায় স্বামীর অবাধ্য হবে সে যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ, ফেরেশতা এবং হুরে আইনের লা'নত বা অভিশাপপ্রাপ্ত হবে তেমনি পরকালে জাহান্নামে যাবে। পিতার বাড়ি যেতে হ'লে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) পিতার বাড়িতে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি পিতা-মাতার কাছে চলে গেলাম *(বুখারী হা/৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয় (অর্থাৎ অশ্রদ্ধা, অবাধ্যতা ইত্যাদির মাধ্যমে), তখন উক্ত স্বামীর জান্নাতের রমণীগণ (হূরেরা) বলতে থাকে, তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না, (যদি কর) তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন। তিনি তোমার নিকট (কিছু সময়ের) মেহমান, শীঘ্রই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন *(তিরমিযী হা/১১৭৪; মিশকাত হা/৩২৫৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৪৫)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সেই মহিলার প্রতি তাকাবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষী' *(ছহীহুত তারগীব হা/১৯৪৪)*। তিনি আরো বলেন, 'মহিলা যদি স্বামীর হক (যথার্থরূপে) জানত, তাহ'লে তার দুপুর অথবা রাতের খাবার খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সে (তার পাশে) দাঁড়িয়ে থাকত' *(ছহীহুল জামে' হা/৫২৫৫)*।

হুছাইন বিন মিহছানের এক ফুফু নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কোন প্রয়োজনে এলে এবং তা পূরণ হয়ে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্বামী আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার কাছে তোমার অবস্থান কি? সে বলল, যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি। তিনি বললেন, খেয়াল কর, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায়। কারণ সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম *(আহমাদ হা/১৯০২৫, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, কোন মহিলা তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করতে পেরেছে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৯৪৩)*। অতএব নারীদের জন্য স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : কেউ যদি দ্বীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে গাফেলতি করে, তবে তাকে বাধ্য করে দ্বীন শেখানো যাবে কি?

-মারূফ হাসান, হাজারীবাগ, ঢাকা।

উত্তর : যাবে। কারণ দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরযে আইন *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৩২৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৭২)*। তবে দ্বীনের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : কারো শরীরে, কুরআনে বা সম্মানজনক কোন কিছুর সাথে পা লাগলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কি করতে হবে? আমরা কখনো ক্ষমা চাই, বুকে নিয়ে চুমু দেই বা কপালে লাগাই। এসব জায়েয হবে কি?

-আবরার ফাহাদ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : অনিচ্ছাকৃতভাবে কুরআন পড়ে গেলে কিংবা পা লাগলে ভীতি ও শ্রদ্ধার সাথে তওবার মন নিয়ে *'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন'* পাঠ করবে *(বাক্বারাহ ২/১৫৬;*

মুসলিম হা/৯১৮; মিশকাত হা/১৬১৮)। অনুরূপভাবে কারো শরীরে বা সম্মানজনক কিছুর সাথে অনিচ্ছায় পা লেগে গেলে *'ইন্নালিল্লাহ'* পাঠ করে ব্যক্তি হ'লে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। উল্লেখ্য যে, কুরআনের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং কোনভাবেই যেন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২৯৯০; মুসলিম হা/১৮৬৯; মিশকাত হা/২১৯৭)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : মিলনের পূর্বে শৃঙ্গারকালে অসাবধানতাবশত স্ত্রীর দুগ্ধ স্বামীর পেটে গেলে স্ত্রী কি স্বামীর জন্য মায়ের মত হারাম হয়ে যাবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : না, এতে কোন ক্ষতি নেই। এ কারণে স্ত্রী তার মা হয়ে যায় না। কারণ দুধ পানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার জন্য প্রধানতঃ দু'টি শর্ত আছে। (১) দুই বছর বয়সের মধ্যে বা দুধ পানকালীন বয়সে দুধ পান করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। সুতরাং প্রাপ্ত বয়সে দুধ পান করলে হারাম হবে না। (২) কমপক্ষে পাঁচবার পান করতে হবে *(মুসলিম হা/১৪৫২; মিশকাত হা/৩১৬৭; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/৯৭)*। উল্লেখ্য, প্রাপ্তবয়স্করা পাঁচ বারের বেশী পান করলেও দুধ মা সাব্যস্ত হয় না *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২১/১২৬; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৯/২)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : ছিয়াম অবস্থায় ব্যথা বা জ্বর উপশমের জন্য সাপোজিটরী ও শ্বাস কষ্ট দূর করার জন্য ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : যাবে। কারণ এগুলো কোন খাদ্য নয় যা পাকস্থলীতে যায়। আর এগুলি রক্ত তৈরিতেও সহায়তা করে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৪৫; মাজাল্লাতু মাজমা'ইল ফিক্বহিল ইসলামী ১০/৯১৩)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় পশুর চোখ ঢেকে রাখা যাবে কি?

-মীযানুর রহমান, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সাধারণভাবে পশুর প্রতি ইহসান করার নিয়তে তাকে যবেহ করার সময় চোখ ঢেকে যবেহ করলে দোষ নেই। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ছাগল যবেহ করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে বলল, ছাগল যবেহ করতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়। রাসূল (ছাঃ) দুইবার বললেন, তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়াপরবশ হও, তবে আল্লাহও তোমার প্রতি দয়াপরবশ হবেন *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৭৩; ছহীহাহ হা/২৬)*। উল্লেখ্য যে, একটি পশুকে আরেকটি পশুর সামনে যবেহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এটি দেখে জীবিত পশুটি কষ্ট পায়, যা ইহসানের বিপরীত *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৯/৩১৭; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৭৩-৭৪)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : ছালাতরত অবস্থায় ঋতুবতী হয়ে গেলে পরবর্তীতে সেই ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-নাঈমা খাতুন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় কোন নারীর মাসিক শুরু হ'লে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে পবিত্র হ'লে উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করবে। কারণ ওয়াক্ত প্রবেশের পর তার মাসিক শুরু হয়েছে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২১৮)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব ও সন্তানের বয়স কম থাকায় বাচ্চা যথেষ্ট বুকের দুধ পাবে না, এজন্য গত ২ বছর ছিয়াম রাখতে পারেনি। এই বছর আবারও সন্তানসম্ভবা হওয়ায় ছিয়াম রাখতে পারবে না। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি হবে? এর জন্য ফিদইয়া দেওয়া কি যথেষ্ট হবে না-কি ক্বাযা আদায় করতে হবে?

-আব্দুল্লাহ মুজাহিদ, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় তিনি ক্বাযাও আদায় করতে পারেন বা ফিদইয়াহও দিতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রহিত করে দিয়েছেন অর্ধেক ছালাত এবং মুলতবী রেখেছেন ছিয়ামকে। আর গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারীণী মহিলা থেকে মুলতবী করে দিয়েছেন ছিয়াম' *(নাসাঈ হা/২২৭৪, ২৩১৫; আহমাদ হা/২০৩৪১, সনদ হাসান)*। তবে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) সহ কতিপয় ছাহাবীর মতে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাগণ সন্তানের ক্ষতির আশংকা করলে ছিয়াম ছাড়বে এবং প্রতিদিনের বিনিময়ে ফিদইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৩৭; মির'আত ৭/১৫; দ্র. 'ছিয়াম ও ক্বিয়াম' বই ৯৩-৯৪)*।

তবে নারীর এ অবস্থাকে অসুস্থতা ধরে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করে নেওয়াই বেশী নিরাপদ এবং সুন্নাহ্র নিকটবর্তী *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/২২০-২২৬; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২২০)*।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : আমরা অনেক সময় আদর করে বাচ্চাদের নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকি এতে কি নাম বিকৃতির গুনাহ হবে?

-আয়েশা খাতূন, নাটোর।

উত্তর : কাউকে কষ্ট না দেওয়ার উদ্দেশ্যে সন্তান বা শিশুদের ভালোবেসে তার নাম ছোট করে ডাকা দোষণীয় নয়। রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে 'আয়েশ!' বলে আহ্বান করতেন *(বুখারী হা/৩৭৬৮; মিশকাত হা/৬১৭৮)*। তিনি স্বীয় খাদেম আনজাশাহকে 'আনজাশ' বলে ডাকতেন *(বুখারী হা/৬২০২)*। সেজন্য বিদ্বানগণ নাম ছোট করে শিশুদের আহ্বান করাকে জায়েয বলেছেন *(নববী, শরহু মুসলিম ৭/৪৩; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৭/২৫৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৫৪)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : মায়ের দুধ দুই বছরের অধিক সময় পান না করানো মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ -এর ব্যাপারে সঠিক তথ্য বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ রোকনুযযামান, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : এই উক্তিটি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, ইবনু আব্বাস ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের উক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাযা'আত বা দুধ মা

কেবল ছোটকালে দুই বছরের মধ্যে দুধ পান করলে সাব্যস্ত হয়। বড় হয়ে বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে দুধ পান করলে দুধ মা সাব্যস্ত হয় না *(আহমাদ হা/৪৪২০; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭০৫১; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১৩৯০৩, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) থেকেই বরং এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দুগ্ধপানের মাধ্যমে ততক্ষণ হারাম হয় যখন দুগ্ধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং সেটা দুধ ছাড়ানোর পূর্বে পান করানো হয় *(তিরমিযী হা/১১৫২; মিশকাত হা/৩১৭৩)*।

উল্লেখ্য যে, শরী'আতে শিশুকে দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং সাধারণ মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পান করানো 'রাযা'আত' বা মায়ের দুগ্ধদানের পূর্ণ সময়। এরপর যা সে পান করাবে তা সাধারণ খাবার হিসাবে গণ্য হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৬৩ পৃ.)*। ইবনু কাছীর (রহ.) বলেন, এটি মায়েদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা যে, তারা সন্তানদের দু'বছর দুধ পান করাবে *(ইবনু কাছীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)*। কুরতুবী বলেন, সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে দু'বছরের কম-বেশী করা নির্ভর করবে সন্তানের উপকার-ক্ষতি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর *(তাফসীর কুরতুবী)*। সেজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে তিনটি সময় রয়েছে। সর্বনিম্ন দেড়বছর, মধ্যম দু'বছর ও সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন বছর *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৬০; ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১০/৩৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : আমি অমুসলিম পরিবারে বিবাহ করেছি এবং দু'জনেই ইসলামী জীবন যাপন করছি। এক্ষণে আমার অমুসলিম শ্বশুরালয়ে বেড়াতে যাওয়া, ওঠা-বসাম খাওয়া-দাওয়া, ছালাত আদায় করা ইত্যাদি জায়েয হবে কি?

-কামাল আহমাদ, অস্ট্রেলিয়া।

উত্তর : অমুসলিম শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে পিতা-মাতা বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর হক আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করায় বাধা নেই। তবে তা যেন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে না হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম *(ফুরকান ৭২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। সেখানে তাদের যবেহকৃত পশু ও হারাম খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাবার খাওয়া যাবে *(বুখারী হা/২৬১৯-২০)* এবং ছালাত আদায় করা যাবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : আমার নিকট কিছু পুরনো মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা আছে। আমি এগুলো কি করতে পারি? এই পত্রিকাগুলো যারা পেপার, বই-খাতা, ভাঙ্গাচুরা ইত্যাদি ক্রয় করে তাদের নিকট বিক্রি করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : মাসিক আত-তাহরীকসহ ইসলামী বইপত্র কুরআন ও হাদীছ সম্বলিত, সেজন্য এসব যত্রতত্র বিক্রয় করা যাবে না। বরং পাঠের জন্য অন্য মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে। এতে ছওয়াব হবে। আর যদি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায় তাহ'লে মাটিতে পুঁতে দিতে পারে বা আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৪৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/৭১)*।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : ঈদের দিন আক্বীক্বা করার বিধান কি?

*-*হৃদয়, ঢাকা।*

[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : ঈদের দিন সন্তান জন্মের সপ্তম দিন হ'লে সে দিনেই আক্বীক্বা করবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩)*। এক্ষণে কুরবানীর দিনে আক্বীক্বার দিন পড়ে গেলে আক্বীক্বা ও কুরবানী উভয়টি করবে। তবে উভয়টির সামর্থ্য না থাকলে আক্বীক্বাকে অগ্রাধিকার দিবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪২৬৮; বাহূতী, কাশশাফুল ক্বেনা' ৩/৩০; ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ২৬/১৫; দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : আমার মা আমাকে ডিম কিনতে ১৫০ টাকা দিয়ে মুদি দোকানে পাঠিয়েছেন। দাম ছিল ১৩০ টাকা। কিন্তু আমি তাকে মাত্র ১০ টাকা ফেরত দিয়েছি। যখন আমি একাজ করি তখন আমি মনে মনে বলি যে, আমি এটি ১৩০ টাকায় মুদি দোকান থেকে কিনেছি এবং আমার মায়ের কাছে ১৪০ টাকায় বিক্রি করছি। তাই আমি তাকে ১০ টাকা ফেরত দিয়েছি। এতে আমি কি পাপী হব?

-ইবাদুর রহমান, সিলেট।

উত্তর : এটা প্রতারণা হবে। কারণ মায়ের পণ্য কেনার সাথে নিজে লাভবান হওয়ার বিষয়টি মায়ের অজানা। ব্যবসা করতে হ'লে নিজের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পর অধিক মূল্যে বিক্রয় করতে হবে *(বুখারী হা/২১৩৫; মিশকাত হা/২৮৭০)*। অতএব উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : আজকাল ভিড়ের কারণে অনেক মহিলার পক্ষ থেকে মাহরাম পুরুষরাই কংকর মারার কাজ সেরে নেন। এটা কি ছহীহ? আবার অনেক মহিলা ভিড়ের কারণে মুযদালিফার মাঠে না থেকে সরাসরি মিনার তাঁবুতে এসে রাত্রি যাপন করেন। সাথে মাহরাম পুরুষও এসে পড়েন। এরূপ করা কি জায়েয হবে? এতে কি কোন দম ওয়াজিব হবে?

-আযাদ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

উত্তর : হজ্জে ওযর ব্যতীত নারী-পুরুষ কেউ অন্যকে জামরায় পাথর নিক্ষেপের দায়িত্ব দিতে পারে না। কেউ এমনটি করলে ওয়াজিব ত্যাগকারী হিসাবে দম বা কুরবানী দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/২৮৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৩০৬)*। অনুরূপভাবে কোন নারী বিনা ওযরে মুযদালিফায় অবস্থান না করে মিনায় চলে আসলে ওয়াজিব তরককারী হিসাবে তার উপর দম আবশ্যক হবে। কারণ মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/১৩৪, ১৫০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২৭৭; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৫১)*। হাজীগণ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত

জমা' তাখীর করে আদায় করবেন। অতঃপর রাতে অবস্থান করে ফজরের ছালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে। আর এর পূর্বে আরাফাতে রাতে বা দিনে অবস্থান করেছে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে নিয়েছে' *(তিরমিযী হা/৮৯১; ইরওয়া হা/১০৬৬, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর হজ্জের পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেছেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেছেন। অতঃপর ফজরের ছালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১২১৮; ইরওয়া হা/১০৭৫)*। তবে দুর্বল পুরুষ বা নারীরা মধ্যরাতের পর মিনায় চলে যেতে পারে। যাতে সকালের ভিড়ের পূর্বে পাথর মারার কাজ সম্পন্ন করে নিতে পারে *(বুখারী হা/১৬৭৬, ১৬৭৯)*। এক্ষণে কোন ব্যক্তি যদি মুযদালিফায় অবস্থান না করে মধ্য রাতের পূর্বেই মিনার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে তাহ'লে ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে তাকে দম বা কুরবানী দেওয়ার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করতে হবে *(দারাকুৎনী হা/২৫৩৪; ইরওয়া হা/১১০০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : ঈদের ছালাতের জন্য জামা'আত শর্ত কি? ঈদের ছালাত ছুটে গেলে করণীয় কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : ঈদের ছালাতের জন্য জামা'আত শর্ত। কিন্তু ওযরের কারণে জামা'আত ছুটে গেলে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সাধারণ ছালাতের উপর ভিত্তি করে একাকী তাকবীরসহ দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। এসময় খুৎবা দেওয়া যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩০৬)*। ইমাম বুখারী (রহ.) এর উপরে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের আমল ও বাণী জমা করেছেন *(বুখারী ৪/১৫৪; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৯০)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : জনৈক আলেম আবুদাউদের ১৫৬৫ নং হাদীছের দলীল দিয়ে বলেন, ব্যবহৃত স্বর্ণ যদি একটি আংটিও হয় তাহ'লে সেটার যাকাত দিতে হবে, নিছাব পরিমাণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। একথার সত্যতা আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা হাদীছটি পর্যালোচনা সাপেক্ষ। প্রথমত উক্ত হাদীছ দ্বারা স্বর্ণ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক এর বিপরীত আমল বর্ণিত হওয়ায় তা মানসূখ বলে কতিপয় বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন *(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৮২০৩)*। তৃতীয়ত বিদ্বানগণ এর সনদকে যঈফ বলেছেন *(তিরমিযী হা/৬৩৭; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/১৮৮)*। উল্লেখ্য যে, যারা উক্ত হাদীছকে ছহীহ গণ্য করেছেন তারা মনে করেন, আংটির সাথে অন্য গহনা থাকলে তা মিলিয়ে নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৬০; আশ-শারহুল মুমতে' ৬/২৭৭)*।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : সূদ হারাম জানা সত্ত্বেও আমি ব্যাংক থেকে একাধিক বার সূদ নিয়েছি। আমি গুনাহগার। আমি কিভাবে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাব? আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন?

-আরিফ, দিনাজপুর।

উত্তর : পূর্বেকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করবে। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(যুমার ৩৯/৫৩)*। অতএব বর্তমানে যদি সূদের টাকা মালিকানায় থাকে তাহ'লে সেগুলো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে ছওয়াবের আশা ছাড়া দান করে দিবে। আর যা ভোগ করা হয়ে গেছে সেটার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি আর সূদ আদান-প্রদান না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সূদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫; মারদাভী, আল ফুরূ' ১১/১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : আমি কওমী মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। আমার পিতা কৃষক এবং নিয়মিত মানুষকে ঋণ দেন এবং সূদ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে আমার পড়াশুনার খরচ দেন। উক্ত অর্থে দ্বীনী পড়াশুনা করা জায়েয হবে কি?

-সালমান আহমাদ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এক্ষণে পিতার সম্পদ যদি হারাম উপার্জন থেকে হয় তাহ'লে সন্তানের জন্য সেখান থেকে খরচ গ্রহণ করা অপরাধ নয়। এতে সূদ গ্রহণ করার জন্য পিতা গুনাহগার হবেন, কিন্তু সন্তান নয়। তবে সন্তানের দায়িত্ব হচ্ছে পিতাকে বারবার নছীহত করা যাতে তিনি সূদ থেকে বিরত থাকেন।

উল্লেখ্য যে, পিতার সম্পদ মৌলিকভাবে হারাম হ'লে সন্তানের জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন চুরি করা, ছিনতাই করা ও ডাকাতি করা সম্পদ *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৮৮, ১৯/১৮১)*। তাছাড়া সন্তান স্বাবলম্বী হ'লে পিতার হারাম সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : মসজিদে জামা'আত চলাকালে কেউ মাথা ঘুরে বা স্ট্রোক করে পড়ে গেলে পাশে থাকা মুছল্লীদের করণীয় কি?

-হাসান আলী, ফুলবাড়ি, দিনাজপুর।

উত্তর : মসজিদে কোন মুছল্লী অজ্ঞান হয়ে পড়লে পাশের মুছল্লীগণ ছালাত ছেড়ে দিয়ে রোগীর সেবা করবে এবং পরবর্তীতে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করে নিবে *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*।

সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের সাবলীল ও সহজবোধ্য অনুবাদ

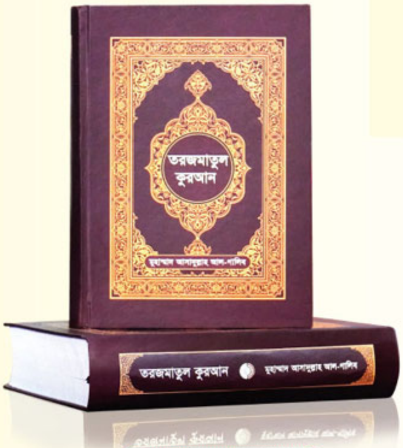

তরজমাতুল কুরআন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য :

- সাবলীল ও সহজবোধ্য বাংলায় কুরআনের মর্ম সাধ্যমত স্পষ্ট করা হয়েছে।
- এক আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য আয়াত, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা সমুন্নত রাখা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

সদ্য প্রকাশিত

বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হ'ল পরিবার। এক্ষণে যারা বিশুদ্ধ ইসলামের আলোকে পরিবার গড়তে চান ও সন্তান প্রতিপালন করতে চান, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ স্ত্রীর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চান, সর্বোপরি ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হ'তে চান, বইটি তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 7, April 2024

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আস্সালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাযার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' *(বুখারী হা/৪৫০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, রকেট (মার্চেন্ট) ০১৭৯৭-৫০৫১৮২৫

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭৫১-৫১৯৫৬২, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

দারুল হাদীছ এডুকেশন সিটি

(একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি নগরী)

مدينة دار الحديث العلمية والتربوية

■ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ■ তাবলীগী ইজতেমা ময়দান

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বহুমুখী সংস্কার কার্যক্রমকে অধিকতর সুসংহত ও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বহুমুখী 'মেগা প্রকল্প'টিতে বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার লক্ষ্যে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবলীগী ইজতেমা ময়দান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইয়াতীমখানা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন একটি আদর্শ ইসলামী নগরী গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে নিম্নোক্ত স্তর সমূহের যেকোন স্তরে দাতা সদস্য হয়ে উক্ত মহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত দাতাগণকে 'দাতাসদস্য সনদ' প্রদান করা হবে।

স্থায়ী দাতা সদস্য

স্তর	নাম	টাকার পরিমাণ
১ম	আজীবন দাতা সদস্য	২৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি বা তদূর্ধ্ব
২য়	বিশেষ দাতা সদস্য	৫ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব
৩য়	সাধারণ দাতা সদস্য	১ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব

নিম্নোক্ত স্তরে যেকোন অংকে অংশগ্রহণ করে নিয়মিত দাতা সদস্য হতে পারেন

স্তর	টাকা পরিমাণ	স্তর	টাকার পরিমাণ
১ম	২৫০০০/= বা তদূর্ধ্ব	৬ষ্ঠ	৪০০০/=
২য়	২০০০০/=	৭ম	৩০০০/=
৩য়	১৫০০০/=	৮ম	২০০০/=
৪র্থ	১০০০০/=	৯ম	১০০০/=
৫ম	৫০০০/=	১০ম	৫০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭৬।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।